উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৯৬৪.৯৯ (-১,২৫৮.১২)
নিফটি : ২৩,৬১৬.০৫ (-৩৮৮.৭০)

প্রথম বিটা প্রজন্মের শিশু আইজলে
২০২৫-এর প্রথম নবজাতক ফ্রাঙ্কি রেমরুতদিকা জাদেং বিটা প্রজন্মের প্রথম শিশু হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ১ জানুয়ারি রাত ১২টা ১ মিনিটে তার জন্ম হয়েছে। » ৮

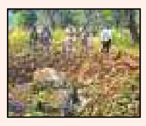

মাওবাদী বদলায় শহিদ ৯
ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে আইইডি বিস্ফোরণে নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়ি উড়িয়ে দিল মাওবাদীরা। শহিদ ৯ জওয়ান। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অনিশ্চিত বুমরাহ » ১৩

শিলিগুড়ি ২২ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 7 January 2025 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 229

সীমান্তে ফের রহস্যময় প্রকল্প

বাংলাদেশের পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের পাশে দাড়িয়াপাড়া এলাকায় ৩২ একর জায়গাজুড়ে মেডিকেল কলেজ ও গবেষণাগার তৈরির কাজ শুরু করেছিল চিনা সংস্থা। ওই রহস্যময় প্রকল্পের চেয়ারম্যান হলেন চিনা ব্যবসায়ী ঝুয়াং লিফেং। তিনিই মূল বিনিয়োগকারী।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় আসতেই শিলিগুড়ি লাগোয়া বাংলাদেশের পঞ্চগড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া রহস্যময় চিনা প্রকল্পের কাজ ফের চালু করতে তোড়জোড় শুরু হল। চিকেন নেক ঘেঁষে শিলিগুড়ি শহরের ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে ন'মাস আগে ওই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল একটি চিনা সংস্থা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, আড়াই হাজার কোটি বিনিয়োগে চিকেন নেকের কাছে মেডিকেল কলেজের নামে বিশেষ গবেষণাগার তৈরির পরিকল্পনা করেছিল চিন। ঘটা করে উদ্বোধন হলেও ভারতীয় কূটনৈতিক চালে মাঝপথেই প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে সেই প্রকল্প ফের চালু করতে চাইছে চিন। সূত্রের খবর, গত এক সপ্তাহে তিনবার প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখেছে চিনা সংস্থার কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশের পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের পাশে দাড়িয়াপাড়া এলাকায় ৩২ একর জায়গাজুড়ে মেডিকেল কলেজ ও গবেষণাগার তৈরির কাজ শুরু করেছিল চিনা সংস্থা। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল নর্থ পয়েন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। যেখানে প্রকল্প হচ্ছে সেখান থেকে জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি এবং চাউলহাটি দুটি জায়গারই দূরত্ব মেরেকেটে ২৫ কিলোমিটার করে। চিনা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে

২০২৩-এর ৮ এপ্রিল প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ঢাকার দূতাবাসের চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়ে সহ একাধিক চিনা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

চিকেন নেক ঘিরতে নয়া চাল চিনের

চিনের ওই রহস্যময় প্রকল্পের চেয়ারম্যান হলেন চিনা ব্যবসায়ী ঝুয়াং লিফেং। তিনিই মূল বিনিয়োগকারী। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসানো হয়েছিল বাংলাদেশে চিনপন্থী হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ-চিন মৈত্রী কেন্দ্রের তৎকালীন মহাসচিব এইচএম জাহাঙ্গির আলম রানাকে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, প্রকল্পের কাজের নামে ফের সীমান্তে ঘাঁটি করতে শুরু করেছেন একদল চিনা ইঞ্জিনিয়ার। প্রকল্পস্থলে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের জেলে বন্দি জঙ্গিরা বর্তমানে মুক্ত। গোপন পথে চিন থেকে টনটন যুদ্ধাস্ত্র ঢুকছে ভারতে। ভারতীয় সীমান্তে যুদ্ধ মহড়া শুরু করেছে বাংলাদেশি সেনা। এই পরিস্থিতিতে চিকেন নেকের কাছে নতুন করে চিনা তৎপরতায় চিন্তা বাড়ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের।

এক দেশের ব্যবসায়ীদের অন্য দেশে বিনিয়োগ নতুন ঘটনা নয়। তবে শিলিগুড়ি করিডর ঘেঁষে চিনা বিনিয়োগের পেছনে বড়সড়ো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। নেপাল ও ভুটানকে ব্যবহার করে চিন যে ভারতবিরোধী নানা পরিকল্পনা ছকছে সেকথা আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। বাংলাদেশেও সক্রিয় ভারতবিরোধী একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী। চিন কি চিকেন নেক ঘিরে ফেলতে নয়া পরিকল্পনা করছে? এই প্রশ্নই ঘুরছে ভারতীয় গোয়েন্দা মহলে। সীমান্তের কাছে চিনা প্রকল্প নিয়ে সতর্ক রয়েছে বিএসএফ। বিএসএফের এক গোয়েন্দাকর্তার কথায়, 'ওই প্রকল্প ফের শুরু হচ্ছে বলে খবর মিলেছে।

এরপর দশের পাতায়

সিএসপির কর্ণধারের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে লুট

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৬ জানুয়ারি : প্রকাশ্যে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে একটি সিএসপির (কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট) কর্ণধারের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষেরও বেশি টাকা ছিনতাই করা হল। দুষ্কৃতীরা এরপর শূন্যে দুই রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। সোমবার দুপুরে ইসলামপুর থানার অলিপুর ও ওয়াপোখরের মাঝামাঝি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা বলেন, 'অলিপুর এলাকায় একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত চলছে।'

ইসলামপুর এবং গোয়ালপোখর থানার সীমান্তবর্তী নন্দঝাড় বাজার এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিএসপির কর্ণধার কানাই বিশ্বাস এদিন কালানাগিনে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা তোলেন। এরপর মোটর সাইকেলে চেপে তিনি সিএসপির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় অলিপুর ও ওয়াপোখরের মাঝামাঝি এলাকায় একটি ব্রিজের উপর নীল রংয়ের একটি বাইক নিয়ে তিন দুষ্কৃতী তাঁর রাস্তা আটকায়। অভিযোগ, তাঁর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। বাইকের চাবি নিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি কাঁধে থাকা টাকার ব্যাগটিও নিয়ে নেওয়া হয়।

এরপর তারা পালাতে থাকলে কানাই চিৎকার শুরু করেন। তা শুনে আশপাশের বাসিন্দারা এগিয়ে এসে ওই দুষ্কৃতীদের আটকানোর চেষ্টা করলে তারা শূন্যে দুই রাউন্ড গুলি চালিয়ে ধনতলার দিকে পালিয়ে যায়। ওই দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি চালানোর পর শব্দ শুনে এলাকায় আরও অনেকের জমায়েত হয়েছিল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পাওয়ার পর ইসলামপুর থানার আইসি ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা সহ ব্যাংকের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করেন। পরে কানাই সন্ধ্যায় থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপর দশের পাতায়

মহানন্দার বুকে রিসর্ট

অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে কোনও নির্মাণ থাকবে না- স্পষ্ট করে দিয়েছে বন ও পরিবেশমন্ত্রক। তারপরও কীভাবে মহানন্দা অভয়ারণ্যে এবং নদীর মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল একটি রিসর্ট, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ জানুয়ারি : লাল টিনের চালের সারি সারি ঘর। দূর থেকে চেনা যায় নতুন ঝাঁ চকচকে রিসর্টটি। এমন রিসর্ট কম নেই উত্তরবঙ্গে। কিন্তু চম্পাসারির মিলন মোড়ের রিসর্টটি ব্যতিক্রম। কারণ, মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে শুধু নয়, রিসর্টটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মহানন্দা নদীতে।

রিসর্টটি গড়ে তুলতে কম সময় লাগেনি। কিন্তু এই রিসর্ট নিয়ে কোনও তথ্যই এতদিন ছিল না মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের কাছে। ফলে প্রশাসনিক 'নজরদারি' নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, যা কার্যত স্পষ্ট হয়েছে বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্যে। তিনি বলছেন, 'আজকেই বিএলআরও'র অফিসের টিম ওখানে গিয়েছে তদন্ত করতে। অভয়ারণ্যের মধ্যে নির্মাণের বিষয়টি আমাদের গোচরে আসার পরই বিএলআরওকে জানানো হয়। বিএলআরও দপ্তর থেকে পরিদর্শন করে রিপোর্ট পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভয়ারণ্যের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে বা ইকো সেনসেটিভ জোনে এবং নদীতে যে রিসর্ট হতে পারে না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিডিও।

অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে কোনও নির্মাণ

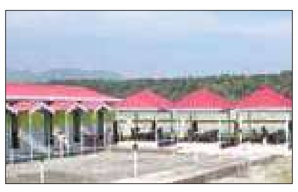

কেউ জানে না
- মিলন মোড়ের অদূরে মহানন্দা নদীর মাঝে গড়ে উঠেছে রিসর্টটি
- বন দপ্তর থেকে শুরু করে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর কেউই রিসর্টটির কথা জানে না বলে দাবি
- প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া কী করে রিসর্ট তৈরি হল, প্রশ্ন উঠছে মহানন্দাপাড়ে

থাকবে না -স্পষ্ট করে দিয়েছে বন ও পরিবেশমন্ত্রক। সংরক্ষিত এলাকায় কোনও নির্মাণ থাকলে তা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভাঙা হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে মহানন্দা অভয়ারণ্যে এবং নদীর মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল একটি রিসর্ট, সেই প্রশ্ন উঠেছে। এর পিছনে রাজনৈতিক প্রভাব যে রয়েছে, তাও উঠে আসছে প্রশাসনিক সূত্রে।

চম্পাসারির মিলন মোড় থেকে ডানদিকে আধ কিলোমিটার পথ গেলেই মহানন্দা নদীর মধ্যে তৈরি করা হয়েছে রিসর্টটি। পাশে রয়েছে রাজ্য সরকারের জমি চিহ্নিত করা বোর্ড। অদূরেই মহানন্দা অভয়ারণ্য। এর কাছেই ৩টি ক্র্যাশার বসানো হয়েছে। রিসর্টে বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হয়েছে। দিনভর খদ্দেরের ভিড় লেগেই থাকে। চলে 'খানা পিনা'ও।

ইকো সেনসিটিভ জোন এবং নদীর ওপর তৈরি রিসর্টে বিদ্যুৎ সংযোগ কীভাবে দেওয়া হল, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে অনেকের। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর ও পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলছেন, 'ইকো সেনসিটিভ জোনে বা নদীর মধ্যে কোনওভাবেই এমন রিসর্ট করা যায় না। পরিবেশের ক্ষতি ছাড়াও আইনবিরুদ্ধ কাজ কীভাবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল? প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে পদক্ষেপ করা।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে দায় এড়াতে চাইছেন কর্তারা। বিডিওর সাফাই, 'আসলে রিমোট এলাকা বলে সবসময় নজর রাখা যায় না। তবে খবর পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

এরপর দশের পাতায়

টানাপোড়েন চলছেই

কল্যাণ হোক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করছেন মহন্ত জ্ঞান দাস। সোমবার কপিলমুনির আশ্রমে।

সময় বেঁধে হাসিনার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ঢাকা, ৬ জানুয়ারি : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরও একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল সোমবার। গত দেড় দশকে বিভিন্ন গুমখুনের অভিযোগে ওই পরোয়ানা জারি করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে অন্য একটি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর নামে আরেকটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল এই ট্রাইবিউনালই।

সেই পরোয়ানার ভিত্তিতে হাসিনাকে গ্রেপ্তার করতে ইন্টারপোলকে অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশের চিফ প্রসিকিউটরের দপ্তর। বাংলাদেশ সরকার চিঠি দিয়ে হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধও জানিয়েছিল ভারতকে। ভারত এখনও তাতে সাড়া দেয়নি। এবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল ট্রাইবিউনাল। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন ট্রাইবিউনালে জানিয়েছিলেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম।

এরপর দশের পাতায়

মৎস্যজীবী নিগ্রহে মমতার তোপে ঢাকা

নির্মল ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ। বন্দি করার পর ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ওপর নাকি অকথ্য নির্যাতন করেছে 'বন্ধু দেশে'র উপকূল রক্ষীবাহিনী। জলসীমা অতিক্রম করায় ওই মৎস্যজীবীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ৯৫ জন মৎস্যজীবীর সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।

ক্ষুব্ধ গলায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমরা ওদের অসুস্থ মৎস্যজীবীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। আমরা দু'দেশের মৈত্রীর বন্ধনে আটকে থাকতে চাই। অথচ আমাদের মৎস্যজীবীদের মারধর করা হয়েছে। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। কয়েকজন এখনও খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। কোমর থেকে পা পর্যন্ত নানা জায়গায় মেরেছে। ওঁদের অনেক জায়গায় সেজন্য চোট আছে।'

রবিবার দু'দেশে মৎস্যজীবীদের বিনিময় করা হয়েছে। বাংলাদেশে ফিরেছেন ৯০ জন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই বিনিময় হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সেই কৃতিত্ব নিতে মরিয়া ছিল, সোমবার গঙ্গাসাগরে ওই মৎস্যজীবীদের মমতার সংবর্ধনা কর্মসূচিতে তা স্পষ্ট। ওই অনুষ্ঠানেই তিনি বাংলাদেশে মৎস্যজীবীদের নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা ও বিধায়ক মন্টু পাখিরাকে ওই

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
- মুক্তিপ্রাপ্ত মৎস্যজীবীদের সংবর্ধনা সত্যিই বেনজির
- তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী
- এককালীন ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ তাঁদের প্রত্যেককে
- সমুদ্র সাথী ও মৎস্যজীবী বন্ধু প্রকল্পে সহায়তার বার্তা

মৎস্যজীবীদের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

৯৫ জন মৎস্যজীবীর প্রত্যেককে হাতে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। ধরা পড়ার আগে একজন নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী পুতুল দাসকে মুখ্যমন্ত্রী ২ লক্ষ টাকার চেক দেন।

মমতার অভিযোগে সায় দিয়ে ওই মৎস্যজীবীদের অন্যতম আনন্দ সরকার বলেন,

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

আমরা-ওরা, মাপকাঠি শুধুই আনুগত্য

আশিস ঘোষ

আমরা আর ওরা। সেই কবে থেকে বাঙালি দু'ভাগে ভাগ হয়ে আছে। হয় তুমি আমার দিকে, আমরা। নয়তো আমাদের বিপক্ষে, ওরা। এই হল দু'দিকের ভাগ। গত জমানায় ব্যাপক চালু হয়েছিল এই আমরা-ওরা। যাঁরা দল আর সরকারের দিকে, বেছে বেছে তাঁরা একদিকে। আর যাঁরা উঠতে-বসতে সরকারের নিন্দেমন্দ করেন, তাঁরা অন্যদিকে। তুমি নন্দীগ্রামের মিছিলে হেঁটেছিলে, সরকারি লাইনের বাইরে গিয়ে গল্প, কবিতা, নাটক লিখেছিলে- তুমি ওরা। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের শত্রু, বুর্জোয়া।

আর তুমি যদি সরকারের দিকে থাকো, তুমি আমরা। তোমার জন্য নন্দনের সদর দরজা হাটখোলা। এই যেমন যাঁরা আরজি কর নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন, তাঁরা ওরা। আর দলের, সরকারের হয়ে সেই দুঃসময়ে যাঁরা গলা ফাটিয়েছেন, তাঁরা আমরা। সিধে হিসেব। সোজা ভাগ। সুতরাং তাঁরা সরকারের, সরকারি দলের দাক্ষিণ্য পাবেন। অন্য কিছু বিবেচ্য নয়।

আবার তুমি যদি বৈষম্যের বিরোধিতা করো, যদি ধর্মের নামে সংখ্যালঘুদের নিপীড়নকে নিন্দা করো, তবে তুমি ওরা। তুমি আরবান নকশাল, টুকরে টুকরে গ্যাং, দেশদ্রোহী, আরও কত কী। আর যদি তুমি হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দ্যাখো, যদি মনে করো সংখ্যালঘুমাত্রই দেশের বিপদ, তবে তুমি আমরা।

বাম আমলে কেন্দ্রের বঞ্চনা থেকে নিকারাগুয়ায় মার্কিনি আগ্রাসন, নয়া শিল্পনীতি থেকে ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি- সবেতেই বামফ্রন্টের তরফে ঘনঘন বিবৃতি জারি হত। জনা ষাটেকের নামে লেখা হত সেই বিবৃতি। তাতে শুরু থেকে শেষ- সব লিস্টে একই নাম। যাঁদের নাম তাঁদের আর জনে জনে বলাকওয়ার দরকার ছিল না। তালিকা একই থাকত। কেবল ওপরের বয়ানটুকু বদলে যেত। বছরের পর বছর। জানাই ছিল, কেউ আপত্তি করবেন না। এটা ছিল আমরা-র পাকা তালিকা।

এরপর দশের পাতায়

নতুন বছর, নতুন আশা
আমাদের পুঁজি পাঠকের ভালোবাসা

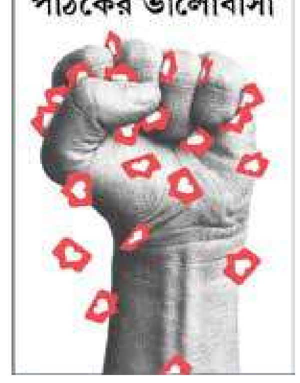

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

একাট্টা হতে চাইছে ইসলামপুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৬ জানুয়ারি : একদিকে শাসকের চোখরাঙানি, অন্যদিকে বিরোধীদের ছন্নছাড়া অবস্থান- এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে অঙ্কুরিত হওয়ার মুখেই বারবার চাপা পড়েছে ইসলামপুরকে জেলার দাবিতে আন্দোলন। কে কখন কোন শিবিরের তকমা সেঁটে দেবে তা নিয়ে ভয়ে ভয়ে কেটেছে সাধারণ মানুষের। কিন্তু এবার এই ইস্যুতে আর কোনওরকম অবস্থায় থাকতে রাজি নন সাধারণ মানুষ।

এদিকে, জেলা নিয়ে শাসকদলের পাশাপাশি বিরোধী শিবিরেও যে চরম রাজনীতি চলছে তা স্বীকার করছেন সকলে। তবে বিরোধীরা এবার চুপ করে বসে থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। জেলার ইস্যুতে তৃণমূলের প্রভাবশালী বর্ষীয়ান নেতাদের পালটে যাওয়া চোখে পড়ার মতো। বরাবরই সাধারণ মানুষের মধ্যে ছোট ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে শুরু করে

দাবি একটাই, 'জেলা চাই'। পুলিশ জেলা হতে পারলে প্রশাসনিক জেলা কেন নয়, আছে এমন যুক্তিও। জেলার দাবিতে একসময় পদযাত্রায় পায়ের নখ উঠে গিয়েছিল আন্দোলনকারীদের। আবারও সেই দাবি উঠছে সমস্বরে। আছে রাজনীতির অঙ্কও।
আজ শেষ কিস্তি

বিভিন্ন স্তরে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন রাজনৈতিক নেতারা। ফলে ভোট মিটলেই যথারীতি জেলার ইস্যু উধাও হয়ে যায়। ছোট ছোট রাজ্য ও জেলার পক্ষে সওয়াল করা বিজেপিও জেলার ইস্যুতে সাধারণ মানুষের স্বার্থে জোরদার আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন দিতে প্রস্তুত বলে দাবি করেছে। পদ্ম শিবিরের উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের কথায়, 'আমরা প্রস্তুত আছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়ে ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী পর্যন্ত ব্যাকফুটে চলে গিয়েছেন। জেলার দাবিতে তো আপনি সরব হয়েছিলেন, এখন কী বলবেন? প্রশ্ন করতেই করিম কার্যত অস্বস্তিতে পড়ে যান। তিনি বলেন, 'আমি দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইসলামপুর মহকুমা দিবস পালন করেছি। এই বিষয়টি নিয়ে আপাতত কোনও মন্তব্য করব না।'

উল্লেখ্য, করিম সাহেবের মতো 'বিদ্রোহী' বিধায়কের জেলার ইস্যুতে অবস্থান নিয়ে জল্পনার শেষ নেই।

এরপর দশের পাতায়

শীতঘুম ভাঙল পুলিশের, ফাঁকা রাজপথ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : একদিনেই বদলে গেল শিলিগুড়ির যানজট-চিত্র। অন্য রুটের টোটো ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করতেই কার্যত ফাঁকা হয়ে গেল হিলকার্ট রোড। যা দেখে পথচলতি অনেকেই মন্তব্য ছুড়লেন, 'পুলিশ যদি নিজের কাজটা ঠিক করে রোজ করত, তাহলে আর যানজটে হ্যাপা পোহাতে হত না আমাদের।'

পুলিশের 'শীতঘুম'টা অবশ্য এমনি এমনি ভাঙেনি। শহরজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অন্য রুটের টোটো- সোমবার এমন খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই আঁতে ঘা লাগে পুলিশের। কারণ পুলিশের করা নিয়মই যে ভাঙা হচ্ছিল পুলিশের সামনে। পুলিশ অবশ্য গা করেনি এতদিন। আর তাই হিলকার্ট রোড, সেবক রোডে নির্দ্বিধায় ঘুরে

অন্য রুটের টোটো ধরতে অভিযান

বেড়িয়েছে 'বেপাড়ার' টোটো।

পুলিশ অবশ্য এদিনের অভিযানকে রুটিন অভিযান বলেই দাবি করেছে। আর যা দেখে মুচকি হেসেছেন পথচলতিরা।

ছেলেকে নিয়ে দার্জিলিং মোড়ের দিকে যাচ্ছেন সুচন্দন দাস। রাস্তায় টোটোর ধরপাকড় দেখে বললেন, 'সারাদিন শুধু বাইক না ধরে টোটো সামলালেই যানজটটা মিটে যায়। আশা করব, পুলিশের এমন সক্রিয়তা রোজ থাকবে।'

বেলা তখন এগারোটা। জংশন সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধার বরাবর দাঁড় করানো একের পর এক টোটো। হলুদ ছাড়া অন্য রংয়ের স্টিকার দেখলেই থামিয়ে দিচ্ছিলেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। 'অন্য রুটে কেন?'-পুলিশের মুখে এমন প্রশ্ন শুনেই মুখ বেজার হয়ে যাচ্ছিল টোটোচালকদের। তাঁদের অভিব্যক্তিতেই বোঝা যাচ্ছিল, সব জেনেই তাঁরা নিয়ম ভাঙছেন।

একই ছবি এদিন ধরা পড়েছে বর্ধমান রোড, সেবক রোডে। বেলা বাড়তেই এই অভিযান যত তীব্র হয়েছে, ততই অন্যদিনের তুলনায় খালি হয়েছে শহরের মূল পথগুলো।

অন্যদিনের মতো যানজট না থাকায় রীতিমতো সন্তোষ প্রকাশ করছিলেন অশোক বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'অন্যদিন দার্জিলিং মোড় থেকে ভেনাস মোড় যেতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। আজ দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছি।'

এদিন নম্বর প্লেটবিহীন টোটো যাতে শহরের মূল রাস্তায় উঠতে না পারে, তার জন্যও সক্রিয় ছিল পুলিশ। পাকুড়তলা মোড়, হাতি মোড়েও দেখা গিয়েছে পুলিশি নজরদারি। যদিও এই সক্রিয়তা ক'দিনের,

এরপর দশের পাতায়

পুলিশের অভিযানের জেরে যানজটহীন হিলকার্ট রোড। ছবি : সূত্রধর

হুজুর সাহেবের মেলা আগেভাগে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৬ জানুয়ারি : ঐতিহ্য ভেঙে উত্তরবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলার সময়সীমা এগিয়ে আনা হচ্ছে। আগামী বছরের পাশাপাশি ২০২৭ এবং ২০২৮ সালে এই নিয়ম কার্যকর হবে। একরামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সূচনাকাল থেকে পূর্ব নির্ধারিত ৫ এবং ৬ ফাল্গুন এই মেলা হয়ে আসছে। করোনাকালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তবে সামনের তিন বছরের জন্য এই নিয়ম বদলানো হচ্ছে।

কমিটির সহ সভাপতি খন্দকার সামসুল আরফিন বললেন, 'আগামী বছর রমজান মাসের সময় মেলা পড়ছে। সেই সময় অনেকেই রোজা রাখবেন। রোজার মধ্যে মেলার আয়োজন সম্ভব নয়। তাছাড়া, এই সময়টায় পুণ্যার্থীরাও মেলায় আসতে সমস্যায় পড়বেন। সবার কথা চিন্তা করেই আগামী বছরের পাশাপাশি ২০২৭ এবং ২০২৮ সালে ফাল্গুন মাসের পরিবর্তে মাঘ মাসে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে।' কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান জানিয়েছেন, রমজান ও ইদের কারণে শুধুমাত্র ওই তিন বছর পূর্ব নির্ধারিত ৫ ও ৬ ফাল্গুনের পরিবর্তে মাঘ মাসের ১ এবং ২ তারিখ মেলা বসবে। এবছর অবশ্য পূর্ব নির্ধারিত সময়েই ৮১তম মেলা বসবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

হুজুর সাহেবের মেলার সময়সূচি অবশ্য এর আগেও বদলানো হয়েছে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ নুর নবিউল ইসলামের কথায়, 'এর আগে ১৯৯৭ সালেও একই কারণে মেলার নির্দিষ্ট দিন পরিবর্তন করা হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর পর মেলার সময়সূচি পরিবর্তিত হতে চলেছে। তবে পরিবর্তিত সময়সূচি এই তিন বছরের জন্যই কার্যকর হবে।' কমিটির সদস্য সামসের আলি ও কমল প্রধান জানান, মাজার চত্বরে আয়োজিত কমিটির বৈঠকে মেলার সময়সূচি বদলের বিষয়ে রমজান মাসের পাশাপাশি পৌষ-পার্বণ ও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়গুলিও প্রাধান্য পেয়েছে।

৩ বছরের জন্য

- আগামী বছরের পাশাপাশি ২০২৭ এবং ২০২৮ সালে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে
- পূর্বনির্ধারিত ৫ ও ৬ ফাল্গুনের পরিবর্তে এই বছরগুলিতে মাঘ মাসের ১ এবং ২ তারিখ মেলা
- এই বছরগুলিতে রমজান মাসের কারণে মেলার সময়সূচি পরিবর্তন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন
- এবছর পূর্বনির্ধারিত সময়ে ৮১তম মেলা বসবে

অর্থাভাবে দিনমজুর 'অ্যাথলিট'

অলিম্পিকের স্বপ্ন শিকেয়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৬ জানুয়ারি : স্বপ্ন ছিল অলিম্পিকে দৌড়ানোর। স্বপ্ন পূরণে রোজ ভোরে মাততেন অনুশীলনে। অংশ নিতেন একের পর এক দৌড় প্রতিযোগিতায়। ক্রিকেট বিস্ময় শচীন তেন্ডুলকারের হাত থেকেও নিয়েছেন পুরস্কারের চেক। কিন্তু তাঁর গোটা চলার পথেই ছড়ানো দারিদ্র্যের কাঁটা। তাই, স্বপ্নটা স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে। এখন দু'বেলা পেটের ভাত জোটাতে বেছে নিতে হয়েছে দিনমজুরি। মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়ির হাসিবুল হক এখন দিনমজুরি করেই পরিবার চালান। পরের জমিতে দৈনিক দিনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মেলে ৪০০ টাকা।

বাবা ফজরুল হক মসজিদের মুয়াজ্জিন, নামমাত্র উপার্জন। তাই, বড় হয়েই পরিবারের অন্নসংস্থানে মনোযোগী হতে হয়েছে হাসিবুলকে। পড়তেন বীরপাড়া কলেজে। সেখানেও সেকেন্ড সিমেস্টারে অর্থাভাবে পড়াশোনায় ছেদ পড়ে।

আলুখেতে দিনমজুরি করছেন হাসিবুল হক।

শুরু হয় দিনমজুরি। রবিবার ইসলামাবাদ গ্রামে আশরাফুল ইসলামের আলুখেতে কাজ করছিলেন হাসিবুল। বললেন, '৩০ বছর বয়স হয়ে গেল। স্বপ্ন দেখতাম অলিম্পিকে দৌড়াব। এজন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত খাবার, নির্দিষ্ট ধরনের জুতো দরকার। একজোড়া জুতোর দামই প্রায় ৩০ হাজার টাকা। এত টাকা পাব কোথায়?'

অথচ ভিনজেলা, কলকাতা এমনকি অন্য রাজ্যেও বহু দৌড়ে পুরস্কার জিতেছেন হাসিবুল। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। একটু বড় হয়ে কলকাতার নানা ক্লাব ও স্কুল আয়োজিত রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা সহ স্কুল জীবনেই পুলিশ দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মালদার এক ক্লাবের ২৬ কিমি রোড রেসে ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮-এ টানা অংশ নিয়ে প্রতিবারই প্রথম হয়ে হ্যাটট্রিক করেন। বছরকয়েক আগে বহরমপুর-কান্দি রোড রেসেও প্রথম হন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। হরিয়ানায় অংশ নেন। বেঙ্গালুরুতে ২১ কিমি জাতীয় দৌড় প্রতিযোগিতায় পঞ্চদশ, গুয়াহাটিতে তৃতীয়, কলকাতায় হাফ ম্যারাথনে তৃতীয় হয়ে শচীন তেন্ডুলকারের হাত থেকে পুরস্কারের চেক নেন তিনি। মাটির মেঝে, টিনের বেড়ার ঘরে এখনও টাঙানো সেই চেকটার রেপ্লিকা। ঘরজুড়ে নানা মাপের ট্রফি, মেডেল। স্বপ্ন ছুঁতে না পারলেও এখনও রোজ সকালে নিয়মিত অনুশীলন করেন হাসিবুল। তারপর বের হন পেটের ভাত জোটাতে। এখন প্রস্তুতি চলছে আগামী ১২ জানুয়ারি মালদা শহরে তৃণমূলের ৩০ কিমি রোড রেসের।

কথার মাঝেই মাঠে হাজির দুপুরের খাবার। ভাত, আলুসেদ্ধ, শাকপাতা, আর কাঁচা লংকা। আলুখেতে বসেই ভাতে কাঁচা লংকা পিষতে পিষতে মনে হচ্ছিল যেন নিজের স্বপ্নকে পিষছেন হাসিবুল।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় খোশমেজাজে রেড পান্ডা। ছবি : মান্তু রায় দেব

ট্রেনে গাঁজা পাচারের আগে ধৃত ৪

ধূপগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : তিন ব্যাগবোঝাই মোট ২১ কেজি গাঁজা সহ উত্তর চব্বিশ পরগনার মধ্যমগ্রামের চার বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃতদের নাম প্রসেনজিৎ রায়, মানস কর, লিঙ্কন বিশ্বাস ও গোবিন্দ মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে খবর, এই তরুণরা দিনহাটা থেকে গাঁজাবোঝাই ব্যাগ নিয়ে বাসে সোমবার ধূপগুড়ি পৌঁছায়। এখান থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতা যাওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তার আগেই অবশ্য ধূপগুড়ি থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার ও ভোটার কার্ডে Samsul Mahammad আছে। গত 06/01/25 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Samsul Hoque এবং Samsul Mahammad এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/113660)

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No. WB6920000001303)-এ নাম ভুল থাকায় গত ০৩/০১/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমি Satrunghnu Prasad থেকে Shatrughan Prasad হলাম। (C/113743)

কর্মখালি

ঘরের কাজের মহিলা চাই শিলিগুড়িতে ৩৮-৪৫ বিধবা, নিঃসন্তান পিছুটানহীন শিলিগুড়ির বাহির অগ্রগণ্য। 8617888985. (C/113374)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/114315)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তরদিনাজপুরে ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে। বেতন ১২,০০০ (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস! 8293719888 (C114319)

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন-১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন এক্সট্রা। কাজের সময়-সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph : 8250106017. (C/114317)

ত্যাজ্যকন্যা

আমি সুজিত সাহা, পিতা মৃত অমূল্য সাহা। 6/1/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি অ্যাফিডেভিট করে আমার কন্যা তনুশ্রী সাহাকে (বিবাহিত) তাহার ব্যবহারের উপর অতিষ্ঠ হয়ে ত্যাজ্য করিলাম। তাহার প্রতি আমার ও আমার পরিবারের কোনও দায়িত্ব থাকিল না। (C/113373)

Spoken English

ক্লাসে/বাড়িতে খুব সহজে ইংরেজি বলা শিখুন। স্টুডেন্ট/চাকরিজীবী/গৃহবধূদের জন্য দুর্দান্ত কোর্স। 86375-28788. (C/114317)

ব্যবসা বাণিজ্য

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ - 94337 66101. (K)

সভা/সমিতি

ইসলামপুর মহিলা ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিঃ দেশবন্ধুপাড়া ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পার্শ্বে ইসলামপুর উঃ দিনাজপুর সকল সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে আগামী 2nd February 2025 রোজ রবিবার বেলা 1 ঘটিকায় অফিস প্রাঙ্গণে সাধারণ বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। (S/N)

NOTICE

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Darjeeling
(District Child Protection Unit)

Applications are invited from eligible candidates for recruitment in various contractual posts of Children Home for Boys, Sonada, Darjeeling and Observation Home for Boys, Sonada, Darjeeling. For details and application form please visit **www.darjeeling.gov.in.** The last date for submission of forms in prescribed format is 31.01.2025.

Sd/-
District Magistrate,
Darjeeling

১৪তম ডুয়ার্স দিবসের প্রস্তুতি শুরু

নাগরাকাটা, ৬ জানুয়ারি : ১৩ বছর আগে ডুয়ার্স তখন অগ্নিগর্ভ। ডুয়ার্সের শান্তি ও উন্নতির বার্তা নিয়ে সমাজ সচেতন মানুষরা এগিয়ে আসেন। জাতিধর্ম ভাষা নির্বিশেষে ডাক দেন একতার বার্তাবাহী 'ডুয়ার্স দিবস' উদযাপনের। এবার সেই উৎসব ১৪তম বর্ষ পা দিল। এবছরও ১৪ জানুয়ারি পালিত হবে ডুয়ার্স ডে। দিনটি নিয়ে প্রচার চলছে জোরকদমে।

এবারের ডুয়ার্স দিবস কোনও বড়সড়ো মঞ্চে পালিত হবে না। প্রতিটি বাড়িতে এই দিনটি পালিত হবে। মন্দির, মসজিদ, গুম্ফা, চার্চ, সাজিয়ে তুলতে বলা হয়েছে। ডুয়ার্স ডে উদযাপন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ পার্থপ্রতিম বলেন, 'যেভাবে সরস্বতীপুজো, জিতিয়া, করম, ফুলপাতি উৎসব হয় তেমনভাবেই ডুয়ার্স দিবস পালিত হোক এটাই এবারের ভাবনা।'

ভাষাভিত্তিক রাজ্যভাগের দাবিতে গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরি, ষষ্ঠ তফশিল, গ্রেটার কোচবিহার নিয়ে উত্তপ্ত চা বলয়ে শান্তি ফেরাতেই এই ডুয়ার্স উৎসবের সূচনা। উদযাপন সমিতির সভাপতি মহম্মদ হাজি গুলজার, ডঃ কমল কুজুর প্রমুখের কথায়, এই উৎসব কোনও ধর্ম বা ভাষাভাষীর মানুষের নয়। সমস্ত ডুয়ার্সবাসীর। ১৪ জানুয়ারি মহিলাদের লুডো ও শিশু-কিশোরদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে।

উদযাপন সমিতির কোষাধ্যক্ষ বিজয় প্রকাশ পান্ডে, সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির আহ্বায়ক প্রবীর দত্তরা জানালেন, এই দিনটিকে সামনে রেখে সামাজিক মেলবন্ধন সুদৃঢ় করাই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী দিনটিকে প্রশাসনিক স্তরেও মান্যতা দেওয়ার কথা বলেছেন।

বাতিল দুটি জয়রাইড

পর্যটক কমছে দিন-দিন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : পর্যটকের সংখ্যা কমছে একটু একটু করে। আর সেই কারণেই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একজোড়া জয়রাইড বাতিল করল দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে। সোমবার থেকেই চাকা গড়ানো বন্ধ হয়ে গেল একটি স্টিম এবং একটি ডিজেল ইঞ্জিনের। ফলে দার্জিলিং এবং ঘুমের মধ্যে এখন থেকে চলাচল করবে ছয়টি জয়রাইড।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর প্রিয়াংশু অবশ্য বলছেন, 'শীতের প্রকোপ শুরু হয়ে যাওয়ায় এখন সন্ধে হতে বেশি সময় লাগছে না। সেইজন্য শেষবেলার দুটি জয়রাইড বাতিল করা হয়েছে।'

বড়দিন, নতুন বছর ছুটি শেষে পর্যটক হারাচ্ছে পাহাড়। বড়দিনের আগে থেকেই পর্যটকদের নিয়ে সমতল থেকে শয়ে-শয়ে গাড়ি উঠেছিল পাহাড়ে। শীতের প্রকোপ বাড়তে থাকায় এখন প্রায় প্রতিদিনই পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসছেন পর্যটকরা। তবে পাহাড় পর্যটকশূন্য হয়ে গিয়েছে, তা অবশ্য নয়। বর্তমানে যে সংখ্যক পর্যটক রয়েছেন, তাতে ছয়টি জয়রাইড যথেষ্ট বলে মনে করছেন ডিএইচআর কর্তারা।

পাহাড়ের কোলে ছুটে চলেছে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

পর্যটকদের ভিড় বাড়তেই দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে বাড়তি দুটি জয়রাইড চালু করেছিল ডিএইচআর। সূত্রের খবর, শীতের প্রকোপ যদি আরও বাড়ে এবং পর্যটকের সংখ্যা কমে যায়, তবে আর দুটি বা চারটি জয়রাইড বাতিল করা হবে। তবে এখনই নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলা টয়ট্রেন বাতিল হচ্ছে না।

৩১ ডিসেম্বর ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় সুকনার পর আর পাহাড়ে উঠতে পারেনি এনজেপি থেকে ছাড়া টয়ট্রেনটি। তাই ১ জানুয়ারি দার্জিলিং থেকে সমতলে নামেনি কোনও টয়ট্রেন। ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় যাত্রীদের মধ্যে। তাঁদের টাকা ফেরত দিতে হয় রেলকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় দু'দিন পর ইঞ্জিন মেরামত হলে।

যে দুটি জয়রাইড বাতিল করা হয়েছে, সেই দুটি ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল্প হিসেবে রাখার চিন্তাভাবনাও শুরু হয়েছে ডিএইচআরে।

e-Tender Notice

Office of the BDO,
Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO : BANARHAT/EO/NIT-007/2024-25** Last date of online bid submission **14/01/2025 at 06.00 P.M** respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

ধ্রুব-জোনাকির ফুলশয্যায় কী কাণ্ড বাঁধাল জোনাকি?
মিত্তিরবাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ আশ্রিতা, বিকেল ৪.৫০ গোলমাল, সন্ধে ৭.৫০ হারজিৎ, রাত ১০.৩৫ মিস কল

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তিনমূর্তি, বিকেল ৩.০০ পবিত্র পাপী, ৫.৩০ শিমুল পারুল, রাত ৯.৩০ দান প্রতিদান, ১২.০০ চৌরঙ্গি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্দিনী, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধে ৭.৩০ টোটাল দাদাগিরি, রাত ১০.৩০ বাদশা-দ্য কিং

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অজানা দ্বীপ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সোনার সংসার

জি সিনেমা : বেলা ১১.১১ গুমনাম, দুপুর ১.৪৩ সূর্য-দ্য সোলজার, বিকেল ৪.৪৮ ভালিমাই, রাত ৮.০০ আচার্য, ১০.৪৯ এনকাউন্টার শংকর

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.১৫ সূর্যবংশম, দুপুর ২.১৫ টিইথ্রিএন, বিকেল ৫.০০ দ্য রিয়াল লিডার-ব্রহ্মা, সন্ধে ৭.৪৫ ইয়ে হ্যায় অড্ডা, রাত ১০.০০ অব তক ছপ্পন-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ গ্রেট গ্র্যান্ড মস্তি, দুপুর ১.৪৪ সির্ফ তুম, বিকেল ৪.৩৫ পুলিশ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৩০ জুদাই, রাত ১০.২৭ শিবম

মুভিজ নাও : দুপুর ১২.৪৬ ক্যাসিনো রয়্যাল, বিকেল ৩.০৩ দ্য হবিট-অ্যান আনএক্সপেক্টেড জার্নি, ৫.৪৪ রেসিডেন্ট ইভিল-অ্যাপোক্যালিপস, সন্ধে ৭.০৬ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস, রাত ৮.৪৫ ডার্ক ফিনিক্স, ১০.৩২ আই রোবট

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হোম অ্যালোন-থ্রি, বিকেল ৩.০০ ফ্যানটাসটিক ফোর : রাইজ অফ দ্য সিলভার সার্ফার, বিকেল ৫.৪৫ ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, সন্ধে ৭.৪৫ ক্রল, রাত ৯.০০ শজ্যাম! ফিউরি অফ দ্য গডস, রাত ১১.০০ ব্যাড বয়েজ-টু

সাথী দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মিস কল রাত ১০.৩৫ জলসা মুভিজ

জুদাই সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

বিএসএফ-ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স রাত ৮.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল

স্কুলছুট কমাতে 'মডেল' সোহেল

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৬ জানুয়ারি : মাটির ঘটে টাকা জমিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার ঘটনা সামনে আসার পর এখন ছোট্ট সোহেল আখতার যেন এলাকার নায়ক। পড়াশোনার প্রতি তার এই আগ্রহের কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে চাকুলিয়া এলাকায়। স্কুলের তরফ থেকে তার ভর্তির ফি পুরোপুরি মকুব করে দেওয়া হয়েছে। একেবারে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সোহেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে আগামীদিনে স্কুলছুট রুখতে সোহেলকে সামনে রেখেই প্রচারের কথা ভাবছে স্থানীয় প্রশাসন।

চাকুলিয়া এলাকার রিসোর্স পার্সন নুরুল হোদা বলেন, 'চাকুলিয়া এলাকায় স্কুলছুটের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। বিভিন্ন স্কুল থেকে খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, পড়ুয়া একবার স্কুলছুট হলে দ্বিতীয়বার স্কুলে আসতেই চাইছে না। কিন্তু সোহেল আমাদের ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। স্কুলছুট কমাতে মডেল হিসেবে আগামীদিনে তাকে সামনে আনার চেষ্টা করা হবে।'

স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে সোহেল। -ফাইল চিত্র

সোহেলের বাবা আবু কালামের বক্তব্য, 'ছোটবেলায় আর্থিক অভাবে আমার পড়াশোনার সুযোগ হয়নি। ছেলের খবর প্রকাশের পর এখন বুঝতে পারছি পড়াশোনার গুরুত্ব। স্কুলের শিক্ষক থেকে এলাকার বহু বাসিন্দা ছেলের পড়াশোনায় সহযোগিতার কথা বলছেন। আমরা আপ্লুত।'

চাকুলিয়া সবজি হাট সংলগ্ন এলাকায় থাকে সোহেলরা। বাবা আবু কালাম আখের রস বিক্রি করেন। মা সাহান্নারা বিবি গৃহবধূ। মা অসুস্থ হওয়ার পর অভাবের তাড়নায় সোহেলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন উপার্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজ করে সে। কিন্তু মন থেকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ যায়নি। একসময় বাড়ির কাউকে না জানিয়ে মাটির ঘটে টাকা জমাতে শুরু করে সোহেল। এক বছর ধরে টাকা জমিয়ে সেই ঘট নিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে চলে যায়। তখনই তার ছক ভাঙার গল্প সামনে আসে।

এদিকে, সোহেলের কীর্তি সামনে নিয়ে আসার জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রশংসা করেছেন চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে। তিনি বলেন, 'সোহেলের পরিবার এত অসহায় তা আমাদের জানা ছিল না। খবর প্রকাশের পর জানতে পারি। অর্থের অভাবে পড়াশোনা থেকে কেউ বঞ্চিত হোক, সেটা আমরা চাই না। অসহায় ও মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে স্কুল সব সময় রয়েছে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলতেও সতর্ক থাকুন, ঝগড়া হতে পারে। প্রেমে শুভ। **বৃষ :** আজ কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। **মিথুন :** সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। পেটের অসুখে দুর্ভোগ। **কর্কট :** জীবাণু সংক্রমণে কষ্ট। অফিসের কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারে। **তুলা :** প্রেমের সঙ্গীকে অযথা খারাপ কথা বলে অনুশোচনা। পড়শির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। **বৃশ্চিক :** বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে আজ। পড়ুয়াদের বিদেশ যাওয়ার বাধা কাটবে। **ধনু :** ব্যবসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। **মকর :** ব্যবসায় লাভ হবে। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। **কুম্ভ :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা বাড়বে। **মীন :** খুব শান্ত থাকুন। আজ মাথা গরম করে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যায় পড়বেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৭ পৌষ, ৭ জানুয়ারি, ২০২৫, ২২ পুহ, সংবৎ ৮ পৌষ সুদি, ৬ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।৩। মঙ্গলবার, অষ্টমী অপরাহ্ন ৪।২৩। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৬।১৬। শিবযোগ রাত্রি ১২।১। ববকরণ অপরাহ্ন ৪।২৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।১৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৬।১৬ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ন ৪।২৩ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৪৪ মধ্যে ও ১।৪ গতে ২।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৪ গতে ৮।২৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৭।৬ গতে অপরাহ্ন ৪।২৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অপরাহ্ন ৪।২৩ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের ১০ 'একাকী' হাতিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা

গত বছর উত্তরবঙ্গে ৭ এবং দক্ষিণবঙ্গে ৪ জন মারা গিয়েছেন লোনারের আক্রমণে। সূত্রের খবর, উত্তরের ১০ ও দক্ষিণের ৭টি একাকী হাতিকে রেডিওকলার পরানোর পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। এক একটি রেডিওকলারের জন্য ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা করে খরচ হবে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে বন দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লোনার হাতিরা। একাকী, স্বভাবে উগ্র ও ক্ষিপ্র হাতিদের লোনার বলা হয়। উত্তরে এমন ১০টি হাতিকে চিহ্নিত করেছে বন দপ্তর। তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে রেডিওকলার পরানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের সংকোশ থেকে ডুয়ার্সের জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপড়ামারি, বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল, শিলিগুড়ির মহানন্দা অভয়ারণ্য হয়ে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত হাতির করিডর রয়েছে। করিডর নিয়ে বন দপ্তরের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় লোনারদের খোঁজ মিলেছে।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলছেন, 'দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে আসা একাধিক লোনার হাতির গলায় আগেই রেডিওকলার পরানো হয়েছে। এবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি লোনারকেও তা পরানো হবে। এতে হাতির গতিবিধি সম্পর্কে আমরা দ্রুত খবর পাব। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া যাবে।'

লাটাগুড়ি জঙ্গলের রাস্তা থেকে খুনিয়া মোড়, আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতা জঙ্গলের রাস্তায় একাকী হাতিদের দেখা যায় মাঝেমধ্যে। উগ্র স্বভাবের এই হাতিরা রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলে সহজে সরতে চায় না। বাজি-পটকা ফাটিয়েও হটানো মুশকিল। আবার লোকালয়ে ঢুকে পড়লে ফসল, ঘরবাড়িরও ব্যাপক ক্ষতি করে। অন্য বুনো হাতি লোকালয়ে ঢুকলে সহজে প্রাণহানি ঘটায় না। কিন্তু লোনারের সামনে মানুষ পড়লে মেরে ফেলে। বন দপ্তর সূত্রের খবর, এই হাতিরা সবসময় পালের বাইরে থাকে। একাকী ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করে। শরীর থেকে হরমোন নিঃসরণ হলে এরা পিলখানাগুলিতে হানা দেয় মাদি কুনকির সঙ্গে শারীরিক মিলনের উদ্দেশ্যে।

ডুয়ার্সের লোকালয়ে হাতির তাণ্ডব।

রেডিওকলার পরাবে বন দপ্তর

লোনার হাতিদের নিয়ে বন দপ্তর চিন্তিত। কারণ গত বছর উত্তরবঙ্গে ৭ এবং দক্ষিণবঙ্গে ৪ জন মারা গিয়েছেন লোনারের আক্রমণে। সূত্রের খবর, উত্তরের ১০ ও দক্ষিণের ৭টি একাকী হাতিকে রেডিওকলার পরানোর পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। ট্রান্সমিটার বসানো এক একটি রেডিওকলারের জন্য ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা করে খরচ হবে। এই ট্রান্সমিটার থেকে হাতির গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য বন দপ্তরের কাছে পৌঁছে যাবে। সেই মোতাবেক বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাবেন। এতে হাতি-মানুষ সংঘাতও কমবে।

> দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে আসা একাধিক লোনার হাতির গলায় আগেই রেডিওকলার পরানো হয়েছে। এবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি লোনারকেও তা পরানো হবে। এতে হাতির গতিবিধি সম্পর্কে আমরা দ্রুত খবর পাব।
>
> **-ভাস্কর জেভি**
> উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল

চোরাশিকারিদের হাতে মারা গিয়েছে এমন ৪০টিরও বেশি পাখি।

৪০টি মৃত পাখি ফেলে উধাও শিকারিরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : কোথাও বাটুল, তিরধনুক দিয়ে, কোথাও আবার ফাঁদ পেতে। ডুয়ার্সজুড়ে চলছে অবৈধভাবে পাখি শিকার। মূলত বিভিন্ন চা বাগান এলাকার পাখি শিকারিরা কোনও সময় খাবারের জন্য, আবার কখনও বিক্রির উদ্দেশ্যে পাখি ধরছে বা মারছে দিনের পর দিন। সোমবার লাটাগুড়ি সংলগ্ন কান্তদিঘি কুমারপাড়া এলাকার চা বাগান থেকে পাখি মেরে নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজনের তৎপরতায় উদ্ধার হল ডজন তিনেক মৃত পাখি। তবে পাখি শিকারিদের ধরা যায়নি। ঘটনায় উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীরা ও বন দপ্তর। পাখি শিকার রুখতে আরও বেশি উদ্যোগ ও সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

শীতকালে ডুয়ার্সজুড়ে বেড়ে যায় পাখি শিকারিদের দৌরাত্ম্য। এর অন্যতম কারণ স্থানীয় পাখিদের পাশাপাশি বছরের এই সময় পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমায় ডুয়ার্সের বিভিন্ন জলাশয়। আর তাদের টার্গেট করেই শিকারিরা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্থানীয়রা জানান, বছরের এই সময় বিভিন্ন জলাশয়ে জল কমে যায়। আর সেখানে থাকা মাছের খোঁজে ভিড় জমায় পাখিরা। সেই সুযোগে ফাঁদ পেতে বা তিরধনুক ও বাটুলের সাহায্যে পাখিহত্যা চলে নির্বিচারে।

জানা গিয়েছে, রাতেরবেলা এই জলাশয়গুলিতে বিভিন্ন প্রকারের ফাঁদ ও জাল পেতে রাখে পাখি শিকারিরা। ভোরের আলো ফুটতে ফুটতেই পাখির দল জলাশয় নামলেই সেই ফাঁদে আটকে যায়। সেই পাখিগুলোকে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যায় পাখি শিকারিরা। কখনও বিক্রি করা হয়, আবার কখনও মেরে ফেলা হয় খাওয়ার জন্য।

সোমবার লাটাগুড়ি সংলগ্ন কান্তদিঘি কুমারপাড়া এলাকায় চার-পাঁচজন পাখি শিকারির একটি দল স্থানীয় বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি ছাড়াও শালিক ও ঘুঘু মিলিয়ে প্রায় ৪০টি পাখি মেরে নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ওই পথ দিয়ে যাওয়া কয়েকজন পাখি শিকারিদের দেখতে পান। তাদের হাতে বস্তা, বাটুল দেখে স্থানীয়রা পিছু নেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মৃত পাখিগুলোর পাশাপাশি হাতের বাটুল ফেলে রেখে পালিয়ে যায় পাখি শিকারিরা।

পুলিশ সুপারকে অভিযোগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

সুকান্তর নামে প্রতারণার জাল

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ জানুয়ারি : সুদ ছাড়াই ঋণ পাবেন মহিলারা। খোদ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ছবি ব্যবহার করে এমনভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালাচ্ছে প্রতারকরা। ঋণদানকারী সংস্থার নামে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে সেখানে ঋণের জন্য আবেদন করতে বলা হচ্ছে। আর সেই অ্যাপেই ব্যবহার করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ছবি। আর সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে এমন প্রচার কর্মীদের নজরে পড়তেই, তা নজরে আনা হয় সুকান্তবাবুর। কর্মীদের কাছ থেকে বিষয়টা জানতে পেরে সুকান্ত মজুমদার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জেলা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আমরা অনেকেই বর্তমানে স্প্যাম কল বা কোম্পানির নম্বরগুলিকে চিহ্নিত করতে শিখেছি। ফলে এই ধরনের স্প্যাম কলগুলিকে বা কম গুরুত্বপূর্ণ এই ফোন কলগুলিকে আমরা বেশিরভাগ সময়েই উপেক্ষা করি। ফলে প্রতিদিনই নতুন নতুন কায়দা বের করে মানুষকে প্রতারণা করার কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে সাইবার প্রতারকেরা। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন জেলার সরকারি আধিকারিকদের ছবি ব্যবহার করে নানা প্রতারণাচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এবারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ছবি ব্যবহার করেও এমন প্রতারণাচক্র নজরে এল।

> কম সুদে কিংবা সুদ ছাড়াই লোন দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন। আমি অভিযোগ দায়ের করেছি। আশা করছি, প্রশাসন এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

পুলিশ সূত্রে খবর, সুকান্ত মজুমদারের ছবি ব্যবহার করে একটি প্রচার চালানো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে বলা হয়েছে বিনা সুদে ৪০ হাজার টাকা ঋণ পাবে মহিলারা। আর এমন আকর্ষণীয় অফারের লোভে সহজেই সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলা যেতে পারে। ওই ভুয়ো পোস্টে লোনের আবেদনের লিংকও দেওয়া হয়েছে। ওই লিংকে ক্লিক করলেও সোজা সাইবার প্রতারিতদের ফাঁদে পড়বে বলেই পুলিশ জানাচ্ছে।

ঘটনা নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়া সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম যে আমার ছবি ব্যবহার করে কোনও অ্যাপ থেকে লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। আমি এনিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি। আমি জানতে পেরেছি আরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীদের ছবিও ওই অ্যাপগুলিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। কম সুদে কিংবা সুদ ছাড়াই লোন দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন। আমি অভিযোগ দায়ের করেছি। আশা করছি, প্রশাসন এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার থানার মাধ্যমে মামলা করা হয়েছে।'

আমি বাউন্ডুলে ঘুড়ি

সোমবার পতিরামের নাজিরপুরে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

২ কোটির সুরা পান

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি : বর্ষবরণের আনন্দ বেড়ে দ্বিগুণ।

ইংরেজি নববর্ষের দিন আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় দু'কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, তা গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। দুর্গাপুজোর কয়েকদিনে জেলায় প্রায় তিন কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। সেই তুলনায় ইংরেজি নববর্ষের দিন প্রায় দুই কোটি টাকার মদ বিক্রির বিষয়টি নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। গত বছরের এই দিনটিতে এক কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। এবারের এই দিনটিতে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। এ বিষয়ে আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াংকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করেননি।

নববর্ষের দিন আলিপুরদুয়ার শহরের বারগুলিতে উপচে পড়া ভিড় দেখা গিয়েছিল। সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানগুলিতে রেকর্ড পরিমাণে মদ বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে, বেআইনি মদের রমরমা ঠেকাতে দপ্তরের পর্যাপ্ত নজরদারিও ছিল। ভুটানের মদ নানা সময় জেলায় বেআইনিভাবে ঢোকে। এছাড়া অসম সীমান্ত এলাকা দিয়েও মদ পরিবহণের চেনা রুট রয়েছে। ফলে সমস্ত জায়গাতেই বাড়তি নজরদারি চলে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, দুর্গাপুজো ও ইংরেজি নববর্ষের কথা মাথায় রেখে আবগারি দপ্তরের বিশেষ দল জেলায় অক্টোবর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অভিযান চালিয়েছে। বিভিন্ন সময় বিপুল পরিমাণ চোলাই সহ বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছে।

ইংরেজি বর্ষবরণের দিন গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ মদ বিক্রির বিষয়টিকে দপ্তর উল্লেখযোগ্য বলেও মনে করছে।

লোক উৎসবে হিমালয়ের লোকগাথা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : ২০১৮ সালে প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেবারেই নজর কাড়ে হিমালয়ান ফোক মিউজিক ফেস্টিভাল। তারপর নানা কারণে আর এই উৎসবের আয়োজন হয়নি। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। ২০২৫ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ফোক ফেস্টিভালের আসর বসতে চলেছে। হিমালয়ের ঐতিহ্যকে প্রচারের আলোয় আনাই মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া পাদদেশে বসবাসকারীদের সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ধরন এবং সেখানকার লোকসংগীত- সবকিছুরই উদযাপন হবে উৎসবে। মেচ, রাভা, টোটো, দমাই, লেপচা সহ বিভিন্ন জনজাতির লোকসংগীত গাইবেন শিল্পীরা। জানুয়ারির ১০ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার শপিং মলে এই ফেস্টিভাল চলবে।

প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল প্রায় মাসতিনেক আগে। ভার্চুয়ালি বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেখান থেকে চূড়ান্ত পর্বে ওঠা ৩টি ব্যান্ড ও ৩ জন শিল্পী অনুষ্ঠানমঞ্চে নিজেদের প্রতিভা মেলে ধরার সুযোগ পাবেন। কালিম্পং, সিকিম ও নেপাল থেকে প্রতিযোগীরা আসছেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে থ্রী-সি। এই ব্যান্ডটি সংগীতপ্রেমীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। তারা নিজেদের কিছু জনপ্রিয় গান গাইবে উৎসবে। ব্যান্ডের সদস্য ম্যাট কিগান জানিয়েছেন, স্থানীয় লোকসংগীতের সঙ্গে নিজের সুর মেলাতে চাইছেন তিনি। পাশাপাশি এখানকার শিল্পীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ইচ্ছে রয়েছে বলে মন্তব্য ম্যাটের। সোমবার ফেস্টিভাল নিয়ে বিস্তারিত জানাতে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা এসেছিলেন শহরে। জানিয়েছেন, স্থানীয় প্রতিভাশালী শিল্পীরা অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

১০ তারিখ উৎসবের উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ১১ তারিখ উপস্থিত থাকার কথা সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের (গোলে)।

মেডিকেলে ফের গণটোকাটুকি

পরীক্ষার খাতা বাতিল ৫ পড়ুয়ার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ জানুয়ারি : মেডিকেলে টোকাটুকি ফের সংবাদ শিরোনামে।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গণটোকাটুকির বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছিল। বিশেষ কিছু পড়ুয়ার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। যা নিয়ে মেডিকেল চত্বর উত্তাল হয়ে ওঠে। এরপর সোমবার এমবিবিএসের পরীক্ষায় এমজেএন মেডিকেলে ফের 'গণটোকাটুকি'র অভিযোগ উঠল। যার জেরে দ্বিতীয় বর্ষের চারজন ডাক্তারি পড়ুয়ার প্রথম খাতা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য তাঁরা অন্য খাতায় পরীক্ষা দেন। নকল করার অভিযোগে ওই বর্ষেরই এক পড়ুয়ার এদিনের গোটা পরীক্ষাই কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দেয়। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা পড়ুয়া। এদিন পরীক্ষার ক্যাম্পাসের বাইরে উত্তরবঙ্গ লবির কিছু সিনিয়ার পড়ুয়া নকল সরবরাহ করছিলেন বলে অভিযোগ। এমজেএন মেডিকেলে এই প্রথম নকল করার অভিযোগে কোনও পরীক্ষার্থীর খাতা বাতিল করা হল। এমজেএন মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, 'সরকারি যা যা নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম মেনেই পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।'

জোর চর্চা

- দ্বিতীয় বর্ষের চারজন ডাক্তারি পড়ুয়ার প্রথম খাতা বাতিল করে দেওয়া হয়
- পরে অন্য খাতায় তাঁরা পরীক্ষা দেন, আরেক পড়ুয়ার এদিনের গোটা পরীক্ষাই বাতিল
- সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা পড়ুয়া বলে অভিযোগ

এমজেএন মেডিকেলে পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ এই প্রথম নয়। গতবারের এমবিবিএসের পরীক্ষায় গণটোকাটুকির প্রতিবাদ করায় অধ্যাপক তথা তৎকালীন সেন্টার ইনচার্জ ডাঃ তনয় মোহন্তকে ঘিরে একদল পড়ুয়া বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তনয় বদলি হয়ে যান। আরজি করের ওই ন্যক্কারজনক ঘটনার পর থেকেই এক-এক করে মেডিকেলের দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। জানা যায়, চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা একদল পড়ুয়ার নেতৃত্বেই সেখানে গণটোকাটুকি চলত। সেই সময় হাসপাতালের এক শীর্ষস্তরের আধিকারিক ও জেলারই দুজন চিকিৎসক নেতার সেখানে মদত ছিল বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ডাক্তারি পরীক্ষার্থীদের বেশকিছু খাতা প্রকাশ্যে আসে। সেখানে দেখা যায় নম্বর কম পাওয়া পরীক্ষার্থীদের নম্বর কেটে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 'উপরমহল' থেকে ফোন করে বিশেষ কিছু পড়ুয়ার নম্বর বাড়াতে হবে বলে কিছু অধ্যাপককে নির্দেশ দেওয়া হত বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে মেডিকেলের প্রশাসনিক মহলে রদবদল হয়। কিন্তু পরীক্ষাতে যে টোকাটুকির প্রবণতা কমেনি তা সোমবারের ঘটনাতেই স্পষ্ট।

এদিন প্যাথলজির পেপার ওয়ানের পরীক্ষা ছিল। দ্বিতীয় বর্ষের ৯৮জন পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। সরকারি গাইডলাইন মেনে আটটি সিসিটিভির মাধ্যমে পরীক্ষার 'লাইভ স্ট্রিমিং' চলছিল। সেন্টার ইনচার্জ, অবজার্ভার, পরীক্ষক ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা নজরদারি চালাচ্ছিলেন।

বাবলা খুনের আবহে ২ কোটির মাদক আটক

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৬ জানুয়ারি : তৃণমূলের জাঁদরেল নেতা বাবলা সরকারের খুনের তদন্তে উঠে আসছে মাদক পাচার যোগের তত্ত্ব। তদন্তকারীরা নানা সূত্রের খোঁজে এই দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছেন। আর এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একেবারে মালদা টাউন স্টেশন থেকে পাওয়া গেল বিপুল পরিমাণ মাদকের হদিস।

ডাউন বিবেক এক্সপ্রেস থেকে সোমবার প্রায় ২ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপি। ঠান্ডার মরশুম। আর সেই সুযোগকে লাগিয়ে কম্বলের মধ্যে লুকিয়ে মাদক পাচার করা হচ্ছিল বলে রেল পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃত তরুণের নাম জাকির হোসেন। বাড়ি কালিয়াচকের ফিরোজপুরে। ধৃতকে এদিন পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

মালদা টাউন জিআরপি থানার আইসি প্রশান্ত রাইয়ের বক্তব্য, 'রাজ্য পুলিশের এসটিএফ থেকে খবর আসে, ডাউন বিবেক এক্সপ্রেসে প্রচুর পরিমাণে মাদক পাচার চলছে। সেই তথ্য অনুযায়ী আমরা ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলাম। ডিব্রুগড় থেকে আসা বিবেক এক্সপ্রেস মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছতেই একটি তরুণের হেপাজত থেকে ৪ কেজি ৪৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।'

দোকানের আড়ালে নেশার কারবার

ওদলাবাড়ি, ৬ জানুয়ারি : ওদলাবাড়ি বাজারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওষুধের দোকান ছিল। কিন্তু সেটা ছিল আড়ালমাত্র! তার আড়ালে প্রেসক্রিপশন ছাড়া সিডেটিভ ড্রাগস বিক্রির কারবার চলত রমরমিয়ে। শুধু ওদলাবাড়ি নয়, কাফ সিরাপ, সিডেটিভ ড্রাগসের এই কারবার ছড়ানো ছিল মালবাজার, লাটাগুড়ি, কালিম্পংয়েও। জাঁকিয়ে বসা ব্যবসার জাল ছড়িয়ে বেশ কয়েকবছর ধরে দিব্যি চলছিল।

সোমবার সেই কারবারের যবনিকাপতন হল! এদিন দুপুর থেকে টানা কয়েক ঘণ্টার পুলিশি অভিযানে ওদলাবাড়ি বাজারে এই কালো কারবারের পর্দাফাঁস হয়। গ্রেপ্তার করা হয় দোকান মালিক সঞ্জীব সরকারকে। বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রচুর পরিমাণে কাফ সিরাপ এবং সিডেটিভ ড্রাগস।

বাংলাদেশের স্টল নিয়ে বিতর্ক

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি : সোমবার ডুয়ার্স উৎসবে বাংলাদেশের স্টলের দেখা মেলায় বির্তক ছড়িয়েছে। ওই স্টলে শীতের রেডিমেড পোশাক ও নোনা ইলিশ বিক্রি করা হচ্ছিল। বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ দেশের সঙ্গে যুদ্ধ-জিগির তুলেছে বাংলাদেশ। এই অবস্থায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য বিক্রি বন্ধ রয়েছে রাজ্যের বেশ কিছু উৎসবে। বাংলাদেশ থেকে শাড়ি, গুড়, নোনা ইলিশ নিয়ে এই শীতে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতে আসেন বিভিন্ন মেলায় দোকান দিতে। তবে এবছর সেই ছবি দেখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি কোচবিহার রাসমেলা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিল মেলায় বাংলাদেশের কোনও স্টল থাকবে না। একইভাবে ডুয়ার্স উৎসব কমিটিও একই ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তরপরেও এদিন বাংলাদেশের স্টলের বিষয়টি নজরে আসতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। তবে খোঁজখবর পড়তেই আচমকা বন্ধ হয়ে যায় স্টলটি। বিকেলের পর আর স্টল খোলেনি।

স্টলে থাকা সুনীতা গোমেস নামে প্রবীণ মহিলা জানিয়েছেন, তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। তবে তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকার মহম্মদপুরে। তিনি কোচবিহার রাসমেলাতেও স্টল দিয়েছিলেন। তবে তিনি বর্তমানে কি এই রাজ্যের বাসিন্দা? নাকি ভিসায় এসেছেন সেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি। এই ব্যাপারে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হলেও মহিলা কোনও কথা বলতে চাননি। এমনকি তড়িঘড়ি স্টল বন্ধ করে দিয়েছেন। রাত পর্যন্ত ওই স্টল খোলেনি। নোনা ইলিশ যে বাংলাদেশ থেকে এসেছে সেটা মেনে নিয়েছেন ওই প্রবীণা। তিনি জানিয়েছেন, ২০০ পিস নোনা ইলিশ নিয়ে তিনি ডুয়ার্স উৎসবে এসেছিলেন। শনিবার তাঁর স্টল থেকে ৩০টি ইলিশ বিক্রি হয়েছে।

সুনীতার স্টল নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে ডুয়ার্স উৎসব কমিটিকে। কমিটির তরফে সন্ধ্যায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্টল বন্ধ করে দিতে হবে। ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'ওই মহিলা জানিয়েছিলেন তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। রাসমেলাতেও স্টল দিয়েছেন। আমরা জানতাম না উনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। স্টল বন্ধ করতে বলা হয়েছে।' উৎসব কমিটি জানিয়েছে, এতদিন স্টল ভাড়া দেওয়ার সময় কারও আধার কার্ডের প্রতিলিপি নেওয়া হত না। তবে আগামী বছর থেকে এইরকম ঘটনা এড়ানোর জন্য সেটা নেওয়া হবে।

যদি ওই মহিলা সত্যিই বাংলাদেশ থেকে এসে থাকেন তবে ডুয়ার্স উৎসব কমিটির পাশাপাশি রাসমেলা কমিটিরও ব্যর্থতা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এর আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল বাংলাদেশের কোনও স্টল থাকবে না। তারপরেও একজন এতবড় পরিকাঠামোর মাঝে স্টল খুলে কী করে ব্যবসা করলেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ওই মহিলা যে স্টল দিয়েছেন সেটাও অন্য স্টলের থেকে অন্যরকম।

ডুয়ার্স উৎসবে হইচই হতেই আচমকা বাংলাদেশি স্টল বন্ধ।

SBI স্থানীয় প্রধান কার্যালয়, এইচ আর ডিপার্টমেন্ট
সমৃদ্ধি ভবন, ১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত স্থানে অবকাশ যাপনের জন্য উত্তম লোকালয়ে অবস্থিত উন্নতমানের হোটেলে ৫টি দ্বি-শয্যা বিশিষ্ট ও স্নানাগার যুক্ত ঘর, লিজে অথবা ভাড়ায় নিতে আগ্রহী।

১) ডুয়ার্স (মূর্তি নদী অথবা লাটাগুড়ি)

হোটেল স্বত্বাধিকারী, তাদের দরখাস্তে, বাড়ির প্ল্যান, ভাড়া, লিজের সময়কাল, খাবারের মূল্য ইত্যাদি সহ অবস্থানের ঠিকানা এবং অন্যান্য শর্তাবলী উল্লেখ করে ১৫ দিনের মধ্যে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এইচ আর), ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, স্থানীয় প্রধান কার্য্যালয়, সমৃদ্ধি ভবন, ব্লক-বি, ৭ম তল, ১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

হলিডে হোমের নির্বাচন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিবেচনাধীন।

কোনো কারণ না দর্শিয়ে, যেকোনো অথবা সমস্ত দরখাস্ত বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।

কোনো মধ্যস্থতাকারী নিষ্প্রয়োজন।

তারিখ: ০৭.০১.২০২৫ অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এইচ আর)

সম্পত্তির লোভে গলা টিপে বৃদ্ধকে মারধর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

ছেলেকে বড় করার সময় তিনি ভেবেছিলেন বড় হওয়ার পর সেই ছেলেই হবে তাঁর বেঁচে থাকার সম্বল। তবে বৃদ্ধ বয়সে এসে তাঁকে যে নিজের বাঁচার জন্য সেই ছেলের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে, গঙ্গানগরের ৭০ বছর ছুঁইছুঁই বৃদ্ধ তা কোনওদিন কল্পনাও করেননি। নিজের মাথার ওপর ছাদ বাঁচাতে ছেলের জন্য করা 'গিফট ডিড' বাতিলের জন্য কখনও তাঁকে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ছুটতে হয়েছে, কখনও আবার তাঁর ভরণ-পোষণের অধিকার ছেলেকে মনে করিয়ে দিতে তিনি আদালতে ছুটেছেন। তবে এসবে আখেরে কোনও লাভই হয়নি। ছেলে, পুত্রবধূ ও দুই নাতির অত্যাচারের হাত থেকে তাঁর রেহাই মেলেনি। সম্প্রতি তাদের হাতে মারধরের শিকার হয়ে ওই বৃদ্ধ আর কোনও উপায় না পেয়ে শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশের কাছে তাঁর কাতর আবেদন, 'এই অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আপনারা আমাকে বাঁচান।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশে দায়ের করা অভিযোগপত্রে ওই বৃদ্ধ অভিযোগ করেছেন, তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া নিয়েই যাবতীয় ঝামেলা। ছেলে, পুত্রবধূ ও দুই নাতি দেখবে আশায় ওই বৃদ্ধ ছেলের নামে নিজের সম্পত্তি 'গিফট ডিড' করে দিয়েছিলেন। তবে তা হস্তান্তরের পর থেকেই তাঁর প্রতি ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণ একদম বদলে যায়। অত্যাচার শুরু হয়। সম্পত্তি পুরোপুরি দখলের জন্যই যে ছেলের বদলে যাওয়া, সেটা বোঝার পরই ওই বৃদ্ধ সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারস্থ হন। মেইনটেনান্স অফ সিনিয়ার সিটিজেন অ্যাক্টের আওতায় বছর দুয়েক

প্রতীকী ছবি। -এআই

আগে অগাস্ট মাসে সেই 'গিফট ডিড' বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর অবশ্য অত্যাচার কমেনি বরং অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। এর মধ্যেই ছেলে ও পুত্রবধূ তাঁকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় ওই বৃদ্ধ আদালতের দ্বারস্থ হন। সেখানে আবার ওই বৃদ্ধের পক্ষে রায় দেওয়া হয়। ইন্টেরিম মেইনটেনান্সের গ্র্যান্ট হিসেবে ছেলেকে মাসে ১৫০০ টাকা করে দিতে বলা হয়। লাভ অবশ্য হয়নি। ওই বৃদ্ধের চোখে জল, 'ছেলে ও বৌমা কোনওদিনই আমার হাতে টাকা দেয়নি।'

আসলে, অত্যাচারও যেমন চলেছে, ওই বৃদ্ধও নিজের মাথার ছাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন। এর মধ্যেই ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার বছর দুয়েক আগের অগাস্টে দেওয়া সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশের সঙ্গে নতুন নির্দেশ যুক্ত করেন। সেখানে নির্দেশ দেন, ওই বৃদ্ধের ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর ছেলে ও বৌমাকে নিতেই হবে। কিন্তু কোথায় কী? চলতি মাসের ৩ তারিখ সকালবেলা ঘরে ঢুকে বৃদ্ধের ছেলে, বৌমা ও দুই নাতি দেদারে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ।

বৃদ্ধের অভিযোগ, 'ওরা প্রচণ্ডভাবে মারধর শুরু করে। কারণ জানতে চাইলে ছেলে আমার গলা টিপে ধরে। আমি অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যাই।' পরে জ্ঞান ফিরতেই ওই বৃদ্ধ শিলিগুড়ি থানায় ছুটে যান। ঘটনাটি শুনে পুলিশকর্মীরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান।

বধূর রহস্যমৃত্যুতে খুনের অভিযোগ

'রাতে মারধর, সকালে সরি'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : মদ্যপান, অশান্তির কথা অজানা ছিল না দীপার পরিবারের। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে বাড়ির মেয়ের প্রাণ চলে যাবে, তা ভাবতে পারেননি তাঁরা। পবিত্রনগরের বাসিন্দা দীপা শর্মা নামে এক বধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বেঁধেছিল আগেই।

এবার সেই ঘটনায় স্বামী ধীরাজ রাইয়ের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করল মৃতার পরিবার। রবিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর দীপার দিদি দুর্গা শর্মা প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেটার ভিত্তিতে সোমবার ধীরাজকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, দীপার বাড়ি আপার কোলাবাড়িতে। পাঁচ বছর আগে পবিত্রনগরের বাসিন্দা ধীরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দম্পতির চার বছরের এক সন্তান রয়েছে। দুর্গা বলছিলেন, 'দীপার বিয়ের পরে আমরা জানতে পারি, রাতে ধীরাজের মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে।' রোজ এই নিয়ে বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি হত বলে অভিযোগ।

দুর্গার কথায়, 'রাতে মারধরের পর সকালে উঠে ধীরাজ বোনকে সরি বলত। বোন মনে মনে ভাবত, এবার হয়তো তার স্বামী বদলে গিয়েছে। দেখতে দেখতে বছর কাটল। ওদের সন্তানের চার বছর বয়স হল।' দীপার স্বজনদের অভিযোগ, শনিবার যাবতীয় ঘটনা ঘটলেও তাঁরা জানতে পারেন রবিবার সকাল সাতটায়। তাঁর দিদির ব্যাখ্যায়, 'ওই এলাকার বাসিন্দারা সকালে আমাকে ফোন করে পুরো ঘটনা জানান। তাঁরা এও জানিয়েছিলেন, বোনের দেহ বিছানায় পড়ে ছিল।' এরপর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এসে তাঁরা দীপার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান।

অভিযোগ, শনিবার রাতেও ধীরাজ মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেদিন পড়শিদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ধীরাজের বাড়ি পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। তারা সেখানে গিয়ে দেখে, দীপার দেহ বিছানায় পড়ে। ধীরাজের দাবি, দীপা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। সে নাকি দেখামাত্রই নামিয়ে ফেলে স্ত্রীকে।

ততক্ষণে দীপার অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। তাঁর যাতে দাঁত না লেগে যায়, সেজন্য মুখে চামচ ঢুকিয়েছিল সে। চামচ ঢোকাতে গিয়েই নাকি দীপার ঠোঁট সহ মুখের একাধিক জায়গা কেটে যায়।

এরপর তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আনা হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। দুর্গার অভিযোগ, 'দীপাকে মেরে গোটা ঘটনা আত্মহত্যার মোড়কে সাজানোর চেষ্টা করেছে ধীরাজ।' ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

সংসারে ঝামেলা

- পাঁচবছর আগে বিয়ে হয় দীপা-ধীরাজের
- বিয়ের পর দীপার পরিবার ধীরাজের মদ্যপানের কথা জানতে পারে
- অশান্তি নিত্যসঙ্গী ছিল সংসারে, মারধর করত মাঝেমধ্যে অভিযুক্ত
- পুলিশ বাড়িতে গিয়ে দেখে দীপা বিছানায় পড়ে
- ধীরাজের দাবি, স্ত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল
- দীপার পরিবার বিষয়টি জানে রবিবার সকালে

একটি ষাঁড়কে ওঠানো হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে। শিলিগুড়িতে।

'ত্রাস' ষাঁড়ের ঠাঁই গোশালায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : এই তো বছরকয়েক আগের কথা, বাঘা যতীন পার্কে ষাঁড়ের গুঁতোয় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। তারপর অবোলাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের দাবি ওঠে শিলিগুড়িতে। কিন্তু এ তো আর অটো-টোটো নয়, যে চাইলেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। শহরের মূল রাস্তা থেকে অলিগলিতে 'ভোলা'-দের আজও অবাধ বিচরণ। মাঝেমধ্যে আবার রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে বা একপাশজুড়ে 'চিল মুডে' বসে থাকতে দেখা যায় তাদের। প্রায় একই স্বভাব গোরুগুলোর।

এতে পথচলতি মানুষকে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোজ। কখনও আবার উলটোটাও ঘটে। গাড়ির ধাক্কায় চোট পায় ওরা। তবে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে শিবম শ্রীকৃষ্ণা গোশালা কর্তৃপক্ষ ও পুরনিগমের যৌথ উদ্যোগ। গতবছর শেষ থেকে শহর শিলিগুড়ি থেকে ষাঁড়গুলো উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মালবাজারের একটি গোশালায়।

সোমবার ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এক কর্তা বললেন, 'রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা এড়ানোর পাশাপাশি অবোলাদের যত্ন নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। এটা ষাঁড়দের জন্য যথেষ্ট সুরক্ষিত একটি জায়গা।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কথা, 'ষাঁড়, গোরুদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছিল। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারপরই কাজ শুরু করি।'

গুঁতোয় জখমের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এই তো কিছুদিন আগেকার কথা। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় চোট পান গোপাল সাহা নামে এক ব্যক্তি। তারপর তাঁকে বিছানায় কাটাতে হয় দীর্ঘদিন। তাই লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো ষাঁড়গুলো যেন একটি স্থায়ী আস্তানা পায় এবার। হাইড্রলিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের মাধ্যমে অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে এখনও পর্যন্ত দশটি ষাঁড় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে। যদিও এই কাজে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের।

ষাঁড় যে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা স্পষ্ট হল শহরবাসী অনুপমা দাসের সঙ্গে কথা বলে। ব্যাখ্যা দিলেন, 'আমার বাড়ির মোড়ে প্রায়ই দুটো ষাঁড় বসে থাকে। মাঝেমধ্যে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। তখন ভয়ে থাকতে হয় পাড়ার মানুষকে।' এবার সেই দুশ্চিন্তা কাটতে চলেছে, আশাবাদী অনুপমারা।

ফের চিনা রসুন বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : ফের চিনা রসুন বাজেয়াপ্ত করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এবারের পরিমাণ ৭০০ কেজি। গোয়েন্দা বিভাগ ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে সফল হয়েছে। রসুনবোঝাই তিন চাকার একটি গাড়ি আটকের পাশাপাশি চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ইসকন রোডের বাসিন্দা রবিরঞ্জন বারি নামে ওই ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক অবশ্য জামিন মঞ্জুর করেন তার।

পুলিশ সূত্রে জানা গেল, গাড়িটি রেগুলেটেড মার্কেটের দিকে আসছিল। চাঁদমণির কাছে আটকানো হয়। রসুন ঢাকা ছিল ত্রিপলে। প্রশ্ন উঠছে, গাড়ি ও রসুন বাজেয়াপ্ত বা চালক গ্রেপ্তার হলেও মাথাদের ছুঁতে কতদিন লাগবে পুলিশের? অভিযোগ, মহিলাচক্রের বাড়বাড়ন্তের পরও তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে পুলিশ-প্রশাসনের তেমন সক্রিয়তা নজরে পড়ছে না। যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানালেন, এর আগে প্রধাননগর থানা এলাকায় চিনা রসুনবোঝাই ভ্যান ধরা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

এদিনের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রতিটি বাজারে চিনা রসুনের বিপুল চাহিদা। সবকিছু জেনেবুঝে ব্যবসায়ীরা সেসব নিচ্ছেন কেন? এপ্রসঙ্গে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীদের মধ্যে কতটা চাহিদা, জানা নেই। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ চাহিদা রয়েছে। তাই ক্রেতাদের বিষয়টি বুঝতে হবে। সচেতন হতে হবে। এখন প্রশাসন যদি চায় ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে, তাহলে আমরা প্রস্তুত।' পরে নিজেদের অবস্থান বোঝাতে বলেন, 'আমরাই তো প্রথম এর বিরোধিতা করেছি।'

মাদারি কা খেল

পেটের টানে জীবনের পরোয়া নেই বালিকার। আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসবে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নিয়মকে থোড়াই কেয়ার

ডাম্পার চলাচলে রাস্তার দফারফা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর পাকা রাস্তা তৈরি করেছে। যার মধ্যে বেশিরভাগ সিসি রোড অর্থাৎ কম শক্তিশালী ঢালাই রাস্তা। গ্রামের রাস্তাগুলিতে তুলনামূলক হালকা যানবাহন চলাচলের কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু নিয়ম উপেক্ষা করে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে অবাধে চলাচল করছে ডাম্পার, ট্রাক, বাস। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাস্তা।

এদিকে প্রশাসনের তরফে কোনও নজরদারি নেই। ঘটনায় নাগরিক সমাজের দিকেও আঙুল উঠছে। পাশাপাশি প্রশ্ন, এভাবে কম শক্তিশালী রাস্তা তৈরি করার কোনও মানে আছে কি? সরকারি কোষাগারের টাকা অহেতুক খরচ করাই কি উন্নয়ন?

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম বলছেন, 'এই বিষয়গুলি পঞ্চায়েত প্রধানদের দেখার কথা। তবুও বিষয়টি যথাস্থানে আলোচনায় নিয়ে আসা হবে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের অনেকেই। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম বলছিলেন, 'বহু রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভারী যানবাহন চলাচল করছে। ফুলবাড়ির এক জায়গায় টোল ফি বাঁচাতে পাড়ার ভেতর দিয়ে দিনরাত পণ্যবাহী লরি চলছে।'

রাস্তা তৈরির এই ব্যবস্থা নিয়েও মুখ খুলেছেন নাগরিকদের অনেকে। রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ির বাসিন্দা মনোজ কর্মকার প্রশ্ন তুলেছেন, 'সবাই জানে এখনকার দিনে ভারী যান চলাচল আটকানো সম্ভব নয়। তবে কেন একটু বেশি খরচ করে শক্তিশালী রাস্তা তৈরি করা হবে না?'

বছর বছর রাস্তা তৈরি করার পর তা বেহাল হয়ে পড়ছে। টেকসই হচ্ছে কম। নষ্ট হচ্ছে সরকারি টাকা। প্রশাসনকে শুধু দোষ দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে? দিনকয়েক আগে সাউথ কলোনির এক বাসিন্দা বাড়ি তৈরি করবেন বলে ডাম্পারে

করে বালি আনিয়েছিলেন। সরু গলিতে ঢুকে পড়ে ওই ডাম্পার। এতে বেশ কিছুক্ষণ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ডাম্পারটি চলে যাওয়ার পর দেখা যায় রাস্তাটি এক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যিনি বালি আনিয়েছিলেন এ ব্যাপারে সেই ব্যক্তির দায়সারা মন্তব্য, 'সবাই তো এভাবেই বালি-পাথর নিয়ে আসছে। শুধু আমাকে বলে কী হবে!' এমতাবস্থায় নাগরিকদেরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

ফাঁসিদেওয়ায় বায়ো-পার্ক

ফাঁসিদেওয়া, ৬ জানুয়ারি : বায়োডাইভার্সিটি পার্ক হতে চলেছে ফাঁসিদেওয়ায়। সংশ্লিষ্ট ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই পার্কটি গড়ে তোলা হবে। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা বলেন, 'এমন একটি প্রস্তাব আমরা জেলা প্রশাসনকে দিয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

সম্প্রতি এনিয়ে একটি বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রের খবর, চটহাট-বাঁশগাও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জোড়পাকড়িতে পঞ্চায়েত সমিতির একটি পুকুর রয়েছে। সেখানে বায়োডাইভার্সিটি প্রকল্পের একটা অংশ গড়ে তোলা হবে। অন্যদিকে, জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পার্ক গড়ে তোলা হবে বলেও খবর মিলেছে। ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতির তরফে এমন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে গোটা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হবে।

প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে আবার দু'রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস যেমন বলেন, 'আমি বিষয়টি শুনেছি। জালাস নিজামতারা গ্রাম এলাকায় এই পার্ক হওয়ার কথা। সেখানে পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই সমস্ত কিছু করা হবে।' আবার পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার উল্লাস ভট্টাচার্য বলেন, 'এনিয়ে আমার কাছে এখনও কোনও খবর নেই।' আর বায়োডাইভার্সিটি প্রকল্পের নোডাল অফিসার মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'এরকম প্রস্তাবের বিষয়ে আমি স্পষ্ট জানি না। রেজোলিউশনে এখনও হয়নি। বিডিও-র সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পরই বলতে পারব।'

ফাঁসিদেওয়া এলাকায় একাধিক বড় পুকুর রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে বলে আগেও জেলা প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এই বায়োডাইভার্সিটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নতিও হবে।

চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রতিশ্রুতি ঢের, বাস্তব ফাঁপা

প্রধান অধিকাংশ কাজের দাবি করলেও জনতা জনার্দন বলছে, সমস্যা রয়েছে হাজারো। পরিস্রুত পানীয় জল থেকে রাস্তা, শৌচাগার থেকে যানজট- কোন ইস্যুতে কী জবাব দিলেন তিনি? শুনলেন আশরাফুল হক

জনতার চার্জশিট

জনতা : বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কত শতাংশ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ আপনাদের বোর্ড করতে পেরেছে?

প্রধান : এখনও পর্যন্ত এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬০ শতাংশ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের হাতে আরও তিনবছর সময় রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাকিটা শেষের চেষ্টা করব।

জনতা : চাকুলিয়ায় পিএইচই'র পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা অমিল। সমস্যা মেটাতে কী পদক্ষেপ করলেন?

প্রধান : আরও বৃহত্তর এলাকায় পিএইচই'র জলপ্রকল্পে পাইপ বসানো শুরু হয়েছিল। তবে কিছুদিন কাজ করার পর ঠিকাদার সংস্থাটি চলে যায়। তারপর নতুনভাবে টেন্ডার ডেকে অন্য এক সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা সম্প্রতি কাজ শুরু করেছে। এসবের জন্য কিছুটা সমস্যা হল।

জনতা : জল জীবন মিশন প্রকল্পে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে সেটা বন্ধ, কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

প্রধান : দুষ্কৃতীরা দরজার তালা ভেঙে জলের মোটর চুরি করে পালিয়েছে। তারপর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ। খুব তাড়াতাড়ি নতুন মোটর বসিয়ে চালু করা হবে।

জনতা : কোটি টাকা ব্যয়ে মথুরায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে ওঠে। ভবন নির্মাণ হয়েছে। প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়ল কেন?

প্রধান : প্রকল্পের কাজ আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে করাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা পিছিয়ে আসে। রাস্তা খারাপের অভিযোগ জানিয়ে আপত্তি তোলে। ওই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হলে গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় বসে প্রকল্প চালু করা হবে।

জনতা : চাকুলিয়া বাজারে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষায় রাস্তায় জল জমে। দুর্ভোগ ঠেকাতে কিছু ভাবছেন?

প্রধান : চাকুলিয়া বাজারে নিকাশিনালা নির্মাণের জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। সেই ফান্ড বর্তমানে আমাদের হাতে নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পেলে কাজ শুরু হবে।

জনতা : একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচালয় নেই। এভাবে কতদিন চলবে?

প্রধান : এই সংক্রান্ত অভিযোগ পাইনি। খোঁজ নিয়ে দেখব।

বিবি তাজকেরা খাতুন
প্রধান, চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

একনজরে

ব্লক : গোয়ালপোখর ২
জনসংখ্যা : ৭০ হাজার
আয়তন : ৫.৬২ বর্গ কিলোমিটার
মোট সংসদ : ৩০

জনতা : একাধিক রাস্তা খারাপ। সংস্কার হচ্ছে না কেন?

প্রধান : গ্রামীণ এলাকার রাস্তার কাজ মূলত একশো দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে হত। দীর্ঘদিন ধরে ওই খাতে টাকা আসছে না। ফান্ডের জন্য তো সমস্যা হবেই। পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে কাজগুলো করার চেষ্টা চলছে।

জনতা : চাকুলিয়া বাজারে যানজট সমস্যা রোজকার। নিস্তার মিলবে আদৌ?

প্রধান : ওই পরিস্থিতি অস্বীকার করব না। জায়গার অভাবে ব্যবসায়ীরা রাস্তার পাশে পসরা সাজিয়ে বসেন। তাঁদের জন্য বিকল্প জায়গার খোঁজ করছি।

জনতা : আপনার গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। চালুর দু'বছর পরও কেন বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি সেখানে?

প্রধান : বৈদ্যুতিক খুঁটি নেই। খুব তাড়াতাড়ি খুঁটি পুঁতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।

তালাবন্ধ গ্যারাজে স্বাস্থ্যকর্তার গাড়ি

নকশালবাড়ি, ৬ জানুয়ারি : খবর প্রকাশিত হতেই দিনভর গ্যারাজবন্দি হয়ে রইল বিএমওএইচের নীলবাতি লাগানো গাড়ি। সোমবার অফিস খোলা ছিল বটে, তবে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের গ্যারাজ ছিল তালাবন্ধ। শুধুমাত্র সকালে চালক গাড়িটি একবার বের করে ফের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখেন। তারপর আর সারাদিন গাড়ির দেখা মেলেনি। নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষকেও দেখা যায়নি হাসপাতালে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক একটি প্রাইভেট গাড়িতে চেপে শিলিগুড়ি যান। তারপর আর হাসপাতালে ফেরেননি।

অনশন মঞ্চে মহুয়ার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ নেতারা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : গতবছরের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ফুলবাড়ি সীমান্তে অনশনে বসেন ট্রাক মালিক, চালক ও ব্যবসায়ীরা। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে রবিবার সেটা প্রত্যাহারও করে নেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু জট আর কাটল কই। অনশন মঞ্চে শাসকদলের নেতাদের মন্তব্যকে ইস্যু করে সোমবার জোড়াফুল শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। অভিযোগ-পালটা অভিযোগে একপক্ষ অপরপক্ষকে বিঁধতে ছাড়ছে না। যা নিয়ে সরগরম শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির রাজনীতি। সামাজিক মাধ্যমেও চলছে একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি।

এদিন দুপুরে তৃণমূলের ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল কমিটির কার্যালয়ে দলের সংখ্যালঘু সেলের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সংগঠনের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সভাপতি শাহেনশা ফিরদৌস আলম, নেতা রাজিবুল হক, মহম্মদ ইসলাম, আব্দুল খালেক, মুস্তাফা হোসেন সহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রীর পাশাপাশি আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। তপনকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তোলেন তাঁরা। ফিরদৌসের অভিযোগ, 'অনশন মঞ্চে আমাদের সংখ্যালঘু সেলের ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি মুস্তাফা হোসেনের সম্পর্কে কিছু মিথ্যে কথা বলা হয়। সেটার সূত্র ধরে সভানেত্রী এই ব্লকে দলের সংখ্যালঘু সংগঠন (পূর্ণাঙ্গ ব্লক ও অঞ্চল কমিটি) বলে কিছু নেই বলে মন্তব্য করেন।' কমিটিগুলো যে আসলে রয়েছে এবং সংখ্যালঘু সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে আইএনটিটিইউসি সভাপতি কটু মন্তব্য করেছেন, সেই দাবি জানানো হয় বেশ কিছু নথি দেখিয়ে।

এদিকে, ফিরদৌসদের পাশে যে জেলা নেতৃত্ব নেই, তা শীর্ষ নেতাদের কথায় পরিষ্কার। অভিযোগ অস্বীকার করে তপনের পালটা বক্তব্য, 'আমি সেদিন কোনও মন্তব্য করিনি। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে, আমি এমন কথা বলেছি, তবে ফুলবাড়িতে গিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে আসব।' মহুয়া দাঁড়িয়েছেন তপনের পাশে। তাঁর কথায়, 'সাংবাদিক বৈঠকে এমন মন্তব্য দল অনুমোদন করে না। তাঁদের কিছু বলার থাকলে সংগঠনের জেলা সভাপতিকে বলতে পারতেন। আমি মনে করি, এর পেছনে অন্য অভিসন্ধি রয়েছে।'

ফুলবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সাংবাদিক বৈঠক। সোমবার।

এপ্রসঙ্গে চর্চা চলছে, নেতাদের ঝামেলার নেপথ্যে বাংলাদেশে পাথর রপ্তানির 'কাটমানি'র বড় ভূমিকা থাকতে পারে। সেই খবর ফুলবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি হয়ে পৌঁছেছে কলকাতা। এর আগে অনশন চলাকালীন প্রকাশ্যে আন্দোলনকারীরা মুস্তাফার নামে ভুটানের ট্রাক থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ করেন। সেই টাকার ভাগ যে দলের অনেকের পকেটে ঢোকে, সেই মন্তব্যও করেন কেউ কেউ।

রবিবার তৃণমূল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কয়েকশো মানুষের সামনে একই অভিযোগ তোলেন কয়েকজন। সেসময় 'এই ধরনের নেতাদের সঙ্গে দলের সম্পর্ক রাখা যাবে না' বলে মন্তব্য করেন নেতারা। সেই থেকে বিতর্কের সূত্রপাত। এ নিয়ে রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা দলের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'নতুন করে কোনও কমিটি হয়নি। যাঁরা সাংবাদিক বৈঠকে এমন অভিযোগ করছেন, তাঁরা আসলে তৃণমূলের কেউ কি না, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। সেখানকার (ফুলবাড়ি সীমান্তের) ভাগাভাগির সমস্যার জন্যই বিতর্ক হচ্ছে।'

পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতামূলক মিছিলে পড়ুয়ারা। সোমবার। - সূত্রধর

রোড সেফটি নিয়ে পড়ুয়াদের বার্তা

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : সামনে তখন শুধুই পড়ুয়াদের মাথা। স্টেজ থেকে উড়ে আসছে একের পর এক প্রশ্ন। বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যাল দেখিয়ে প্রশ্ন উঠে আসছিল, 'এই সিগন্যালের অর্থ কী?' একে একে পড়ুয়ারা হাত তুলে নো পার্কিং থেকে শুরু করে অন্য ট্রাফিক সিগন্যালগুলো বলার সময় মুখে হাসি ফুটে বেরিয়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের। অথচ তার কিছুক্ষণ আগেই, নিজের বক্তব্য দেওয়ার সময় আবেগঘন হয়ে পড়েছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক)। আবেগতাড়িত হয়ে তিনি বলছিলেন, 'কোনও দুর্ঘটনা হওয়ার পর আমরাই প্রথম বিষয়টা কাছ থেকে দেখি। একটা দুর্ঘটনা হলে যে সেটার প্রভাব কতটা ভয়াবহ হয়, সেটা বলে বোঝানো যায় না। পরিবারগুলোর কষ্ট আর নেওয়া যায় না।'

নতুন প্রজন্মের গুরুত্বের কথাই বলছিলেন জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। উপস্থিত পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'সময় বদলেছে। আগে অভিভাবকরা সন্তানদের বোঝাত। এখন সন্তানরাই সবকিছু দেখে অনেকক্ষেত্রে অভিভাবকদের বোঝায়। ট্রাফিক সেফটি যাতে সবাই মেনে চলে, সেটা বোঝানোর দায়িত্ব তোমাদেরও।'

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'কিছুদিন পরে এই স্কুল পড়ুয়ারাই গাড়ি, বাইক চালাবে। তাই রোড সেফটি নিয়ে তারা যাতে সবসময় সচেতন থাকে, তাই এখন থেকেই তাদের সচেতন করার জন্য এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

সোমবার নীলনলিনী বিদ্যামন্দির সহ সংলগ্ন সাতটি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের সামনে দিয়ে রোড সেফটির বার্তা দিয়ে ওই মিছিল আসে নীলনলিনী বিদ্যামন্দিরে। সেখানেই হয় মূল অনুষ্ঠান। মিছিলে এদিন প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা তুলে ধরা হয়। বলা হয়, 'আস্তে চালান, জীবন বাঁচান'।

পাশাপাশি অতিরিক্ত গতিতে স্কুল বাস নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে, এবার থেকে বাসগুলোর পেছনে ফোন নম্বর লিখে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন জেলা শাসক।

শুধুই নিজের স্বার্থ, ফিশফাশ এলাকায়

রাজনীতিতে দলবদল এবং ঘরওয়াপসি এখন আর নতুন কিছু নয়। সর্বত্রই এমন ঘটনা ঘটে। কিন্তু একদা জুটি বেধে যাঁরা কাজ করতেন, সেই বিকাশ সরকার এবং প্রতুল চক্রবর্তীর এখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। লিখলেন সানি সরকার।

দলবদলু নেতা

বিকাশ সরকার।

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : তাঁর প্রথম পছন্দ সাদা রং। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে হরেক রংয়ের মিশেল। অনেকের কাছেই তিনি তাই রং-মিলান্তি নেতা। তিনি শিলিগুড়ির বিকাশ সরকার। এই দলবদলের নেপথ্যে মানুষের জন্য কাজ করার নেশা, এমনই দাবি তাঁর। কিন্তু চার দশকের রাজনৈতিক কেরিয়ারে বারবার নতুন ঝান্ডা হাতে নিলেও, জনপ্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেননি। ফলে মানুষের জন্য তিনি কতটা কাজ করতে পেরেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। নিন্দুকেরা অবশ্য আড়ালে ব্যবসা বাঁচানোর তাগিদের কথা তুলে ধরেন। যা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তাঁর দাবি, 'আমি কি ব্যবসা করি নাকি? আমার নামে কোনও ব্যবসা নেই। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী।'

রাজনীতিতে দলবদল এবং ঘরওয়াপসি এখন আর নতুন কিছু নয়। সর্বত্রই এমন ঘটনা ঘটে। কিন্তু একদা জুটি বেঁধে যাঁরা কাজ করতেন, সেই বিকাশ সরকার এবং প্রতুল চক্রবর্তীর এখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বিকাশ যেদিন পদ্ম ঝান্ডা ফেলে তৃণমূলে ফিরলেন, সেদিন বড় পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছিলেন পুর চেয়ারম্যান প্রতুল। তিনি পদ এবং দল ছাড়তে পারেন বলে খবর ছড়িয়ে গিয়েছে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড ছাপিয়ে গোটা শিলিগুড়িতে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করেননি প্রতুল। পরবর্তীতে ফুলেশ্বরী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কিন্তু নতুন করে এক হয়ে উঠতে পারেননি প্রতুল-বিকাশ। এই বিরোধের সূত্রপাত অবশ্য '২২-এর পুর নির্বাচনের সময় থেকে। বিকাশের ধারণা ছিল তাঁকে টিকিট দেওয়া হবে। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বের মন জয় করতে সমর্থ হন বর্ষীয়ান প্রতুল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তিনি নির্দল বিকাশকে হারিয়ে দেন। এরপরই ঘাসফুল ছেড়ে '২৩-এ বিকাশ হাতে তুলে নেন পদ্মের পতাকা। কিন্তু এক বছর পর ফের ঘরওয়াপসি তাঁর। ১৯৮৫ সালে ছাত্র পরিষদ নেতা হিসেবে শিলিগুড়ির রাজনীতিতে উত্থান ঘটেছিল তাঁর। কিন্তু ২০১৬-তে কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলে।

কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি-তৃণমূল, বারবার তাঁর এই 'জার্সি' বদল কেন? যথারীতি দলবদলু আরও দশজন নেতার মতো বিকাশেরও দাবি, তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। নিজস্ব ব্যক্তিস্বার্থে তিনি দলবদল করেন না। 'রেলের চাকরিতে স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার ক্ষেত্রেও রাজনীতি এবং মানুষের জন্য কাজ করার টান', বলছেন বিকাশ। কিন্তু নিজের স্বার্থ রক্ষাতেই তাঁর শাসকদলের অলিন্দে থাকা বলে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ফিশফাশ শোনা যায়। কী ব্যবসা রয়েছে তাঁর? কেবল টিভি অপারেটারের পাশাপাশি তেলের ট্যাংকার এবং প্রোমোটারি ব্যবসা তাঁর রয়েছে বলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতনগরের অনেকেই বলেন। যদিও বিকাশের দাবি, 'আমার নামে কোনও ব্যবসাই নেই। সমস্তটাই অপপ্রচার।'

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

ওরা কাজ করে।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন দীপক অধিকারী।*

দুয়ার আগলানো নেতাকে ভুলল হাত?

প্রদেশ সভাপতির বৈঠকে নেই সুজয়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : একা কুম্ভ হয়ে শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের দুয়ার আগলে রেখেছেন সুজয় ঘটক। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি সুজয় পুরনিগমের একমাত্র কংগ্রেস কাউন্সিলার। অথচ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বৈঠকে ডাক পেলেন না তিনি। বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে হাত শিবিরের অন্দরে।

প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুজয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সময় থেকে রাজনীতি করছি। কোনও নেতা এলে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে চলে গিয়েছি। সেখানে প্রদেশ সভাপতি এলেন, কিন্তু তা জেলা কিংবা প্রদেশ কোনও জায়গা থেকে জানতে পারলাম না।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বসার পর শুভঙ্কর সরকার সোমবার শিলিগুড়িতে এসে প্রথম জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয় বিধান ভবনে বৈঠকে অন্য নেতাদের দেখা গেলেও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটককে দেখা যায়নি। যা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কেননা, প্রদেশ বা জাতীয় স্তরের কোনও নেতা শহরে এলে বরাবরই সুজয়কে মধ্যমণি হিসাবে থাকতে দেখা গিয়েছে। সুজয়ের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি শংকর মালাকার বলছেন, 'ওঁকে ফোন করা হয়েছিল। হয়তো কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মনোমালিন্যের কোনও জায়গা নেই। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করি।'

বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

> প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সময় থেকে রাজনীতি করছি। কোনও নেতা এলে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে চলে গিয়েছি। সেখানে প্রদেশ সভাপতি এলেন, কিন্তু তা জেলা কিংবা প্রদেশ কোনও জায়গা থেকে জানতে পারলাম না।
>
> **সুজয় ঘটক** *কাউন্সিলার, কংগ্রেস*

অন্যদিকে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রতিটি ইস্যু ধরে লড়াইয়ের ওপর জোর দিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভঙ্কর। পাশাপাশি রাজ্য থেকে বুথ স্তরে প্রতিটি কর্মসূচি যাতে এবার থেকে পালিত হয়, সেই বিষয়েও তিনি জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিলিগুড়ি তথা এই অঞ্চলের অনুন্নয়ন নিয়ে নতুন প্রদেশ সভাপতি সরব হয়েছেন। শুভঙ্করের বক্তব্য, 'বিজেপি কিংবা তৃণমূল এই এলাকার উন্নয়ন করেনি। যা উন্নয়ন, কংগ্রেস আমলে হয়েছে। বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। রাজ্যে বিকল্প শক্তি একমাত্র কংগ্রেস।'

অন্যদিকে, সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধির বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করায় দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রমেশ বিধুরির বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রদেশ সভাপতি। এদিন হাসমি চক থেকে পদযাত্রা করে থানার সামনে গিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ট্রাইবাল কাউন্সিলের সদস্য রোমা

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কাকে এবার রাজ্যের ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য করা হল। রোমা ছাড়াও এতে রয়েছেন বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি মানুষদের জন্য রাজ্য সরকারের যেসব প্রকল্প রয়েছে, সেসব সম্পর্কে তাঁদের অবগত করাই হবে কাউন্সিলের সদস্যদের কাজ। জয় জোহর, শিক্ষাশ্রী সহ বিভিন্ন কিছু প্রকল্পের সুবিধা তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তরা ঠিকঠাক পাচ্ছেন কি না, তা দেখা হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষকবন্ধু, খাদ্য সাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজ সাথী, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাও যাতে তাঁরা পান, সেই বিষয়টিও দেখবেন কাউন্সিলের সদস্যরা।

রাজ্য সরকারের এই সমস্ত প্রকল্প বাংলা ছাড়াও সাঁওতালি, কুরুখ, সাদরি সহ অন্য ভাষায় সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে, যাতে ওই ভাষাভাষী মানুষ সহজে বুঝতে পারেন। রোমা রেশমি এক্কা বলছেন, 'আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি তা পালনের চেষ্টা করব।'

চকোলেট বিলি আইসি'র

চোপড়া, ৬ জানুয়ারি : জন্মদিনে খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে চকোলেট, কেক বিলি করলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা। সোমবার সুরজ থাপার জন্মদিন ছিল। এদিন তিনি চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গুঞ্জুরিয়াগছ ও কামারগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটান। কামারগছ স্কুলে পড়ুয়াদের সঙ্গে মিড ডে মিলও খান তিনি।

ফকদইবাড়ি বিমল স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে অভিভাবকদের বিক্ষোভ। সোমবার।

কৃষ্ণের ছেলে স্কুল বন্ধ করতে চাওয়ায় ক্ষোভ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : স্বাভাবিক পঠনপাঠন চলার মাঝেই মালিকপক্ষ স্কুল বন্ধ করে দিতে চাওয়ায় বিপাকে আড়াইশো খুদে পড়ুয়া। হঠাৎ করে নেওয়া এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার ডাবগ্রাম ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকদইবাড়ি বিমল স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে শতাধিক অভিভাবক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার কৃষ্ণ পাল ২০০৬ সালে তাঁর বাবার স্মৃতিতে স্কুলটি বানিয়ে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে প্রয়াত নেতার ছেলে রায়ান পাল তা বন্ধ করে দিতে চাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যাপক ক্ষুব্ধ। স্কুলে যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি উল্লেখ করে শনিবার অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে মালিকপক্ষ মেসেজ পাঠায়। বিদ্যালয়ের গেটে তালাও ঝুলিয়ে দেয়। এমনকি ওইদিন সন্ধ্যায় স্কুল চত্বরে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। এরপরই এদিন অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে স্কুলে বিক্ষোভে শামিল হন।

পম্পা সাহা নামে এক অভিভাবক বলেন, 'এখন স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে বাচ্চাদের কোথায় নিয়ে ভর্তি করব। স্কুল যে বন্ধ হয়ে যাবে, তা যদি আগেই জানিয়ে দেওয়া হত, তাহলে এখানে ভর্তি করতাম না।' তুহিনা রায় নামে একজন বলেন, 'স্কুলের চাবি নিয়ে মালিকপক্ষ চলে গিয়েছিল। সেজন্য শনিবার বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। কী কী নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। নিশ্চিতভাবে তাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রয়েছে।' মঙ্গলবার স্কুল বন্ধ থাকলে অভিভাবকরা বড় আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

> **জটিলতা**
>
> - প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার কৃষ্ণ পাল ২০০৬ সালে তাঁর বাবার স্মৃতিতে স্কুলটি বানিয়ে ছিলেন
> - কিন্তু হঠাৎ করে প্রয়াত নেতার ছেলে রায়ান পাল তা বন্ধ করে দিতে চাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যাপক ক্ষুব্ধ
> - স্কুল যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি উল্লেখ করে শনিবার অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে মালিকপক্ষ মেসেজ পাঠায়
> - এদিন পড়ুয়ারা স্কুলে বসে থাকলেও পড়াশোনা হয়নি

যদিও বিষয়টি নিয়ে রায়ান পালের দাবি, 'স্কুল বন্ধ করছি না। অন্যত্র স্থানান্তর করা হচ্ছে। বর্তমান জায়গাতে কারখানা করার ইচ্ছে রয়েছে। নথি পুড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি জানা নেই।' বিক্ষোভের খবর পেয়ে স্কুলে যান ফকদইবাড়ি এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য চুমকি মণ্ডল শীল। তিনি বলেন, 'স্কুলের মালিক যদি এই এলাকার মধ্যে বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করেন, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু বাইরে কোথাও স্কুল স্থানান্তর করতে দেব না। এখন স্কুল হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এদিন পড়ুয়ারা স্কুলে বসে থাকলেও পড়াশোনা হয়নি। এমনটা ক'দিন চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এনিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, 'বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়য়ে ছিনিমিনি খেলা যায় না। অভিভাবকরা যদি এমন পরিস্থিতিতে আইনের পথে চলে যান সেক্ষেত্রে মালিকপক্ষকে চাপে পড়তে হতে পারে। তবে আমরা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

রাস্তার কাজের শিলান্যাস

খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৬ জানুয়ারি : অধিকারী বাজারের বেহাল রাস্তার কাজ শুরু হল। সোমবার কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। খড়িবাড়ি ব্লকের অধিকারী রেলগেট থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল। অবশেষে ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তা পাকা করা হচ্ছে। এছাড়া রাস্তার পাশে নিকাশিনালার কাজও করা হবে বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি। অরুণের পাশাপাশি এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন ও ভূমি কর্মাধিক্ষ্য কিশোরীমোহন সিংহ, রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ প্রমুখ।

অন্যদিকে, বিধাননগরে পাকা রাস্তার কাজের শিলান্যাস হল। বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাউনিয়াভিটা থেকে তুম্বাভিটা পর্যন্ত রাস্তাটি ৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা খরচে নির্মাণ হবে। সোমবার ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা শিলান্যাস করেন। পাশাপাশি গার্ডওয়ালও তৈরি করা হবে।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার দুই

খড়িবাড়ি, ৬ জানুয়ারি : নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে পুলিশের অভিযানে ৫৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ এক লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা সহ গ্রেপ্তার দুই। ধৃতদের নাম অভিরুল সুব্বা এবং প্রজ্জল রাই। দুজনই দার্জিলিংয়ের জোড়বাংলোর বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গৌরসিংজোতে একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ি ছেড়ে চম্পট দেয় মাদক ব্যবসায়ী। গ্রেপ্তার করা হয় মাদক কিনতে আসা দার্জিলিংয়ের দুই তরুণকে। একটি বাইক ও ৫৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বন্ধ বাগান খোলার দাবি

চোপড়া, ৬ জানুয়ারি : চোপড়া ব্লকের চন্দন সহ একাধিক বন্ধ চা বাগান খোলার দাবিতে সোমবার ইসলামপুর মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল সিটু অনুমোদিত চা শ্রমিক ইউনিয়ন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিটুর উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক স্বপন গুহ নিয়োগী, শ্রমিক নেতা দবিরুল ইসলাম প্রমুখ। চা শ্রমিক নেতা কার্তিক শীল বলেন, 'এলাকায় একাধিক বাগান বন্ধ রয়েছে। জমি মাফিয়াদের দাপাদাপিতে বাগান মালিক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আরও কিছু বাগান টুকরো করে বিক্রির ষড়যন্ত্র চলছে। অন্যদিকে, শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, বেতন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে প্রশাসনের ভ্রূক্ষেপ নেই। এ সব ব্যাপারে এদিন মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হল।'

রাস্তা দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ

সাহুডাঙ্গি বাজারে পূর্তকর্তারা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : রাস্তা দখলমুক্ত করতে সোমবার দুপুরে সাহুডাঙ্গি বাজার এলাকা পরিদর্শন করল পূর্ত দপ্তরের একটি দল। এদিন

দপ্তরের জলপাইগুড়ি হাইওয়ে সাব-ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত রায় সহ অন্য আধিকারিকরা এলাকায় আসেন। উপস্থিত ছিলেন বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ সহ স্থানীয় অনেকে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বলছেন, 'এই জায়গায় সমস্যা হচ্ছে বলে খবর মিলছিল। সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্র কাজ শুরু হবে। বাজার এলাকায় রাস্তা চওড়া করা হবে। একটি নতুন নিকাশিনালাও নির্মিত হবে।' দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের দেওয়াল ঘেঁষে থাকা দোকানগুলিকে সরে যেতে বলা হয়েছে। সেইদিকে কোনও দোকান রাখা যাবে না বলে ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিপরীত দিকেও যাঁরা রাস্তার জায়গা দখল করে রেখেছেন, তাঁদেরও জায়গা ছাড়তে বলা হয়েছে। সেদিকে প্রায় এক মিটার চওড়া নতুন একটি নালা নির্মাণ শুরু হবে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বর্তমানে আমবাড়ি রেলগেট থেকে সাহুডাঙ্গি মোড় পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ করছে পূর্ত দপ্তর। যদিও দখলদারির জন্য সাহুডাঙ্গি বাজারে কাজ করতে সমস্যায় পড়তে হয় দপ্তরকে। বাজার এলাকায় বর্তমানে রাস্তা প্রায় সাড়ে পাঁচ মিটার চওড়া। সম্প্রসারণের পর মূল রাস্তা সাড়ে সাত মিটার চওড়া হবে। এছাড়াও পাশে আরও প্রায় দেড় মিটার জায়গা থাকবে।

রাস্তা সম্প্রসারিত হলে যানজট সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজুদ্দিন। তাঁর বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীদের কয়েকজনের দোকান রাস্তার ওপর রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে তাঁরাও সরে যেতে রাজি হয়েছেন।'

মঙ্গলবার বাজারে হাট বসে। সেদিন হাটে ব্যবসা করে দোকানদাররা সরে যাবেন বলে খবর। সেরকমই এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'এই দোকান থেকে উপার্জন করে সংসার চালাচ্ছিলাম। এবার সমস্যায় পড়তে হবে। তবে সরকারি জায়গায় তো চিরদিন বসে থাকা যাবে না। তাই প্রশাসনের তরফে সরে যেতে বলায় বুধবার পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছি।' প্রশাসনের পদক্ষেপে খুশি স্থানীয়দের অনেকেই।

ঝুলন্ত সেতুতে ঝুঁকির যাতায়াত, দুর্ঘটনার শঙ্কা

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : এক দশক আগে ভূমিকম্পে বাম আমলের পাকা সেতুটি ভেঙে পড়ে। ঘটনাটি চম্পাসারি-২ অঞ্চলের। ২০১৫ সালের পর থেকে আজ অবধি সেই সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে পাকা সেতুর পাশে থাকা একটি লোহার ঝুলন্ত সেতু দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাতায়াত করছে শালবাড়ি, গুলমা, সুকনা, মেথিবাড়ি চা বলয়ের প্রায় ৩৫০০ পরিবার।

এ বিষয়ে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'পাকা সেতুর জন্য ডিপিআর পাঠানো হয়েছে কলকাতায়। সেটি পাশ হলেই কাজ শুরু হবে।' দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা চম্পাসারি-২ অঞ্চলের শালবাড়ি-সুকনা চা বলয়ের সংযোগকারী পাকা সেতুর। অন্যদিকে, ঝুলন্ত সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল শুধুমাত্র চা বলয়ের মানুষজনের যাতায়াতের জন্য। আস্তে আস্তে ঝুলন্ত সেতুটি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করা শুরু করে।

> পাকা সেতুর জন্য ডিপিআর পাঠানো হয়েছে কলকাতায়। সেটি পাশ হলেই কাজ শুরু হবে।
>
> **অরুণ ঘোষ** *সভাধিপতি*

ঝুলন্ত সেতু দিয়ে বাড়ির পথে যাচ্ছিলেন লালি ওরাওঁ, বুধু ওরাওঁ, মিনা মুন্ডারা। তাঁদের গলায় শোনা গেল আক্ষেপের সুর, যাতায়াতে অসুবিধা তো হয়। তবে আমরা কী করতে পারি। নেতারা তো বলেন যে পাকা সেতু হবে। হলে তো সুবিধাই হবে আমাদের। শালবাড়ি এলাকার ব্যবসায়ী রবিন দাস, প্রদীপ বর্মনের কথায়, সবাই এসে শুধু দেখেই যায়। সবাই বলে ব্রিজের জন্য আবেদন করা হয়েছে। কাজ শুরু হবে। তবে কাজ কোথায় শুরু হচ্ছে।

২০২২ সালে মহকুমা পরিষদের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ করে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ঝুলন্ত সেতুটি সংস্কার করা হয়েছিল। সেই সময় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ আশ্বাস দিয়েছিলেন, দ্রুত পাকা সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে। তবে আশ্বাস পরিণত হয়েছে দীর্ঘশ্বাসে। ঝুলন্ত সেতু সংস্কারের দুই বছর পার। এখনও শুরু হয়নি পাকা সেতুর কাজ। ঝুলন্ত সেতু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলছে মানুষের যাতায়াত।

শালবাড়ি-সুকনা চা বাগানের সংযোগকারী পাকা সেতু দীর্ঘদিন ভেঙে পড়ে আছে।

পিকনিক ঘিরে অশান্তি

চোপড়া, ৬ জানুয়ারি : চোপড়ার কালাগছ এলাকায় রবিবার রাতে স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে পিকনিকে উচ্চস্বরে সাউন্ড সিস্টেম বাজানোর অভিযোগ উঠল। প্রতিবেশীদের একাংশ অতিষ্ঠ হয়ে সাউন্ড সিস্টেমে আপত্তি জানালে তাঁদের উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এব্যাপারে সোমবার চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা বলিন বর্মন বলেন, 'রবিবার রাতে উচ্চস্বরে বক্স চালিয়ে স্থানীয়দের একাংশ পিকনিকের আয়োজন করেছিল। আপত্তি জানালে দুজনকে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২২৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২২ পৌষ ১৪৩১

নতুন দিশা

ভারতীয় রাজনীতিতে ২০২৪ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সদ্য অতীত বছরটিতে আঞ্চলিক দলগুলি দেশীয় রাজনীতিকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। লোকসভা সহ বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি, কংগ্রেসের মতো 'জাতীয়' দলের আধিপত্যকে তারা শুধু চ্যালেঞ্জই করেনি, আঞ্চলিকতার নিরিখে ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ৩৭টি, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ২৯টি ও তামিলনাড়ুতে ডিএমকে ২২টি আসনে জয়লাভ করে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তি হয়ে উঠেছে। লোকসভার মোট আসনের প্রায় সাড়ে ষোলো শতাংশ আসন তাদের কবজায়। বিধানসভা নির্বাচনগুলিতেও এই উত্থান অব্যাহত। ঝাড়খণ্ডে জেএমএম ৮১ আসনের মধ্যে ৫৬টিতে, অন্ধ্রপ্রদেশে টিডিপি ১০৬টি আসন জিতে ক্ষমতায় ফিরেছে। এতে ভবিষ্যতে ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির নীতি নির্ধারণ, শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলি শুধু নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেনি, উপরন্তু তৃণমূল স্তরে শাসন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ওপর ভিত্তি করে নতুন নির্বাচনি ব্যাখ্যাও তৈরি করেছে। এই বদল দেশের রাজনৈতিক 'ইকো সিস্টেম'-কে নাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২৪ ফের জোট রাজনীতির গুরুত্ব ফিরিয়ে এনেছে।

অন্যদিকে, মেরুকরণে জোর দিয়ে চাপে পড়েছে বিজেপি। ২০১৪ থেকে টানা জয়ী বিজেপি'র জাতীয় শাসনের মডেলের গুরুত্ব ক্রমে ফিকে হচ্ছে। আঞ্চলিক দলগুলি স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নয়া দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে। যদিও সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল, জেএমএম, ডিএমকে'র মতো দলগুলি বিজেপিকে কড়াভাবে মোকাবিলা করেছে। এই বদল 'ইন্ডিয়া' জোটে কংগ্রেসকে কৌশল নির্ধারণ ও আঞ্চলিক শরিকদের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বেশকিছু রাজ্যে কংগ্রেসের পতন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে অক্ষমতাও আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

যেমন আরও আঞ্চলিক দলকে স্বীকৃতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্বাচনি কৌশল নির্ধারণে তাদের বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নজির মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপির নেতৃত্বে মহাজোট জাতিগত সত্তা নির্ণয় ও কৃষি দুর্দশা মোকাবিলায় সক্রিয় হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে 'লাডলি বহিন যোজনা' মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা দিয়েছে।

হরিয়ানায় তেমনই বিজেপির তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার কৃতিত্ব মাইক্রো-ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের কারণে। ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী আবেগ উসকে ও মেরুকরণের প্রয়াসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সাফল্য পেয়েছে জেএমএম। তাদের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ ও শক্তিশালী আদিবাসী পরিচয় ভোটারদের প্রভাবিত করেছে। 'মাইয়া সম্মান যোজনা' ও 'বিরসা হরিত গ্রাম যোজনা' প্রকল্পও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য মানে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে রাজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি। এই দলগুলির উত্থান ভারতীয় রাজনীতিতে বদলের সূচক। অন্যদিকে জাতীয় স্তরের প্রধান দলগুলির আধিপত্য পতনের ইঙ্গিত। সম্প্রতি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নানা বিষয়ে বিরোধী ঐক্যে ফাটল স্পষ্ট ছিল। কংগ্রেস যখন আদানি ইস্যুতে সরব হচ্ছে, তখন সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল ছিল অন্য বিষয়ে সোচ্চার।

বিজেপি আবার ওয়াকফ, এক দেশ-এক ভোট বিল নিয়ে ব্যাকফুটে যেতে বাধ্য হয়েছে। অতীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি এসবকে গুরুত্ব দিত না। কিন্তু এখন পা ফেলার আগে চন্দ্রবাবু, নীতীশদের কারণে দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই জোট সরকারের বাস্তবতা। এতে সংসদে আঞ্চলিক অগ্রাধিকার প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরও সক্রিয় হবে। স্থানীয় সমস্যা অস্বীকার করলে জাতীয় দলগুলি তলিয়ে যাবে। একতরফা নিয়ন্ত্রণের যুগ শেষ। এখন আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট শুধু কৌশল নয়, অপরিহার্যও বটে।

অমৃতধারা

আমরা ভগবানের মধ্যে কেমনভাবে আছি জানো - যেমন মহাসমুদ্রে মাছেরা সব কিলবিল করে। তাঁকে ছেড়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না, যেমন মাছেরা জল ছাড়া থাকতে পারে না। ভগবান যেন জল ও আমরা সকলে মাছ। তাঁকে ছেড়ে আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করছো, কিন্তু কে ঈশ্বর ? ঈশ্বর কি আকাশের উপরে আছেন ? তাঁর কী সেবা করবে ? এই সমস্ত মনুষ্যসমষ্টির মধ্যে তাঁকে দ্যাখো। তাঁকে বলা হয় 'বিরাট-পুরুষ'। পুরুষসূক্তে আছে ঃ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ'। 'সহস্র' মানে বিশাল বা অনন্ত। তিনি আমাদের চোখ দিয়ে দেখছেন, আমাদের কান দিয়ে শুনছেন। আমাদের সকলের মনের সমষ্টি তাঁর মন (cosmic mind)। আমরা সব (সমস্ত জীব) কি রকম জানো ? যেমন সব ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি আসলে এক।

-স্বামী অভেদানন্দ

আমেরিকা যেন 'চিটি চিটি ব্যাং ব্যাং'

দু'সপ্তাহ পরে শপথগ্রহণ। তার আগে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাস্তি ঘোষণা। আমেরিকা এখন কী জায়গায়?

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

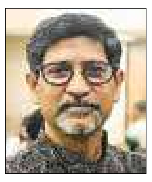

জিরো ভিজিবিলিটি! কী হবে এই আমেরিকার? সিএনএন-এর এই প্রশ্নের জবাবে ওই কথাটাই বললেন ইউএস নিউজ-এর কলামিস্ট কেট স্টেলটার। তাঁর বক্তব্য, আমেরিকার আর্থসমাজ এই মুহূর্তে খাবি খাচ্ছে অতল সমুদ্রে অক্সিজেনের পাইপ ছিঁড়ে যাওয়া ডুবুরির মতো। বেকারি বল্গাহীন। বাজারদর লাগামছাড়া। ডুবন্ত অর্থনীতি। ত্রস্ত সমাজ, এই বুঝি গর্জে উঠল বোমাবারুদ কিংবা বন্দুক!

এমন একটা বেহাল আমেরিকার ভবিষ্যৎ কার হাতে? স্টেলটার বলছেন, ২০ জানুয়ারি থেকে জাগলিংয়ের বলের মতো এই মার্কিন দেশটাকে নিয়ে লুফোলুফি খেলবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি আদালতে ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত। ১০ জানুয়ারি আদালত এক পর্ন সুন্দরীর সঙ্গে নষ্টামির কেচ্ছা ধামাচাপা দিতে ঘুষ দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে উপযুক্ত সাজা দেবে।

শুধু এটা কেন, ট্রাম্পের অপরাধপ্রবণতার আরও অভিযোগ আছে। ২০২০-এর প্রেসিডেন্ট ভোটে জো বাইডেনের কাছে হেরে গিয়ে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসেই সশস্ত্র হামলাকারীদের ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই ট্রাম্পকেই কিনা দেওয়া হল রাজার পার্ট! সকাল দেখলেই অনুমান করা যায়, সারাদিন কেমন যাবে আমেরিকার!

আবিশ্বের সামনে মাথা হেঁট আমেরিকার! আদালতের চোখে দোষী সাব্যস্ত একজন কিনা দ্বিতীয়বারের জন্য দেশের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন! যদিও এই ন্যক্কারজনক রেকর্ডে ট্রাম্পের আহামরি কোনও ক্ষতি হবে না। নিউ ইয়র্কের ওই আদালতের বিচারক হুয়ান মার্চেন বলেই দিয়েছেন, 'ট্রাম্পের জেল হবে বলে মনে হচ্ছে না'! ট্রাম্প নিজেও বলেছেন, 'এ সব রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আইনের কারচুপি'!

আরে এটা তো আদালত অবমাননা! কে করলেন? আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট! তাহলে কী হবে? ট্রাম্প হয়তো নিজেই নিজেকে 'বেকসুর খালাস' ঘোষণা করবেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে! যদিও 'সংবিধান'-কে পাত্তাও দেন না ট্রাম্প! এবার নির্বাচনে জিতেই তিনি বলে দিয়েছেন, 'দরকার হলে ফের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভোটে দাঁড়াব এবং আমি নিশ্চিত, আবারও জিতব'! কিন্তু দেশের সংবিধান অনুযায়ী তো কেউ দুই দফায় আট বছরের বেশি রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে পারেন না! ট্রাম্প সহজ সমাধান বাতলে দিয়েছেন, 'আমি সংবিধান বদলে দেব'!

কিন্তু 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে'! ট্রাম্পের রাষ্ট্রাভিষেককে স্বাগত জানাতে সশস্ত্র তোপধ্বনি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই তো সেদিন নিউ অরলিন্সে বিস্ফোরকবোঝাই ট্রাক চালিয়ে ১৫ জনকে পিষে মেরে ফেলা হয়েছে। জখম অন্তত ৩০। এফবিআই-এর অভিযোগের তির মুসলিম জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের পান্ডা শামসুদ্দিন জব্বারের দিকে, যে নাকি মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রাক্তনী। এরপরেই লাস ভেগাসের ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের সামনে, ডোনাল্ডেরই 'অন্তরঙ্গ বন্ধু' এলন মাস্কের টেসলা কোম্পানির গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সাতজনকে আধমরা করে দিয়েছে কোনও 'সন্ত্রাসবাদী'! তার জের কাটতে না কাটতেই নিউ ইয়র্কের একটা নাইট ক্লাবে জন্মদিনের পার্টিতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কমপক্ষে ৩০ জন কিশোর-কিশোরীকে আহত করেছে কোনও 'বর্ণবিদ্বেষী' বা 'বদ্ধউন্মাদ'! কেউ এখনও ধরা পড়েনি।

বিদায়ি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মনে হয় এসবে কিছু এসে যায় না। তিনি মনে মনে ট্রাম্পের উদ্দেশে বলছেন, 'বুঝবে খুড়ো বেলা হলে'! প্রকাশ্যে অবশ্য তিনি নির্বিকার মুখে বলছেন, 'সব ক'টা ধরা পড়বে। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা'!

মোটেও না। সবাই জানে, এসব আসলে ট্রাম্পেরই প্রতিধ্বনি। ট্রাম্পই তো দেশবাসীকে দীক্ষা দিয়েছেন যে, বাদামি রং আর দাড়ি মানেই জঙ্গি! তারা আমেরিকান দেখলেই হাতে মারে! ধূসর গাত্রবর্ণ আর ছোট ছোট চোখ মানেই বুভুক্ষু অভিবাসী! তারা লুটেপুটে খেয়ে আমেরিকানদের ভাতে মারে!

তাই নাকি! তাহলে সাদা মার্কিনরা যে প্রায়শই বাদামি ছাত্রদের গুলি করে মেরে ফেলে! গোরা পুলিশ যে 'কালা' আদমিদের গলা টিপে মারে! তার বেলা? ট্রাম্প এরকম বেআক্কেলে প্রশ্ন পছন্দ করেন না। তাঁর ভাবখানা এই যে, 'স্বপ্ন স্বপ্ন' করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কেন মরতে আমেরিকায় আসো বাপু তোমরা! ডলার দেখিয়ে নিজের দেশে স্ট্যাটাস বাড়াও বুঝি'!

পরিণাম? আমেরিকায় এখন ছুটির মরশুম। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে গিয়েছে আপন দেশে। দেশে বসে তারা নিজেদের ইনস্টিটিউট থেকে ইমেল পেয়েছে যে, সবাই ২০ জানুয়ারির আগে আমেরিকায় ফিরে আসবে। ওই দিন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণ। তারপরে যে আমেরিকার কী হবে, কেউ জানে না! ভিনদেশিরা পড়তে এলে আমেরিকা মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করে। কাজেই ট্রাম্পের তাতে আপত্তি নেই। তবে তিনি মার্কিন সংস্থাগুলিকে হুমকি দিয়ে রেখেছেন, আগে মশাই প্রকৃত আমেরিকানদের চাকরি দেবেন। শিক্ষা, দক্ষতা আর সুলভ শ্রমিকের দোহাই দিয়ে অভিবাসীদের চাকরি দিলে অতিরিক্ত কর্পোরেট মাশুল গুনতে হবে! তখন কিন্তু ঢাকের দায়ে মনসা বিকোতে হবে!

অর্থাৎ, ট্রাম্প চলবেন আপন খেয়ালে! তিনি মনে করেন, আমেরিকার চলতি বেকারি আর বেহাল সমাজের জন্য দায়ী অভিবাসীরা। এই বেদবাক্যে বিশ্বাস করেই সংখ্যাগুরু আমেরিকানরা ঢেলে ভোট দিয়েছেন ট্রাম্পকে। দেশের ঠুনকো ও ফাঁপা অর্থনীতিকে 'লাইফ সাপোর্ট' দিতে এবং দেশবাসীকে দেওয়া নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পালনে সাদা বাড়িতে ঢুকেই ট্রাম্প যা খুশি তাই করবেন। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে উনি দেওয়াল তুলবেন। বৈধ অভিবাসীদের আটকাতে তিনি ভিসাক্ষেত্রে কার্যত 'নো এন্ট্রি' চালু করবেন।

ব্লুমবার্গ নিউজ-এ সাংবাদিক ববি ঘোষ যথার্থই লিখেছেন, 'হালের আমেরিকা যেন ইয়ান ফ্লেমিংয়ের লেখা মার্কিন সিনেমা 'চিটি চিটি ব্যাং ব্যাং'-এর সেই গাড়িটা, যে যানবিধির পরোয়া না করে নিজের মর্জিমতো চলে, মারে এবং মরে'!

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আমেরিকার হিটলিস্টের অনিবার্য টার্গেট অবশ্যই ভারত। ট্রাম্প মনে করেন, গ্লোবাল টেররিজমের ধাত্রীভূমি পাকিস্তান। আর মুসলিমগিরির বাংলাদেশ তাদের বিজনেস পার্টনার। ওই দুই দেশকে শায়েস্তা করতে তিনি ভারতের বর্তমান 'মৌলবাদী হিন্দু' সরকারকে লেলিয়ে দেবেন। কিন্তু তাই বলে নরেন্দ্র মোদির 'পরদেশি দোস্ত' ট্রাম্পকে নিয়ে খোয়াব দেখার কোনও কারণ নেই! ট্রাম্প কখনওই মার্কিন বাজারের পাসপোর্ট দেবেন না মোদিজিকে। বরং বিদেশি পণ্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বাণিজ্যিক কর চাপিয়ে তিনি ভারতের রপ্তানি ব্যবসার দফারফা করে দেবেন। ট্রাম্প কিন্তু ভুলে যাননি যে, গত চার বছর ধরে 'জাতশত্রু' বাইডেন প্রশাসনকে আচ্ছা করে তেল মাখিয়েছেন মোদি। সেটা কি ট্রাম্পের ধম্মে সইবে!

ববি লিখেছেন, ট্রাম্পের আর একটা 'ননসেন্স' দর্শন হল, সারা পৃথিবী জ্বলেপুড়ে মরুক। বিশ্ব যতই অস্থির হবে, আমেরিকা নাকি ততই ফুলেফেঁপে উঠবে। ট্রাম্পের 'দাঁত' যদি ধর্ম হয়, তাঁর 'নখ' তবে রাজনীতি। তিনি হাসতে হাসতে রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ লাগিয়ে রাখবেন। তিনি প্যালেস্তাইনের দিকে ইজরায়েল ছুড়ে মারবেন। তিনি সুদানে গৃহযুদ্ধ টিকিয়ে রাখবেন। যুদ্ধ মানেই প্রচুর লোক মরবে। বহু দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। ট্রাম্পের কাছে এই সবই 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'!

আমেরিকায় আর দু'হপ্তা বাদে যে ট্রাম্প ঘাঁটি গাড়বেন, তাঁর সম্পর্কে চার্লি চ্যাপলিনের একটি মন্তব্য একেবারে খাপে খাপ! 'ইউ নিড পাওয়ার, অনলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং হার্মফুল'!

(লেখক আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা)

আজ

১৯৬৭
অভিনেতা ইরফান খানের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৯
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী বিপাশা বসু।

আলোচিত

বাবলা চেয়ারম্যান হবেন, এমন কথা চলছিল। আমরা জানতাম। তা নিয়ে কিছু মানুষের হিংসা ছিল। বাবলা রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকে পিছিয়ে পড়ছিলেন। যাঁদের ক্ষমতার লোভ, তাঁরাই এমন কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারেন।

- **চৈতালি সরকার**
(মালদায় নিহত নেতা বাবলার স্ত্রী)

ভাইরাল/১

অসমের কাজিরাঙা জঙ্গলে গাড়ি সাফারিতে গিয়েছিলেন পর্যটকরা। একটি রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়ে গাড়ি থেকে পড়ে যান মা ও মেয়ে। কাছেই ছিল দুই গন্ডার। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন মা-মেয়ে। কোনওক্রমে তাঁদের গাড়িতে তোলা হয়।

ভাইরাল/২

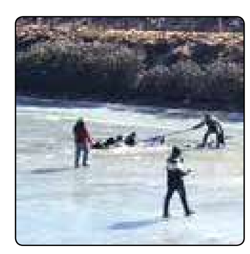

অরুণাচলপ্রদেশের সেলা পাসে বরফজমা হ্রদে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারের ভিডিও ভাইরাল। চারজন পর্যটক হ্রদের বরফে আটকে পড়েন। স্থানীয়রা বাঁশের লাঠি তাঁদের দিকে বাড়িয়ে দেন। তা ধরে উঠে আসেন তাঁরা।

জনমন
জনমত

নির্বাচকমণ্ডলী একটু ভাববেন

বুমরাহর নেতৃত্বে প্রথম টেস্ট ভারত জিতেছিল। দ্বিতীয় টেস্ট হেরেছে। তৃতীয় টেস্ট হারতে হারতে ড্র করেছে। চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ৯৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়েও টেল এন্ডাররা মিলে ২৩৪ করে ফেলল। কোথায় ভারতীয় দলের বোলিং গভীরতা? অবশ্য তিনখানা ক্যাচ মিস করে ভিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। উচিত ছিল ম্যাচটা কীভাবে ড্র করা যায় সেটা দেখা। একমাত্র যশস্বী জয়সওয়াল ছাড়া যে বলগুলিতে বাকি ব্যাটসম্যানরা আউট হয়েছেন সেগুলির একটিও আনপ্লেয়েবল বল ছিল না। এত ব্যর্থতার পরেও কেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি বাদ পড়বে না। তার জায়গায় ঈশান কিষান ও সরফরাজ খানকে সুযোগ দেওয়া হোক। বুমরাহকে অধিনায়ক করা হোক। আর গৌতম গম্ভীরের জায়গায় পুনরায় রাহুল দ্রাবিড়কে কোচ করা হোক এবং একজন স্পিনার বসিয়ে প্রসিধ কৃষ্ণাকে খেলানো হোক।

বাপি শর্মা
রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।

এটিএমে মেলে না ৫০০-র নীচে নোট

শিলিগুড়ির বেশিরভাগ ব্যাংকের এটিএমগুলোতে ১০০ টাকা, ২০০ টাকার নোট পাওয়া যায় না। প্রায় সব এটিএমে ৫০০ টাকার নোটই সবসময় পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন পাড়ার ভেতরে যেসব কাউন্টার রয়েছে সেইসব এটিএমে ৫০০-র নীচে নোট একেবারেই রাখা হয় না।

যদি কোনও গ্রাহকের ১০০, ২০০ টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁকে দূরবর্তী কোনও কাউন্টারে গিয়ে প্রয়োজন মেটাতে হয়। এটা যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য। যাঁর ২০০ বা ৩০০ টাকা প্রয়োজন তাঁকে বাধ্যতামূলক ৫০০ টাকা ওঠাতে হয়। আবার যাঁর ৮০০ বা ৯০০ টাকার প্রয়োজন তাঁকেও ১০০০ টাকা ওঠাতে হয়। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়, বিশেষ করে যাঁরা কম উপার্জনের উপভোক্তা তাঁদের জন্য বিষয়টা সমস্যার। আবার বাজারে গিয়ে ৫০, ৬০ টাকার জিনিস কিনে ৫০০ টাকার নোট দিলে দোকানদার খুচরো দিতে অস্বীকার করেন। এতেও ক্রেতাদের হয়রান হতে হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

রেলের দৃষ্টি আকর্ষণ

রাধিকাপুর ডিইএমইউ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস রোজকার ট্রেন। এই ট্রেনটি রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়িগামী হওয়ায় দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর বিশেষভাবে উপকৃত। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনটির কিছু কম্পার্টমেন্টের জানলার কাচ নেই। ফলে এই শীতের মধ্যে যাত্রীদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পম্পা দাস,
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আড় থেকে বলো... ফিরে যাওয়ার গান

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কবি সুনন্দা চক্রবর্তী সম্প্রতি প্রয়াত হলেন। তাঁর কবিতার বেশ কিছু লাইন জনপ্রিয় এখনও।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

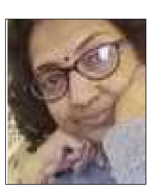

'ফিরে যাবো বলে খুঁজি চাবি/নতুন বাড়ির পথ/ফিরে যাবো বলে খুঁজি/ দেশলাই জ্বেলে খুঁজি...'

ফিরেই তো গেলেন। ফিরে গেলেন রূপান্তরের পথে। হয়তো এ যাত্রা শুরু হয়েছিল কোনও এক হা-ক্লান্ত অপরাহ্ণে। ঠিক ওরকম সময়েই তো সুনন্দা স্নানটান সেরে পরিপাটি হয়ে বসতেন কবিতার আসনে।

তিনি কবি সুনন্দা চক্রবর্তী। আশি-নব্বইয়ের দশক থেকে শূন্য দশকের প্রথম পর্বে শিলিগুড়ির কাব্য-সমাজের এক ভিন্ন স্বর, বলিষ্ঠ উচ্চারণ সুনন্দা। জন্ম ১৯৩৭, ময়মনসিংহে। তবে এই উত্তরের ভূমিতে তাঁর বিচরণ শৈশব থেকেই। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ডুয়ার্সের তাসাটি চা বাগানের স্বনামধন্য ডাক্তার বিভূতিভূষণ মৈত্রের বড় মেয়ে সুনন্দা। পেশায় শিক্ষক সুনন্দার গার্হস্থ্য যাপন অসমের দুলিয়াজানে।

তাঁর প্রয়াণের খবরে মনে পড়ল ২০০৩ সালের কথা। এই শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার এক কবিতার আসরের কথা। সেই সময় কবি-লেখক ও সংস্কৃতি জগতের খুব কাছের মানুষ ছিলেন হরেন ঘোষ। তিনি আয়োজন করেছিলেন সেই কবিতার আসর। পিতৃতুল্য মানুষটির আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে শুনি সুনন্দার বলিষ্ঠ উচ্চারণ। সেই অমোঘ পংক্তি, 'আমার একটি ফলসা গাছ চাই'।

ওই স্বর, ওই উচ্চারণ আর ওই ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আসর শেষে আলাপ হল, বন্ধুত্ব হল। প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবারে হকার্স কর্নারের গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ঘরে কবিতার আসরে দেখা হত সুনন্দার সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই, আমরা সকলে অপেক্ষা করে থাকতাম, এই কবি কী পড়বেন, তার জন্য।

কী অসাধারণ উচ্চারণে প্রতিটি শব্দ ছড়িয়ে দিতেন কাব্যমহলে! কবিতায় নিমগ্ন, কবিতার কাছে সমর্পিত এই মানুষটি কি একটু উদাসীন ছিলেন। গুছিয়ে নিতে শেখেননি হয়তো। তখন তাঁর মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থ 'প্রযত্নে সময়' এবং 'রূপ রূপান্তর'।

পরে অনবদ্য একটি কবিতার বই হয়, 'আড় থেকে বলো'। এই বই প্রকাশের দিন আমরা অনেকে ছিলাম। স্বকণ্ঠে পাঠ করেছিলেন,'আড় থেকে বলো/দিগন্ত-বিস্তার থেকে বলো/নাবাল পাটের ক্ষেত/পা পেতে বসে আছে...'।

প্রিয়জন হারানোর শোক তাঁর ভেতরের সত্তাকে ধীরে ধীরে খেয়েছে। কিন্তু কবিতার কাছেই সমর্পিত ছিলেন তিনি। সুনন্দার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, নার্সারি যেন। গাছপালা ছড়িয়ে গিয়েছে একটু ভেতরে। পাশে একটি বাঁশ ঝাড়। একটু নিরালা, সকলের মাঝে থেকেও একটু একা একা বাড়ির ভেতরে থাকতেন এক রাজেন্দ্রাণী।

কাব্যিক মেজাজ তেমনটাই ছিল। আর ছিল একপাল কুকুর ও বিড়াল। সকলেই বন্ধু। তাঁর কবিতার লাইন যেন এসব নির্দিষ্ট করে দেয়। 'কবিতায় সিক্ত বাঁশ ঝাড়/সন্ধ্যা নামে জোনাকি মালায়/যখন অন্ধকার ঝিঁঝি গাঢ় বেণুবন।'

শেষের দিকে সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আরও একাকিত্বের দিকে তাঁর যাত্রা। মা আর মেয়ে। মেয়ে এবং মা।

বাংলা ছেড়ে দিন, উত্তরবঙ্গে তেমনভাবে সম্মাননা পেলেন কই! তাঁর কবিতার মতো কবিতা আর পাই না। তবু কবিকে সংবর্ধনা দিয়ে বা পুরস্কারে মুড়ে বেঁধে রাখা যায় না। কবি চলেন আপন খেয়ালে। সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'বাংলা কবিতা উৎসব' প্রাঙ্গণে, কখনও শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পারিবারিক ঘেরাটোপে, হিলকার্ট রোডে। মানুষ একা আসে, একাই ফিরে যায়। মনে পড়ে স্মৃতিমাখা কিছু লাইন।

'পথ দুরূহ/নেই প্রত্যুগমন;/ তবু আসছো তো,/ যে ভাবে জন্ম আসে/ আসে মৃত্যু অবধারিত।'

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৩

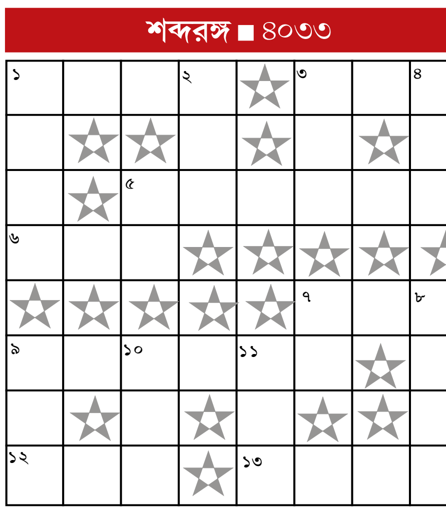

পাশাপাশি : ১। হাঁসজাতীয় এক ধরনের পাখি, চখা, কোক ৩। সূর্য, রবি ৫। কেবল কথা বলতে দক্ষ এমন, বাক্যবাগীশ ৬। মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সখ্য ৭। সর্বদা ৯। সঙ্গ, একত্র অবস্থান, সাহচর্য ১২। অন্ধকার, অন্ধত্ব, ছানিপড়া ১৩। অতি মাননীয়, অতি সম্ভ্রান্ত।
উপর-নীচ : ১। চাকার পরিধি, চাকার প্রান্তভাগ, বেড় ২। কখনও, কোনও সময়ে, কদাচিৎ ৩। এয়োস্ত্রী, আয়ুষ্মতী ৪। খোঁজ, অনুসন্ধান, তদন্ত ৫। পুজোর জন্য বধযোগ্য পশু, উৎসর্গ ৭। পরাজয়, মালাবিশেষ ৮। মেয়েদের পরবার বিশেষ ধরনের পাজামা ৯। সন্তান, পুত্র বা কন্যা ১০। অন্তর, অন্দর, মধ্য ১১। দাঙ্গা, মারামারি, গোলমাল।

সমাধান ■ ৪০৩২

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৪। গোময় ৫। কাবা ৭। বখিল ৮। কর্তাবাবা ৯। কাব্যরস ১১। দমকা ১৩। ইন্দু ১৪। সিকিম ১৫। নন্দন।
উপর-নীচ : ১। বৈভব ২। খগোল ৩। জয়ঢাক ৬। বাহবা ৯। কানাই ১০। সরসিজ ১১। দমন ১২। কাঞ্চন।

বিন্দুবিসর্গ

দুই মহকুমা

রাজ্যে নতুন দুই মহকুমার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোসাবা ও পাথরপ্রতিমাকে নতুন মহকুমা হিসাবে ঘোষণা। সন্দেশখালি-হিঙ্গলগঞ্জের মানুষের জন্যও একটি মহকুমা হবে।

ঠান্ডা উধাও

দু'দিন হাড়কাঁপানো ঠান্ডার পরই ফের শীতের আমেজ চলে গেল। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একধাক্কায় ২ ডিগ্রি বেড়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তিনদিন ২-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়বে।

মেট্রোয় ঝাঁপ

চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। এর জেরে সপ্তাহের প্রথম দিনই প্রায় দু'ঘণ্টা মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়। যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়।

তৃণমূলের বাধা

রেলের জমি থেকে জবরদখল উচ্ছেদে গিয়ে বাধা পেল আরপিএফ। আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী মিশ্রের নেতৃত্ব তৃণমূল বাধা দেয় বলে অভিযোগ।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃতের জঙ্গি যোগ

এসটিএফ হেপাজতে তারিকুল

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্য থেকে আনসারউল্লা বাংলা টিম বা এবিটি জঙ্গি সন্দেহে ধৃত কয়েকজনকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছে অসম এসটিএফ। পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফও ঘটনার তদন্তে নেমে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত তারিকুল ইসলাম ওরফে সুমনের যোগ পেয়েছে। সোমবার অসম এসটিএফের একটি দল বহরমপুর সংশোধনাগারে এসে তারিকুলকে জেরা করে। এদিনই বহরমপুর আদালতে তারিকুলকে হেপাজতে চেয়ে আবেদন করে রাজ্যের এসটিএফ। বিচারক তাকে সাতদিনের জন্য রাজ্যের এসটিএফের হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জেলে বসেই এই রাজ্যে বড় ধরনের নাশকতার ছক কষেছিল তারিকুল।

ধৃত জঙ্গিদের সঙ্গে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃতদের আর কার কার যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা।

এবিটির বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে অসম এসটিএফ। ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তারিকুলই জেল থেকে এবিটির বর্তমানে ধৃতদের বিভিন্ন নির্দেশ ও পরামর্শ দিত। ধৃত এবিটি জঙ্গি আব্বাস আলির সঙ্গেও তার একাধিকবার কথা হয়েছে। বাংলায় বড় ধরনের নাশকতার ছক কষতে পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলে জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি এবং এবিটির কয়েকজন জঙ্গি বন্দি রয়েছে। তারিকুলের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ থেকে ধৃত এবিটি সদস্য মিনারুল শেখ ও আব্বাস আলির যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, জেলে বসেই সংগঠন বাড়ানোর কাজে তারা ছিল। সেই কারণেই তারিকুলকে জেরা করে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে চান তদন্তকারীরা।

সোমবার তারিকুলকে নিজেদের হেপাজতে নিতে বহরমপুর আদালতে হাজির হয়েছিল অসম এসটিএফের একটি টিম। কিন্তু আদালতের নির্দেশে তাঁদেরকে আপাতত খালি হাতেই ফিরে যেতে হল। আগামী সাতদিন রাজ্য এসটিএফের জেরার মুখোমুখি হতে হবে তারিকুলকে। এরপর তাঁকে ফের আদালতে তোলা হবে। সেসময় সম্ভবত নতুন করে আবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে নিজেদের হেপাজতে পেতে পারে অসম এসটিএফ। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ যদি নতুন কোনও তথ্য তাঁর মুখ থেকে বের করতে পারে, তাহলে তারিকুলকে হেপাজতে পেতে দেরি হতে পারে।

নাশকতার ছক

- এবিটির বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে অসম এসটিএফ
- তারিকুলই জেল থেকে এবিটির বর্তমানে ধৃতদের বিভিন্ন নির্দেশ ও পরামর্শ দিত
- ধৃত এবিটি জঙ্গি আব্বাস আলির সঙ্গেও তার একাধিকবার কথা হয়েছে
- বাংলায় বড় ধরনের নাশকতার ছক কষতে পরিকল্পনা করা হচ্ছিল

সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদের তথ্য তলব নবান্নের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : রাজ্যের কোন দপ্তরে কত সংখ্যক কর্মী কর্মরত রয়েছেন, তা নিয়ে সব দপ্তরের কাছে তথ্য চাইল কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই এই দপ্তরটি রয়েছে। সোমবারই ওই দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, সচিবালয়গুলিতে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সেকশন অফিসার পদে মোট অনুমোদিত পদ কত ও সেখানে কতজন কর্মী রয়েছেন। সেই সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। হঠাৎ এই এমন তথ্য কেন চাওয়া হল, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য প্রশাসনে নতুন কিছু নিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণেই এই সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলকে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হবে। দুর্নীতি, আরজি কর ইস্যু সহ একাধিক বিষয়ে রাজ্য সরকার কিছুটা হলেও কোণঠাসা। তার ওপর বেকারত্ব নিয়ে যুব সমাজের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার বছরে এক কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারাও তা পূরণ করতে পারেনি। সেই কারণে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আসনসংখ্যা অনেকখানি কমে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে বিজেপি কেন্দ্রের সরকারে থাকলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের নেই। তাই চতুর্থবার রাজ্যের ক্ষমতা দখলের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই কথা মাথায় রেখেছেন। একদিকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও নতুন নিয়োগ করতে পারে। বিভিন্ন দপ্তরে প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে। তার অর্ধেকও পূরণ করা সম্ভব হলে অনেকের চাকরির সুযোগ আসবে। যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খানিকটা স্বস্তি দেবে।

একইসঙ্গে বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়েও রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে সরব হয়েছে। তাদের শূন্যপদে নিয়োগের দাবিও রয়েছে। বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে। চলতি মাসেই তার শুনানি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কিছুদিনের মধ্যেই শূন্যপদে নিয়োগ করে চমক দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাতে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলি ও বিরোধীদের যাবতীয় অস্ত্র ভোঁতা করে দেওয়া যাবে। সেই কারণেই এই তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারণত গ্রুপ ডি কর্মী স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এছাড়া গ্রুপ সি-তে নিয়োগ ক্লার্কশিপ পরীক্ষার মাধ্যমে হয়। শূন্যপদে নিয়োগ করা হলে যাঁদের পদোন্নতি বকেয়া রয়েছে, সেই পদোন্নতিও ত্বরান্বিত হবে।

গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ময়দানের অস্থায়ী লঙ্গরখানায় রুটি তৈরিতে ব্যস্ত পঞ্জাবি মহিলারা। সোমবার। -আবির চৌধুরী

গঙ্গাসাগরে মেলা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

গঙ্গাসাগর কেন জাতীয় মেলা নয়, প্রশ্ন মমতার

গঙ্গাসাগর, ৬ জানুয়ারি : গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে সোচ্চার হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার গঙ্গাসাগরে এসে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে এই দাবি তোলেন তিনি। একইসঙ্গে আশ্রম এলাকার উন্নতির জন্য আশ্রমের আয়ের ২৫ শতাংশ খরচ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে আশ্রমের প্রধান মোহন্ত জ্ঞানদাস রাজি হয়েছেন বলেও ঘোষণা করেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে রীতিমতো তোপ দাগেন। বলেন, 'কুম্ভমেলার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়। অথচ গঙ্গাসাগর মেলার জন্য কিছু বরাদ্দ করা হয় না। এই মেলার উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছি। গঙ্গাসাগরে আসা খুবই কষ্টসাধ্য। কুম্ভে সোজা ট্রেনে করে যাওয়া যায়। এখানে আসতে গেলে বাসে আসার পর জলপথ পার হতে হয়।'

কলকাতা থেকে সড়কপথে সোজাসুজি গঙ্গাসাগরে আসার জন্য মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর ৪-৫ কিলোমিটার দীর্ঘ 'গঙ্গাসাগর সেতু' করা হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এজন্য দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এমনকি প্রকল্পের ডিপিআর ও টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। ফলে তীর্থযাত্রীদের সুবিধা হবে। ওই সময় মমতা জানান, মূল মেলার সময় অর্থাৎ ৯ থেকে ১৭ জানুয়ারির মধ্যে গঙ্গাসাগরে আসা তীর্থযাত্রীদের কেউ মারা গেলে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে তাঁর পরিবার।

এদিন ভারত সেবাশ্রমে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণার দাবি জানান। এখানকার ছেলেমেয়েদের মেধার প্রশংসা করে মমতা বলেন, 'অনেকেই ট্রিপল এমএ পাশ আছে।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী আসেন কপিলমুনির আশ্রমে। তিনি আসতেই উৎসাহী জনগণ 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন। তাতে তাঁকে বেশ খানিকটা বিব্রত দেখায়। একসময় হাত তুলে ইশারায় স্লোগান দিতে বারণ করতেও দেখা যায়। আশ্রমে ঢুকে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি আশ্রমের প্রধান মোহন্ত জ্ঞানদাসের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। ফিরে যাওয়ার সময় মমতা বলেন, গঙ্গাসাগরমেলা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয়। তাতে আশ্রম কর্তৃপক্ষের প্রচুর আয় হয়। কিন্তু সেই টাকা পাঠানো হয় উত্তরপ্রদেশে আশ্রমের মূল অফিসে। আয়ের ২৫ শতাংশ টাকা আশ্রম সংলগ্ন এলাকার উন্নতির জন্য খরচ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আশ্রমের সোজাসুজি রাস্তা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া সাগর ক্রমশ পাড়ের দিকে চলে আসছে। রাজ্য সরকার রাস্তা ঠিক করে দিচ্ছে। এরপর থেকে মন্দিরকে বাঁচাতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন মমতা। প্রধান মোহন্ত তাতে রাজি হয়েছেন বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রাথমিকে নিয়োগে দুর্নীতি মামলা

পার্থ, কালীঘাটের কাকু সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু, মানিক ভট্টাচার্য সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে সোমবার ব্যাংকশাল আদালতে চার্জ গঠন হল। এদিন 'কালীঘাটের কাকু'র বিরুদ্ধে প্রথম চার্জ গঠন হয়। ভার্চুয়ালি তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক বলেন, 'এই মামলায় মোট ৫৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই চার্জ গঠনের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সেই কারণেই প্রথম সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের ৪ নম্বর ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে।' বিচারক সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কাছে প্রশ্ন করেন, তিনি দোষী না নির্দোষ? কালীঘাটের কাকু তার উত্তরে জানিয়ে দেন, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।' এরপরই বিচারক বলেন, 'কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যে তথ্যপ্রমাণ আদালতে জমা করেছে তা থেকে পরিষ্কার, এই মামলায় দুর্নীতি হয়েছে।' কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কেও তাঁর কাছে জানতে চান বিচারক। এরপরই নিয়মিত তাঁর শারীরিক রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিচারকের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। মানিক ভট্টাচার্যের কাছেও বিচারক একইভাবে জানতে চান, তিনি নির্দোষ কি না। কিন্তু তিনি সঠিক জবাব না দিয়ে নিজের সপক্ষে সওয়াল শুরু করেন। তখন বিচারক তাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'চুপ করে বসুন। নাহলে এজলাস থেকে বের করে দেব।' এরপর মানিক ভট্টাচার্য বিচারককে বলেন, তিনি নির্দোষ।

পার্থকে বিচারক বলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, মেসার্স আনন্দ লিমিটেড কোম্পানি থেকে ২৭.৯০ কোটি নগদ টাকা এবং কোটি কোটি টাকার গয়না উদ্ধার হয়েছে। ওই একই কোম্পানি থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেআইনি আর্থিক লেনদেন হয়েছে। এনভেলাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে। ৫ লক্ষ টাকার এনভেলাপ উদ্ধার হয়েছে, যা আপনার। আপনি ১৫ কোটি টাকা দিয়েছিলেন শ্রীমতী বাবলি চট্টোপাধ্যায়কে স্কুল তৈরির জন্য। কল্যাণময় ভট্টাচার্যকে প্রচুর পরিমাণে টাকা দিয়েছিলেন। আপনি নকল ডিরেক্টর তৈরি করেছিলেন। মেসার্স ইচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক তছরুপ করার জন্য। রাজীব দে আপনার ফার্ম ব্যবহার করেছে আপনার নির্দেশে। আপনি আপনার জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যকেও ডিরেক্টর করেছেন। পিএমএলএ অ্যাক্টে আপনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। আপনি দোষী না নির্দোষ?' উত্তরে পার্থ বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেটা আমি আপনার আদালতেই প্রমাণ করব।'

গত সোমবারই ব্যাংকশাল আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের। কিন্তু সেদিন অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরে আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি ভর্তি হন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা এখনও ভালো নয়। তাই এদিন তাঁকে ভার্চুয়ালি আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তবে হৃদরোগজনিত কোনও অসুস্থতার লক্ষণ তাঁর নেই। এই মুহূর্তে তিনি বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

এইচএমপিভি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : এবার কলকাতাতেও হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস বা এইচএমপিভির হদিস মিলল। গত বছরের নভেম্বরেই বাবা-মায়ের সঙ্গে মুম্বই থেকে কলকাতায় এসেছিল দু'মাসের এক শিশু। কলকাতায় পৌঁছোনোর পর থেকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে কলকাতার বাইপাস লাগোয়া এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন ভর্তি থাকার পর সুস্থ হয়ে যাওয়ায় ওই শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

শিশুটির স্থায়ী ঠিকানা যাদবপুরে হলেও কর্মসূত্রে তার বাবা-মা মুম্বইয়ে রয়েছেন। তাঁরা দুজনেই গবেষণার কাজে যুক্ত। এরপর তাঁরা মুম্বই ফিরে যান। গত সপ্তাহেই শিশুটিকে চেক-আপের জন্য কলকাতায় ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আপাতত শিশুটি ভালো আছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ওই শিশুও এইচএমপিভিতে আক্রান্ত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেছেন, 'আপাতত উদ্বেগের কিছু নেই। আমরা পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছি।'

এই ভাইরাস নিয়ে আপাতত আতঙ্কের কিছু নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও। তারাও এখনই কোনও অ্যাডভাইজারি দেয়নি। বলেনি কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও। কিন্তু ভারতে এই ভাইরাসে আক্রান্তের সন্ধান পাওয়ার পরই সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।

এ ব্যাপারে নজরদারি চালাতে প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে এই জাতীয় কোনও উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক যেহেতু এখনও অবধি কোনও অ্যাডভাইজারি দেয়নি, তাই রাজ্যও এখনই অ্যাডভাইজারি জারি করছে না। তবে স্বাস্থ্য ভবন দুটি বিষয়ের উপরে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। প্রথমত, এইচএমপিভি আক্রান্তের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে কি না, দ্বিতীয়ত এই আক্রান্তের উপসর্গ, অসুস্থতার মধ্যে গত দু-বছরের তুলনায় কোনও নতুন অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে কি না। স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা বলেন, 'চিনে এইচএমপিভির প্রকোপের মূলে কোন স্ট্রেন দায়ী, তা নিয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে, আক্রান্তের নমুনা সংগ্রহ করে স্ট্রেন পরীক্ষা করা হলেও সেটি চিন থেকেই আমদানি হয়েছে কি না, তা এখনই বোঝার কোনও উপায় নেই। তাই, আপাতত নজরদারি ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।'

রাজ্যে ফের ওড়িশার বাঘ, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

গঙ্গাসাগর, ৬ জানুয়ারি : বাঘ নিয়ে প্রতিবেশী ওড়িশাকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে ওড়িশা থেকে এরাজ্যে আসা বাঘ ধরতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় বন দপ্তরকে। কিন্তু বাঘ ধরার পর, ফিরিয়ে নিতে ওড়িশা সরকার প্রবল তাড়া দেয় বলে অভিযোগ মমতার। সোমবার গঙ্গাসাগরে এসে এই বিষয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমরা কষ্ট করে বাঘ ধরলাম। ওরা নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ছাড়ল। শুনেছি ফের ওই রাজ্য থেকে একটা বাঘ এরাজ্যে এসেছে। আমরা বলে দেব নিজেরা এসে ধরে নিয়ে যাও। আর যদি না পারে তাহলে বলব, আমাদের দিয়ে দাও।'

ধান কেনায় বিশাল আর্থিক বোঝা রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : কৃষকদের কাছে ধান কিনতে গিয়ে প্রবল আর্থিক চাপের মুখে রাজ্য সরকার। এর মধ্যেই শিবির করে ধান কেনা চালু রাখতে রাজ্যের কোষাগার থেকে ৬ থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। এবছর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে কিনতে হলে আরও ১৪ থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা কোষাগার থেকে বের করতে হবে সরকারকে। অথচ এই টাকার অঙ্কের প্রায় ৬০ শতাংশ কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের পাওনা হিসাবে বরাদ্দ। কেন্দ্র সহযোগিতা করলে রাজ্য সরকারের বিশাল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হত। এখানেও রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা চলছে। গতবার থেকেই কেন্দ্রের এই টাকা মিলছে না। বারবার দিল্লিতে চিঠি লিখেও লাভ হয়নি। সোমবার রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, 'ধান কিনেও কেন্দ্রের জন্য সেই টাকা আমরা পাচ্ছি না। দু'ভাবে রাজ্য কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে থাকে। সেন্ট্রাল পুল ও স্টেট পুল। সেন্ট্রাল পুলে ধান কিনতে কৃষকদের জন্য যে টাকা খরচ হয়, তার পুরোটাই দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। এই খাতে গত বছরের কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা ১১ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা। সেই টাকা দিল্লি এখনও দেয়নি। তা সত্ত্বেও এবার ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনছি। এপর্যন্ত প্রায় ৩২ লক্ষ মেট্রিক টন ধান রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কিনেছে। লাগাতার জারি আছে সরকারের এই ধান কেনার প্রক্রিয়া।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে খাদ্য দপ্তর এবার বিশেষ নজর দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনছে। কেনার ব্যাপারে কোনও খামতি রাখা চলবে না বলে সদ্য কড়া ফতোয়া জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতেই চাপ বাড়ছে রাজ্য সরকারের। সেন্ট্রাল পুলে ধান কেনার টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। প্রথমে রাজ্য সরকার কিনলেও সেই পরিমাণ অর্থ রাজ্যকে পরে দেওয়ার কথা দিল্লির। সেটা দিল্লি দিচ্ছে না। অগত্যা কৃষকদের স্বার্থে ধান কেনা চালু রাখতে রাজ্য সরকারকেই টাকা দিয়ে যেতে হচ্ছে। এপর্যন্ত রাজ্য সরকার প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা খাদ্য দপ্তরকে দিয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা চালু রাখতে খুব দ্রুত ৬ থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা দিতে হবে বলে এদিন খাদ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের টাকা পাচ্ছি না, পর্যায়ক্রমে রাজ্যকে ওই টাকা খরচ করে ধান কিনতে হচ্ছে কৃষকদের কাছ থেকে। এটা আমরা বন্ধ করতে পারি না। রাজ্যে কৃষকদের 'অভাবী বিক্রি' বন্ধ করতে এটা আমরা চালিয়ে যাব। শত আর্থিক চাপ থাকলেও কৃষকদের স্বার্থে ধান কেনা চলবেই বলে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। নজরও রাখছেন।'

নবান্ন সূত্রে খবর, অর্থ সংকটে ভুগছে অর্থ দপ্তর। রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু রাখতে হিমসিম অবস্থা সরকারের। তার ওপর ধান কেনা নিয়ে কেন্দ্রের মনোভাবের জন্য দফায় দফায় বাড়তি আর্থিক বোঝা বইতে হচ্ছে রাজ্যকে।

নদিয়ায় ধানের চারা রোপণে কিষানিরা। সোমবার। -পিটিআই

শহরে বাস চলাচল আগের থেকে বাড়ল

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেই প্রশাসনিক বৈঠকে গণ পরিবহণ পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার রাস্তায় বাস কমে যাওয়ায় যাত্রীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছিল বলে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর তোপের মুখে পড়েছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও। এরপরই বিভিন্ন বাস ডিপো পরিদর্শন করেন পরিবহণমন্ত্রী।

সোমবার থেকেই শহরের রাস্তায় তুলনামূলক কিছু বাস বাড়ল। কিন্তু অনেক সরকারি বাস গঙ্গাসাগর চলে যাওয়ায় এখনই সম্পূর্ণ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন। তবে ১৭ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানো সম্ভব হবে বলে দাবি করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, এতদিন ৫৫০টি বাস দিয়ে কলকাতা শহর ও শহরতলিতে ৩,৩০০টি ট্রিপ চালানো হত। সোমবার থেকে কিছু বাস বাড়িয়ে ৪,১৯৮টি ট্রিপ করা হয়েছে। নিউটাউন থেকে কলকাতামুখী বাসের ১০৮টি ট্রিপ ছিল। এখন থেকে তা ১৫৬টি করা হয়েছে। এছাড়াও রাসবিহারী, গড়িয়াহাট, কালীঘাট, আলিপুর, এক্সাইড থেকেও বাসের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

এদিন সকালে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল আমতলা ডিপো, জোকা, ঠাকুরপুকুর ও শীলপাড়া ডিপোয় যান। যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন। অফিস টাইমে ও সন্ধ্যার পর রাস্তায় সরকারি বাসের দেখা মেলে না বলে যাত্রীরা তাঁর কাছে অভিযোগ জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে হঠাৎই চোখে জল অতিশীর। নয়াদিল্লি।

পদ্মের কটাক্ষে অতিশীর কান্না

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : রবিবার বিজেপি নিতে রমেশ বিধুরি এক সমাবেশে বলেন, 'ভোটে জিতলে প্রিয়াংকা গান্ধির গালের মতো রাস্তা বানাব।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিজেপি নেতা বলেন, 'অতিশী নিজের বাবাকে বদলে ফেলেছেন। তিনি মারলেনা থেকে সিং হয়ে গিয়েছেন।' তাঁর এই মন্তব্যে সমালোচনা শুরু হয়। পরে এমন মন্তব্যে দুঃখপ্রকাশ করেন বিজেপি নেতা। সোমবার সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে কেঁদে ভাসালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মারলেনা।

রমেশ বিধুরির বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'রমেশ বিধুরি আমার ৮০ বছরের বাবাকে গালিগালাজ করছেন। নির্বাচনের জন্য কি এত নোংরা রাজনীতি করবেন? আমি কখনও ভাবিনি যে এই দেশের রাজনীতি এতটা নীচে নেমে যেতে পারে।'

ক্ষোভপ্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অপমানের রাজনীতি কি দেশের গণতন্ত্রকে কলুষিত করছে না? আমার বাবা সারাজীবন শিক্ষক ছিলেন। তিনি হাজারো গরিব শিশুকে শিক্ষার আলো দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৮০ বছর এবং শারীরিকভাবে এতটাই অসুস্থ যে সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না। অথচ রমেশ বিধুরি এমন নীচু পর্যায়ে নেমে গিয়েছেন যে, একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে গালিগালাজ করে ভোট চাইছেন।'

উদ্বেগ বিএনপিতে • পাসপোর্টে পুলিশ ভেরিফিকেশন তুলে দেওয়ার ভাবনা

ভোট দেওয়ার বয়স ১৭ করার প্রস্তাব

ঢাকা, ৬ জানুয়ারি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যের রেশ ধরে 'বিবর্তন'-এর পথে নতুন বাংলাদেশ। নির্বাচনের সময় নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রাখলেও ভোট দেওয়ার বয়সসীমা কমিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। দিনকয়েক আগেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়া গণ আন্দোলনের 'রূপকার' ছাত্রনেতারা নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির কথা জানিয়েছেন। সেই উদ্যোগের সমান্তরালে ইউনূসের ভোট দেওয়ার বয়স কমানোর বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জামাত নেতারা ইউনূসের প্রস্তাব সমর্থন করলেও বিএনপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির বড় অংশ সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে সামনে রেখে ছাত্রনেতাদের একাংশ আসনওয়াড়ি ভোট সমীকরণ বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে ঘরোয়া আলোচনায় জানিয়েছেন বিএনপি ও আওয়ামি লিগের বেশ কয়েকজন নেতা। তাঁদের বক্তব্য, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে কার্যত উবে গিয়েছে ছাত্র লিগ। অন্তর্বর্তী সরকার নিষিদ্ধ করার পর তাদের প্রকাশ্য কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। সেই সুযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে একচেটিয়া দাপট দেখাচ্ছে জামাতের শাখা সংগঠন ছাত্র শিবির এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলি।

গত ৫ মাসে পড়ুয়াদের মধ্যে মৌলবাদীদের প্রভাব অনেকটাই বেড়েছে। বিএনপির ছাত্র সংগঠনকে কোণঠাসা করতে হাত মিলিয়েছেন শিবির ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতারা। জাতীয় নির্বাচনেও ছাত্রদের নতুন দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জামাত বাংলাদেশে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে বলে বিএনপি নেতৃত্বের আশঙ্কা। পরবর্তী নির্বাচনে ছাত্র ভোটারের অনুপাত বাড়াতেই ভোটদানের বয়স কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। যদিও এখনই এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাইছেন না খালেদা জিয়ার দলের নেতারা। ২৭ ডিসেম্বর ইউনূস বলেছিলেন, 'তরুণরা সংখ্যায় বেশি। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা আগ্রহী। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মতামত নেওয়ার জন্য আমি মনে করি ভোটার হওয়ার বয়স ১৭ বছর নির্ধারিত হওয়া উচিত।'

প্রধান উপদেষ্টার মন্তব্যের বিরোধিতা করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ইসলাম আলমগির বলেন,

অস্থির বাংলাদেশ

'প্রধান উপদেষ্টার এমন পরামর্শ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভোটার হওয়ার বয়স ১৭ না ১৮ হবে সেটা ঠিক করবে নির্বাচন কমিশন।' ভোটদানের বয়স কমানোর প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তাঁদের মতে, এর জেরে নানা আইনি জটিলতা তৈরি হবে। এখন ১৮ বছরের কম বয়সিদের নাবালক হিসাবে গণ্য করা হয়। তারা অপরাধ করেও লঘু সাজা পায়। তাহলে ১৭ বছর বয়সে ভোট দিয়েও কি তারা নাবালিক হিসাবেই গণ্য হবে?

এদিকে ইউনূসের মন্তব্যের পরেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, '২০ জানুয়ারি থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার কথা। তার আগেই যদি আইন পরিবর্তন হয় তাহলে নিধারিত সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে। না হলে কয়েকদিন দেরি হতে পারে।'

এদিকে ভারতের নানা অংশ থেকে একের পর এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর গ্রেপ্তারির মধ্যেই বাংলাদেশে পাসপোর্ট অনুমোদনের ক্ষেত্রে 'পুলিশ ভেরিফিকেশন' তুলে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'পুলিশ ভেরিফিকেশন থাকছে কি থাকছে না, এই ব্যাপারে আমি এখনই বলতে পারব না। যদি দেখা যায়, শুধু আমাদের পরিচয়পত্র দিয়ে সম্ভব হচ্ছে, তাহলে আমরা পুলিশ ভেরিফিকেশন উঠিয়ে দেব।'

জামিনের শর্তে না, জেলেই পিকে

পাটনা, ৬ জানুয়ারি : আদালত জামিন দিয়েছিল। কিন্তু ধৃত প্রশান্ত কিশোর (পিকে) জামিনের বন্ডে সই করতে অস্বীকার করায় সোমবার বিকেলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাটনার জেলে।

বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (বিপিএসসি) পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তা বাতিলের দাবিতে পাটনায় গান্ধি ময়দানে 'আমরণ' অনশনে বসেছিলেন প্রাক্তন ভোটকুশলী তথা জন সুরজ পার্টির নেতা পিকে। তাঁকে সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তারের পরে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পাটনা এইমস হাসপাতালে।

বেলা ১২টার পর পাটনা দেওয়ানি আদালতে পিকে-কে তোলা হলে বিচারক তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বেঁকে বসেন স্বয়ং পিকে। তিনি জামিনে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় বন্ডে সই করতে অস্বীকার করায় তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। পাটনা পুলিশ জানিয়েছে, অশান্তি বাধানোর অভিযোগে এফআইআর দায়ের হওয়ায় পিকে-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে পিকে শিবিরের দাবি, মিথ্যা অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। তাই জামিনের বন্ডে সই করতে তিনি অস্বীকার করেছেন।

পিকের আন্দোলন ও অনশনকে স্রেফ নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন জেডিইউ মুখপাত্র নীরজ কুমার। তাঁর অভিযোগ, 'ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছেন কিশোর।' পিকে অবশ্য বলেছেন, 'আমাদের লড়াই চলবে। আমরা আমাদের দাবিতে অনড় থাকব।'

বিপিএসসি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছে পশ্চিমবঙ্গের পড়শি রাজ্যটিতে। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ আন্দোলনে নেমেছেন। সেই আন্দোলনে প্রথম থেকেই রয়েছেন পিকে। যদিও প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ এই আন্দোলনে রাজনীতির প্রবেশ চাননি।

দুই সন্তানকে বিষ দিয়ে মেরে আত্মঘাতী দম্পতি

বেঙ্গালুরু, ৬ জানুয়ারি : বেঙ্গালুরুর এক পল্লি থেকে সোমবার উদ্ধার হল এক পরিবারের চারজনের দেহ। দুই শিশু সন্তানকে বিষ খাইয়ে মেরে আত্মঘাতী হয়েছেন দম্পতি, এমনই অনুমান পুলিশের।

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের বাসিন্দা অনুপ কুমার (৩৮), তাঁর স্ত্রী রাখি (৩৫) ও তাঁদের দুই শিশু সন্তান, অনুপ্রিয়া (৫) ও প্রিয়াংশ (২)-কে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। একটি বেসরকারি সংস্থায় সফটওয়্যার কনসালট্যান্ট হিসেবে চাকরি করতেন অনুপ।

সোমবার সকালে পরিচারিকা কাজ করতে এসে দেখেন দরজা বন্ধ। বার বার দরজা ধাক্কা দেওয়া এবং ডাকাডাকির পরেও দরজা কেউ না খোলায় তিনি ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে তিনি বিষয়টি জানান পড়শিদের। তাঁরাই খবর দেন স্থানীয় থানায়।

পুলিশ এসে চারটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তাদের অনুমান, প্রথমে দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে খুন করেন দম্পতি। তারপর নিজেরা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন।

পড়শিরা জানিয়েছেন, মেয়ে অনুপ্রিয়া বিশেষভাবে সক্ষম। তাই তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন দম্পতি। হয়তো সেই কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তাঁরা। পরিচারিকা জানিয়েছেন, পুদুচেরি যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন দম্পতি। সপরিবারেই যাওয়ার কথা ছিল। রবিবার সেই মতো ব্যাগও গুছিয়ে নেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা এমন কাজ করবেন কেউ বুঝতে পারেননি বলে জানিয়েছেন।

গোল্ডেন গ্লোব অধরাই পায়েলের

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৬ জানুয়ারি : কান চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রাঁ পি সম্মান পেয়েছিল পরিচালক পায়েল কাপাডিয়ার 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট'। আশা ছিল গোল্ডেন গ্লোবস-এও নন ইংলিশ ছবির বিভাগে সেরার শিরোপা পাবে ভারতীয় ছবিটি। তবে শেষপর্যন্ত 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট'কে টেক্কা দিল জ্যাকওয়াস অডিয়ার্ড পরিচালিত এমিলিয়া পেরেজ। সেরা ছবির পাশাপাশি গোল্ডেন গ্লোবসের সেরা পরিচালক বিভাগেও মনোনীত হয়েছিলেন পায়েল। সেখানে তাঁর লড়াই ছিল কর্বাট, এডওয়ার্ড বার্জার, কোরাইল ফার্গেট, শন বাকের-এর মতো স্বনামধন্য পরিচালকদের সঙ্গে। ওই বিভাগে পুরস্কার জিতে নেন দ্য ব্রুটালিস্টের পরিচালক কর্বাট। এই ছবিতে অভিনয় করে সেরা অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাড্রিয়া ব্রুডি।

এর আগে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বছরের সেরা ছবির যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন তার শীর্ষে ছিল পায়েল কাপাডিয়ার ছবিটি। তবে গোল্ডেন গ্লোবসের ২টি বিভাগে মনোনয়ন পেলেও ছবিটি পুরস্কার না পাওয়ায় কিছুটা হলেও হতাশ ভারতীয় সিনেপ্রেমীরা। এবারের গোল্ডেন গ্লোবসে গভীর হয়েছে ভারতের ছায়া। লাল কার্পেটে দাঁড়িয়ে ভারতীয় প্রথায় 'নমস্তে' করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন হলিউড অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান। মোশন পিকচার্স জোনে 'বেবি গার্ল' সিনেমার সৌজন্যে সেরা অভিনেত্রী বিভাগে মনোনীত হয়েছিলেন নিকোল। তাঁর লড়াই ছিল অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, পামেলা আন্ডারসন, কেট উইনসলেট, ফার্নান্দা টোরেজ, টিলডা সুইটনের সঙ্গে। সবাইকে টেক্কা দিয়ে এই বিভাগের সেরা ফার্নান্দা টোরেজ। ছবির নাম 'আই অ্যাম স্টিল হিয়ার'।

২০২৪-এ গোল্ডেন গ্লোবসে সেরা সহ অভিনেত্রীর সম্মান জিতে নিয়েছেন জোয়ি সালদানা (এমিলি পেরেজ)। সেরা সহ অভিনেতা কিয়েরান কালিকন। 'আ রিয়্যাল পেইন' ছবিতে পার্শ্ব অভিনেতার চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সেরা ছবি (ড্রামা)
দ্য ব্রুটালিস্ট

সেরা ছবি (মিউজিক্যাল, কমেডি)
এমিলি পেরেজ

সেরা পরিচালক
ব্র্যাডি কর্বেট (দ্য ব্রুটালিস্ট)

সেরা অভিনেত্রী (ফিল্ম)
ফার্নান্দা টোরেজ (আই অ্যাম স্টিল হিয়ার)

সেরা অভিনেতা (ফিল্ম)
অ্যাড্রিয়া ব্রুডি, (দ্য ব্রুটালিস্ট)

সেরা অরিজিনাল গান
এল মাল, (এমিলি পেরেজ)

বিটা প্রজন্মের প্রথম শিশু আইজলে

আইজল, ৬ জানুয়ারি : ইংরেজি নববর্ষের প্রথম নবজাতক ফ্রাঙ্কি রেমরুতদিকা জাদেং। নবজাতক তার প্রজন্মের মধ্যেও প্রথম। এই প্রজন্ম জেন বিটা বলে অভিহিত। ২০২৫ সাল থেকে জন্ম নেওয়া শিশুরা বিটা প্রজন্ম হিসেবে সূচিত হবে।

ফ্রাঙ্কি জন্মেছে মিজোরামের আইজল শহরের ডার্টল্যাং-এর সিনড হাসপাতালে। তার ওজন ৩.১২ কিলোগ্রাম। তার জন্মের সময় গোটা বিশ্ব নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মাতোয়ারা ছিল। ফ্রাঙ্কির জন্মসময় ১ জানুয়ারি রাত ১২টা ০১ মিনিট। হাসপাতালের সিস্টার লালছুয়ানওমি জানিয়েছেন, শিশুটি ভালো আছে। আইজলের খাটলা ইস্ট-এর বাসিন্দা ফ্রাঙ্কির মা রামজিরমাউই দেশকে প্রথম বিটা শিশু দিয়ে দারুণ খুশি। ফ্রাঙ্কির বাবা জেডডি রেমরুৎসাঙ্গা। তাঁদের এক কন্যাসন্তানও আছে।

সামাজিক গবেষক ও ভবিষ্যৎ-বক্তা মার্ক ম্যাকক্রিন্ডল ২০২৫ সাল থেকে ২০৩৯ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া শিশুদের সংজ্ঞায়িত করেছেন জেন বিটা শব্দে। এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ২০৩৫ সালের মধ্যে জেন বিটা শিশুরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ হবে। এই প্রজন্মের শিশুদের মা, বাবা অল্প বয়সেই সমাজমাধ্যম ব্যবহারের সুবিধে পাচ্ছেন। তাঁরা প্রযুক্তিসচেতন। বিটা প্রজন্মের শিশুরা এমন এক পৃথিবীতে বড় হবে, যেখানে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে প্রযুক্তি। কাজ হবে প্রযুক্তি দিয়ে। এই প্রজন্মের শিশুদের জীবনে প্রভাব ফেলবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

ম্যাকক্রিন্ডল তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, শুধু নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে তিনি বিটা শব্দটি ব্যবহার করেননি, এই প্রজন্ম বিশ্বকে এক নতুন আকৃতি দেবে। এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিনোদন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে কাজ করবে।

গ্রিক বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় জেনারেশন আলফার (২০১০-২০২৪) পরবর্তী প্রজন্ম জেনারেশন বিটা (২০২৫-৩৯)। আলফার আগের জেনারেশন (১৯৯৬-২০) জেড জেনারেশন, তারও আগের প্রজন্ম মিলেনিয়ামস (১৯৮১-১৯৯৬) নামে পরিচিত।

ভারতের উষ্ণতম বছর ২০২৪, দৌড়ে ২০২৫-ও

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : সেটা ছিল ১৯০১। তারপর ফের ২০২৪। মাঝখানের ১২৩ বছরে কখনও এত গরম বছর দেখেনি ভারত। সম্প্রতি ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) জানিয়েছে, ১৯০১ সালের পর থেকে দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত উষ্ণতম বছর ২০২৪। সদ্য গত হওয়া বছরের শেষ তিন মাস (অক্টোবর-ডিসেম্বর) উষ্ণতা সংক্রান্ত আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। গত ১২৩ বছরে এত উষ্ণ শরৎ ও শীতকালের অভিজ্ঞতা কোনও প্রজন্মের নেই।

আইএমডি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা দীর্ঘমেয়াদি গড় তাপমাত্রা (১৯৯১-২০২০ সময়কাল) থেকে ০.৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এর আগে সবচেয়ে উষ্ণ বছর ছিল ২০১৬, যার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। বার্ষিক গড় তাপমাত্রার হিসাবে ২০১৬ এবং ২০২৪ সালের মধ্যে ০.১১ ডিগ্রির পার্থক্য যথেষ্ট বড় বলে মনে করা হচ্ছে। তার কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এহেন পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক। এটি পৃথিবীর উষ্ণায়নের প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগের প্রধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, '১৯০১ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সাল উষ্ণতম বছর ছিল। যা ২০১৬-র থেকেও বেশি। ওই বছর ভূমিপৃষ্ঠের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ছিল সাধারণ তাপমাত্রার অনুপাতে ০.৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।'

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) জানিয়েছে, ২০২৪ সাল কেবল ভারত নয়, গোটা দুনিয়ার মধ্যেই ছিল উষ্ণতম বছর। এই বছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রথমবারের মতো প্যারিস চুক্তির সীমা প্রাক-শিল্প যুগের (১৮৫০-১৯০০) থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি অতিক্রম করে গিয়েছে। কিন্তু তাঁদের উদ্বেগ এখানেই থামছে না। ২০২৪ সালের লাগামছাড়া গরমের পর এবার ২০২৫ সালের গতিপ্রকৃতি নিয়েও উদ্বিগ্ন সংস্থার আবহবিদরা। তাঁদের ধারণা, গড় তাপমাত্রার নিরিখে এপর্যন্ত সবচেয়ে উষ্ণ বছরগুলির মধ্যে প্রথম তিনে থাকতে পারে ২০২৫। রেকর্ড পরিমাণ বাড়বে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রাও।

এছাড়া ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন এবং ক্লাইমেট সেন্ট্রাল নামক দুই আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, বিগত বছরগুলির তুলনায় ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে ৪১ দিন অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ হয়েছে।

কিন্তু চলতি বছর সম্পর্কে আইএমডি-র পূর্বাভাস কী? তারা বলছে, জানুয়ারিতে ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকতে পারে। তবে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং পূর্ব ভারতের কিছু অংশে স্বাভাবিক বা তার চেয়ে কম তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে জানুয়ারিতে 'স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শীতল দিন ও রাত'-এর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এ বছর প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের আয়োজন হচ্ছে। প্রয়াগরাজে ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাকুম্ভ মেলায় ঠান্ডা আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছেন মহাপাত্র। তিনি বলেন, আরও নির্দিষ্ট পূর্বাভাস কয়েকদিন বাদে দেওয়া হবে।

বৃষ্টি ও ফসলের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব নিয়ে আইএমডি বলেছে, জানুয়ারিতে স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা রবিশস্যের জন্য উপকারী হতে পারে। উত্তর ভারতের সাতটি আবহাওয়া উপবিভাগ (উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, পঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ) এলাকায় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের থেকে বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একনজরে

- ১২৩ বছরে ২০২৪-এর মতো উষ্ণ শরৎ ও শীতকালের অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর নেই
- এর আগে উষ্ণতম বছর ছিল ২০১৬। বার্ষিক গড় তাপমাত্রার হিসাবে ২০১৬ এবং ২০২৪ সালের মধ্যে ০.১১ ডিগ্রির পার্থক্য, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উদ্বেগজনক
- ২০২৪ সাল কেবল ভারত নয়, গোটা দুনিয়ার মধ্যেই ছিল উষ্ণতম বছর
- গড় তাপমাত্রার নিরিখে এপর্যন্ত সবচেয়ে উষ্ণ বছরগুলির মধ্যে প্রথম তিনে থাকতে পারে ২০২৫
- চলতি বছরে রেকর্ড পরিমাণ বাড়বে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রাও

আজব দুনিয়া

উড়ন্ত গাড়ি

সবসময় বাকিদের চেয়ে এককদম এগিয়ে থাকতে চায় চিন। ২০৩০-এর মধ্যে ১ লক্ষ উড়ন্ত গাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শি জিনপিংয়ের দেশ। বিদ্যুৎচালিত এই গাড়িগুলি আগামী দিনে গণ পরিবহণের চালচিত্র বদলে দেবে বলে দাবি চিন সরকারের। উড়ন্ত গাড়ি উৎপাদনের দায়িত্বে রয়েছে অটোফ্লাইট এবং ই-হাং।

সুপারকারের লাইসেন্স

লাইসেন্স থাকলেই সব গাড়ি চালানো যাবে না। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলা সুপারকার চালাতে হলে লাগবে আলাদা লাইসেন্স। সম্প্রতি এমন নিয়ম চালু হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। ল্যাম্বরঘিনি হ্যারিকেন সহ কয়েকটি গাড়িকে সুপারকার গোত্রে রাখা হয়েছে।

মাওবাদী বদলা শহিদ ৯ জওয়ান

রায়পুর, ৬ জানুয়ারি : মাওবাদীরা বদলা নিল শনিবারের যৌথবাহিনীর অভিযানের। সোমবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে আমবেলি গ্রামের কাছে শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণে তারা উড়িয়ে দিল নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়ি। শহিদ হলেন ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) ৮ জওয়ান সহ গাড়িচালক। ছত্তিশগড় পুলিশ মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

বাস্তারের আইজিপি জানিয়েছেন, ডিআরজি দান্তেওয়াড়া, নারায়ণপুর ও বিজাপুরে মাওবাদী অভিযান সেরে ফেরার পথে তাঁদের গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণ এতটা জোরালো ছিল যে, রাস্তার মধ্যে গর্ত তৈরি হয়েছে। গত দু'বছরে নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর মাওবাদীদের এটাই সবচেয়ে বড় হামলা। আমবেলি গ্রামের কাছে বেদ্রে-কুতরু রোডের পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা জায়গায় মাওবাদীরা ল্যান্ডমাইন পেতে রেখেছিল। সেই ফাঁদে পড়েছিল ডিআরজি-র গাড়ি।

ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে হিন্দিতে লিখেছেন, এই শোক ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। নিরাপত্তাকর্মীদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে দেশে মাওবাদের অবসান ঘটবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই ঘটনাটিকে 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক' বলে অভিহিত করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শহিদ পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। নিরাপত্তাকর্মীদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। শোকসন্তপ্ত

মাওবাদীদের রাস্তায় রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে পথ। তদন্তে নেমেছেন আধাসেনা আধিকারিকরা। বিজাপুরে।

পরিবারগুলিকে শক্তি দিতে পার্থনা করছি সর্বশক্তিমানের কাছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন বস্তারে শান্তি ফিরবেই। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও জানিয়েছেন, নিরাপত্তাকর্মীদের আত্মদান বৃথা যাবে না। বিধানসভার অধ্যক্ষ রমন সিংয়ের বক্তব্য, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার হবে।

সূত্রের খবর, মাওবাদীরা এখন বিস্ফোরণ ঘটাতে ফক্সহোল কৌশল ব্যবহার করে। এই কৌশলে তারা গর্ত খুঁড়ে পাথর দিয়ে তা ভরাট করে। বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইলে গর্তে বিস্ফোরক রাখে তার ওপর পাথর চাপা দেয়। মাইন বিরোধী অভিযানে এই সমস্ত গর্ত শনাক্ত করা যায় না।

ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড়ের জঙ্গলে শনিবার নিরাপত্তাবাহিনীর লড়াই হয় মাওবাদীদের। সেই ঘটনায় নিহত ও উদ্ধার হওয়া চার মাওবাদীর পরনে ছিল নিরাপত্তাবাহিনীর পোশাক। গত সপ্তাহে বিজাপুরে পুলিশের চর ঘোষণা করে বিজেপি নেতা কুদিয়াম মাড়োকে খুন করেছিল মাওবাদীরা।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওবাদী দমনে সাফল্য এসেছে বলে প্রায়ই দাবি করে থাকেন। তাঁরা দাবি করলেও মাওবাদীরা তাদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের পালটা আঘাত দিতে ছাড়বে না তারা।

নয়া ভাইরাসে দেশে আক্রান্ত তিন শিশু

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : এবার ভারতে তিন শিশুকে ধরল মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে সোমবার দুই দুধের শিশুর শরীরে এই ত্রাস জাগানো ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এরপর একই দিনে গুজরাটের আহমেদাবাদেও দু'মাসের আরও এক শিশুর শরীরে এইচএমপিভি সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে চিনে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের সঙ্গে বেঙ্গালুরু বা আহমেদাবাদে এইচএমপিভি ভাইরাসের সংক্রমণের কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। তারা এও বলেছে, এইচএমপিভি সংক্রমণ নিয়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বিভিন্ন দেশে জীবাণু সংক্রমণের ওপর নজর রাখছে।

কী করতে হবে

- নিজে থেকে ওষুধ গ্রহণ করবেন না
- হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখুন
- সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখুন
- ভিড় এড়িয়ে চলুন এবং অসুস্থ থাকলে অন্যদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- সতর্ক থাকুন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন

কলকাতাতেও পাঁচমাসের এক শিশুর দেহে এইচএমপিভি সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে সুস্থ হয়ে ওই শিশু ইতিমধ্যে বাড়িও ফিরে গিয়েছে।

সোমবার সকালে বেঙ্গালুরুতে প্রথমে আট মাসের এক শিশুর শরীরে এইচএমপিভি ভাইরাসের হদিস পাওয়া যায়। এরপর তিন মাসের এক শিশুর শরীরেও একই ভাইরাসের সন্ধান মেলে। আহমেদাবাদে আক্রান্ত শিশুটি আপাতত স্থানীয় চাঁদখেরা এলাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি রাজস্থানের দুঙ্গারপুর থেকে আহমেদাবাদে এসেছিল ওই শিশুর পরিবার। সেখানেই সোমবার দুপুরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় শিশুর শরীরে এইচএমপিভি-র সংক্রমণ ধরা পড়ে।

এইচএমপিভি সংক্রমণের খবর ছড়াতেই পাল্লা দিয়ে আতঙ্কও ছড়ায়। তবে দেরি না করে কেন্দ্র জানিয়েছে, চিনে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের সঙ্গে বেঙ্গালুরু কিংবা আহমেদাবাদে এইচএমপিভি ভাইরাস সংক্রমণের কোনও যোগ নেই। তাই অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এইচএমপিভি আক্রান্ত দুই শিশুর অবস্থাও স্থিতিশীল। তাদের মধ্যে তিন মাসের শিশুটিকে ইতিমধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যজনও সেরে ওঠার মুখে।

অন্যদিকে রাজ্যের খাস রাজধানীতে পরপর দু'টি সংক্রমণের খবর প্রকাশ্যে আসতেই কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও সোমবার দুপুরে একটি জরুরি বৈঠক ডাকেন। পাশাপাশি রাজ্যবাসীকে অযথা উদ্বিগ্ন না হওয়ার পরামর্শ দেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব হর্ষ গুপ্তা। স্বাস্থ্য দপ্তর জানায়, ওই দুই শিশুর কাউকেই সম্প্রতি অন্যত্র ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়নি (ভ্রমণের ইতিহাস নেই)। ফলে অন্য কোনও দেশ বা অঞ্চলে গিয়ে ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বাস্থ্যসচিব গুপ্তা জানান, ভাইরাস নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এইচএমপিভি ভারতেও রয়েছে। তবে ভাইরাসটির কোনও রূপান্তর হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিনে ভাইরাসটির যে রূপ ছড়িয়ে পড়েছে, সেটির গঠনের বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য নেই। ফলে এটি চিনা রূপ নাকি স্বাভাবিক এইচএমপিভি ভাইরাসের সংক্রমণ, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। এই ভাইরাস ভারতে অতীতেও দেখা গিয়েছে।

পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন ট্রুডো

অটোয়া, ৬ জানুয়ারি : একদিকে ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে দলের মধ্যে ক্ষোভ, সাঁড়াশি চাপের মুখে কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জাস্টিন ট্রুডো। ইস্তফা দিয়েছেন শাসকদল লিবারেল পার্টির নেতার পদ থেকেও।

শেষ হল কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নয় বছরের রাজত্ব। অটোয়ায় নিজের বাসভবনের বাইরে সোমবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পদত্যাগের ঘোষণা করেন ট্রুডো।

তিনি বলেন, 'আমি আমার দল এবং গভর্নরকে জানিয়ে দিয়েছি যে, দলনেতা এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে চাই। আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দায়িত্ব ছেড়ে দেব।'

ট্রুডো স্বীকার করেন, তিনি লড়াকু হলেও তাঁর নেতৃত্বে দেশের পার্লামেন্ট পুরোপুরি অচল হয়ে গিয়েছে। কানাডার নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের ঘটনায় দলনেতার পদত্যাগের পর শাসক শিবির বিকল্প খুঁজতে নব্বই দিন সময় নিতে পারে।

লিবারেল পার্টির একটি বড় অংশ অনেকদিন থেকেই নতুন কাউকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে। যদিও পদত্যাগ করতে হলে এতদিন বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ককে দায়িত্ব হস্তান্তর করার পরিকল্পনা ছিল ট্রুডোর। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই পরিকল্পনা সফল হল না। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে সরে যেতেই হল তাঁকে।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর

কৌশলী

- প্রধানমন্ত্রী এবং লিবারেল পার্টির নেতার পদ ছাড়লেন
- আরও কিছুদিন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকার পরিচালনা করবেন তিনি
- এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রীকে সরিয়ে সরকারের রাশ হাতে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হল
- পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত

নেওয়া একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ট্রুডোর পতনের জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর বিদেশনীতি, কর সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কয়েক মাসে হওয়া জনমত সমীক্ষাগুলিতে যার ছায়া লক্ষ করা গিয়েছে। জনপ্রিয়তার নিরিখে বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টির নেতা পিয়েরে পোইলিভেরের চেয়ে ২০ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন ট্রুডো। শুধু ভারত নয়, তাঁর আমলে আমেরিকার সঙ্গেও কানাডার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।

ট্রুডো সরকারের প্রশ্রয়ে খালিস্তানপন্থীদের দৌরাত্ম্য যে শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাই নন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের কানাডিয়ানরাও ভালোভাবে নিচ্ছেন না, জনমত সমীক্ষাগুলিতে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ট্রুডোকে চাপে ফেলেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপুল জয়। প্রেসিডেন্ট পদে শপথগ্রহণের আগেই কানাডাকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও কর ইস্যুতে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। আমেরিকার সংস্থাগুলিকে বাড়তি সুবিধা না দিলে কানাডা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে ফ্লোরিডায় গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রুডো। তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। সমাজমাধ্যমে একের পর এক পোস্টে ট্রুডোর সমালোচনা করেন ট্রাম্প। কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে 'গভর্নর' বলে সম্বোধন করেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম প্রদেশে পরিণত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

পর্যবেক্ষকদের মতে, তারপরেও ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া ছিলেন ট্রুডো। কিন্তু পরিস্থিতি ট্রুডোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

সোমবার পবিতোরা অভয়ারণ্যে আপনমনে বিচরণ দুই গন্ডারের।

'প্রয়াগ চলো'-র ডাক পান্নুনের

প্রয়াগরাজ, ৬ জানুয়ারি : সামনের সপ্তাহে শুরু মহাকুম্ভ। এই পরিস্থিতিতেই মহাকুম্ভ বরবাদ করতে খালিস্তানিদের 'প্রয়াগ চলো'-র ডাক দিলেন খালিস্তানি জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, '২০২৫-এ প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ রণক্ষেত্রে পরিণত হবে।'

পাক হানার নিন্দায় দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : পাকিস্তান তার বদভ্যাস বদলায়নি। নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার দায় পড়শি দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া তাদের মজ্জাগত স্বভাব। আফগানিস্তানে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিমান হামলার নিন্দা করে এই মন্তব্য করল নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক।

সোমবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমরা সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দেখেছি, আফগানিস্তানে বিমানহানায় শিশু, মহিলা সহ বহু অমূল্য জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা নাগরিকদের ওপর হামলার নিন্দা করছি। নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার জন্য প্রতিবেশীদের দোষারোপ করা পাকিস্তানের পুরোনো অভ্যাস। এই বিষয়ে আফগান মুখপাত্রের প্রতিক্রিয়াও আমরা দেখেছি।'

জঙ্গিদের আশ্রয় ও অর্থ দিয়ে একটা সময় মদত দিয়েছে পাকিস্তান। বোতলবন্দি দৈত্য এখন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠেছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এখন ইসলামাবাদ সরকারের মাথাব্যথার কারণ। টিটিপি জঙ্গিরা বালুচিস্তান সহ পাকিস্তানের নানা জায়গায় হামলা চালিয়ে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ছে। তাদের হামলার কারণে ব্যাহত হচ্ছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের আওতায় থাকা অ্যাপ্রোচ রাস্তাগুলি। টিটিপির সঙ্গে যুক্ত ওয়াজিরিস্তানের শরণার্থীরাও। তাদের নিকেশ করতে পাকিস্তান বিমান হামলা চালায় আফগানিস্তানে। যত দোষ নন্দ ঘোষ। তাই পড়শি আফগানিস্তান তাদের নিশানা।

আঁচ পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন মুকেশ

সাংবাদিক হত্যায় মূল অভিযুক্ত সুরেশ গ্রেপ্তার

রায়পুর, ৬ জানুয়ারি : ছত্তিশগড়ের সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকর হত্যাকাণ্ডে 'মূল অভিযুক্ত' সুরেশ চন্দ্রকরকে রবিবার রাতে হায়দরাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। সোমবার সকালে তাঁকে বিজাপুরে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, নিজের গাড়িচালকের বাড়িতে লুকিয়েছিলেন ওই ঠিকাদার।

সুরেশের বিরুদ্ধে ১২০ কোটি টাকার সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রতিবেদন লিখেছিলেন মুকেশ। সেই আক্রোশেই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিহত সাংবাদিকের দেহের ময়নাতদন্তের যে রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করার ইঙ্গিত মিলেছে। মুকেশের যকৃৎ চার টুকরো হয়ে গিয়েছিল। পাঁজরের পাঁচটি হাড় ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। মাথায় ১৫টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। এমনকি তাঁর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বের করে আনা হয়েছিল। ময়নাতদন্তে যুক্ত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ১২ বছরের কর্মজীবনে এমন নৃশংস ঘটনা তাঁরা আগে দেখেননি।

সাংবাদিক খুনের ঘটনায় ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে রাজ্যের বিজেপি সরকার ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যত তা কতটা হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সাংবাদিক মহলেই। ছত্তিশগড়ে বিশেষত বস্তারে প্রশাসন ও ঠিকাদারদের আঁতাত যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে ন্যায়বিচার আকাশকুসুম বলেই তারা মনে করছে।

নিহত সাংবাদিক তথা ইউটিউবার মুকেশের বন্ধু সাংবাদিক আশুতোষ ভরদ্বাজ লিখেছেন, বস্তারে অবৈধ খনন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গত অগাস্টে চার সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ওই চারজনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে

বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন মুকেশ ও রাজা রাঠোর। প্রতিবেদনে অবৈধ খননের সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের যোগ রয়েছে বলেও স্পষ্ট জানানো হয়। এরপরই ফোনে হুমকি দেওয়া হতে থাকে মুকেশ ও তাঁর সহ প্রতিবেদককে। আশুতোষের কথায়, 'পরের দিন সকালে মুকেশ আমাকে একজন উচ্চপদস্থ আইপিএস অফিসারের হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার স্ক্রিনশট পাঠান। ওই বার্তায় গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিকদের পক্ষ নেওয়ায় মুকেশের বিরুদ্ধে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ওই পুলিশকর্তা। ফোনে খুব উদ্বিগ্ন গলায় মুকেশ আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কিছু হবে না তো, দাদা? এর কয়েক মাস পর মুকেশের মৃতদেহ উদ্ধার হল সেপটিক ট্যাংক থেকে!'

মুকেশ খুনের তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন মূল অভিযুক্ত সুরেশ। প্রায় ২০০টি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং ৩০০টি মোবাইল নম্বর 'ট্র্যাক' করে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়। ছত্তিশগড়ের কাঁকের জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুরেশের স্ত্রীকেও। খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুরেশের দুই ভাই দীনেশ ও ঋতেশ এবং তাঁদের সঙ্গী মহেন্দ্র রামটেকেকে। ধৃত সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

সুরেশের অবৈধভাবে দখল করা সরকারি জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজাপুর-গঙ্গালুর রোড সংলগ্ন বনভূমিতে তৈরি একটি নির্মাণ ইয়ার্ড ভেঙে ফেলা হয়েছে।

নিষিদ্ধ সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী) মুকেশের হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তারা বলেছে, সমাজের সমস্যা ও দুর্নীতি প্রকাশে তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন মুকেশ।

দিল্লি জয়ে কংগ্রেসের 'প্যায়ারি দিদি'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে মহিলাদের সমর্থন আদায়ে এবার পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মডেলকেই হাতিয়ার করছে রাজনৈতিক দলগুলি। একদিকে আম আদমি পার্টির ২১০০ টাকার 'মহিলা সম্মান যোজনা', অন্যদিকে কংগ্রেসের ২৫০০ টাকার 'প্যায়ারি দিদি যোজনা'। মহিলা ভোটারদের আকৃষ্ট করতে দুই প্রধান প্রতিপক্ষের এই টানাপোড়েন দিল্লি দখলের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও জমজমাট করে তুলেছে। মমতার দেখানো পথ ধরেই মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড সহ একাধিক রাজ্যে মহিলাদের জন্য ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। তাতে সাফল্যও মিলেছে।

সোমবার কংগ্রেস তাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। 'প্যায়ারি দিদি যোজনা'-র অধীনে মহিলাদের প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দলটির তরফে। নয়াদিল্লির

দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র যাদব, জাতীয় মহিলা কংগ্রেস সভাপতি অলকা লাম্বা, রাজ্য মহিলা কংগ্রেস সভাপতি পুষ্পা সিং এবং জাতীয় মুখপাত্র রাগিণী নায়েক যৌথভাবে ডিকে শিবকুমার বলেন, 'এবারের নির্বাচনে দিল্লিতে নিশ্চিত জয় পেতে চলেছে কংগ্রেস এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নির্বাচনে জয়ের পর সরকার গঠন করেই আমরা মহিলাদের জন্য চালু করব নয়া প্রকল্প 'প্যায়ারি দিদি যোজনা'। যেখানে প্রতিমাসে রাজ্যের মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে, যেমনটা আমরা কর্ণাটকে চালু করেছি।' বলেন, 'দিল্লিতে স্বপ্ন বিক্রির এক কারিগর বসে আছেন, যিনি বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু সেগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হন। তবে কংগ্রেস সবসময় তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, এই কারণেই মানুষ কংগ্রেসের ওপর ভরসা করে।'

অন্যদিকে অলকা লাম্বা বিজেপির সুরেই কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করে বলেন, 'কেজরিওয়াল তার বিলাসবহুল 'শিশমহল'-এর জন্য জনগণের করের টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু মহিলাদের জন্য কিছুই করেন না। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই এই প্রকল্পটি অনুমোদন করা হবে। ১ মার্চ থেকেই মহিলাদের অ্যাকাউন্টে এই ভাতা জমা দেওয়া শুরু হবে।'

কংগ্রেস সূত্রে দাবি, দিল্লির নির্বাচনি ময়দানে এবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ঝাঁপাবেন। বড় বড় জনসভা থেকে প্রার্থীদের এলাকায় ছোট ছোট সমাবেশ পর্যন্ত সমস্ত কর্মসূচির জন্য তাঁদের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম রয়েছে। এছাড়াও ৩০ জনেরও বেশি নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লাগাতার সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, সচিন পাইলট প্রমুখরা।

ফের ধস শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি : সপ্তাহের প্রথম দিনেই ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। দিনের শেষে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১২৫৮.১২ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৭৭৯৬৪.৯৯ পয়েন্টে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৮৮.৭০ পয়েন্টে নেমে পৌঁছেছে ২৩৬১৬.০৫ পয়েন্টে। পতনের জেরে একদিনে লগ্নিকারীরা ৯.৫ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ খুইয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, শেয়ার বাজারে ধসের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল চিন সহ একাধিক দেশে এইচএমপিভি ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত, ভারতেও এইচএমপিভি ভাইরাস সংক্রমণের হদিস মেলায় তা লগ্নিকারীদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলা, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতন, বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি, তৃতীয় কোয়ার্টারে ব্যাংক অফ বরোদার হতাশাজনক ফল ইত্যাদি। আগামী দিনে শেয়ার বাজার অস্থির থাকবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখযোগ্য সংস্থার মধ্যে টাটা স্টিল, ট্রেন্ট, বিপিসিএল, কোল ইন্ডিয়া, আদানি ইত্যাদি শেয়ারদরের পতন হয়েছে।

ডুয়ার্স উৎসবে গান গাইছেন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সোমবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

ইন্দ্রনীলের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি : বক্সা টাইগার রিজার্ভের হোমস্টে ইস্যুতে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের মাধ্যমে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের সাহায্য চাইলেন স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরা। আগামী ১০ তারিখ বক্সার হোমস্টে ইস্যুতে হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সেই শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল যাতে বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সওয়াল করেন, সেই দাবিতেই এদিন মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। এদিন ইন্দ্রনীল ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেছেন।

অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি এদিন স্মারকলিপির মাধ্যমে মন্ত্রীর কাছে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ক্ষোভের কথাও জানানো হয়েছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বক্সা বাঘবনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের তুঘলকি আচরণের জন্য বক্সা টাইগার রিজার্ভের পর্যটন ব্যবসা আজ খাদের কিনারায় এসে পড়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভের কথা বলা হয়েছে সেই স্মারকলিপিতে। সোমবার ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারে আসেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এদিন তিনি ডুয়ার্স উৎসবের মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন। ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে মন্ত্রীকে স্বাগত জানান উৎসবের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, মৃদুল গোস্বামী সহ অন্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

যেহেতু বক্সার হোমস্টের বিষয়টি বিচারাধীন, তাই মন্তব্য করতে চাননি মন্ত্রী। তবে রাজ্যের তরফে ব্যবসায়ীদের আইনি সহায়তা দেওয়া হবে, বলেছেন তিনি। প্রয়োজনে রাজ্যের তরফে এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট টুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'আমরা পর্যটনমন্ত্রীর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছি। রাজ্য সরকারের কাছে সুবিচারের দাবি করেছি।'

গাঁজা উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি : বাহাদুরগঞ্জের ঝাঁসি রানিচকের কাছ থেকে পুলিশ ছয়কেজি ২৩৮ গ্রাম গাঁজা সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল। বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার জানান, রবিবার সন্ধ্যায় পুলিশ গুপ্ত বাজারের এক দোকান থেকে প্রথমে ৩২০ গ্রাম গাঁজা সহ নানা সামগ্রী উদ্ধার করে। দোকানদার সুজিত বসাককে জেরা করে তার বাড়ি থেকে বাকি গাঁজা উদ্ধার হয়। এছাড়া একটি মোবাইল, নগদ ৩,১৩০ টাকা, গাঁজা বিক্রির ছোট ছোট মোড়ক, ডিজিটাল ওজন মেশিনও বাজেয়াপ্ত করে। সোমবার কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

যৌন নির্যাতন

কিশনগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ সদর থানা এলাকার এক বছর সতেরোর নাবালিকার ওপর গত ১১ ডিসেম্বর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে কিশনগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে নির্যাতিতা। মহিলা থানার আইসি সুনীতা কুমারী জানান, অভিযুক্ত সুরজ কুমার সদর থানার চাকলাহাটের বাসিন্দা। পুলিশি তদন্ত শুরুর পাশাপাশি রবিবার সদর হাসপাতালে নির্যাতিতার মেডিকেল পরীক্ষা করিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে।

লুটে বাধায় জখম

কিশনগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি : আররিয়ার কুরসাকাটা থানার বালচন্দা গ্রামে মুদির দোকান লুটে বাধা দিয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হলেন দোকান মালিক মহেন্দ্রপ্রসাদ কেশরীর ছেলে অজিত। তাঁকে আররিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। মহেন্দ্র জানান, গভীর রাতে জনা পনেরো দুষ্কৃতী দরজার লোহার শাটার কেটে ভিতরে ঢুকে দোকান, গুদামে লুটপাট চালায়। বাধা দিলে গুলি চালায়। সেই গুলি অজিতের ডান হাতে লাগে।

রাজনৈতিক হিংসায় খুন, মত চৈতালির

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৬ জানুয়ারি : 'উনি চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ছিল। লোভ ও ক্ষমতার চাহিদা থেকেই কিছু নিকৃষ্ট মনের মানুষ এসব ঘটিয়েছে।' বাবলা সরকার খুন কাণ্ডে ফের বিস্ফোরক বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি। হ্যাঁ, চেয়ারম্যানের পদ পাওয়ার কথা চলার কারণেই জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতিকে খুন করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাবলার স্ত্রী।

এদিন বাবলা খুন কাণ্ডে নমুনা সংগ্রহ করল ফরেনসিক। সোমবার সন্ধে সাতটা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ড: চিত্রাক্ষ সরকার। দোকানের ভেতর থেকে কন্ট্রোল স্যাম্পল, গুলির ধাক্কায় সিঁড়ি থেকে চটে যাওয়া অংশ থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়। রাত আটটা নাগাদ বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহের পর পুনরায় দোকান সিল করে বেরিয়ে যান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ সহ পুলিশ কর্মীরা। তবে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ চিত্রাক্ষ সরকার। এদিন চৈতালির সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চন্দ্রিমা দেবীকে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন তিনি। তবে এখনই সরাসরি কারও নাম সামনে আনতে চাননি বাবলার স্ত্রী। এই ঘটনায় একাধিক মাথা রয়েছে বলেও দাবি করেছেন দুলালবাবুর সহধর্মিণী। কাজ শেষ করে সমস্ত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চলেছেন ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার।

সোমবার চৈতালি জানালেন 'দিদির কথাতে উনি এসেছেন, ওঁর যা জানার ছিল, তা উনি শুনেছেন। দিদিকে সেসব জানাবেন। আমার এখানে কাজ শেষ হলে আমিও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।'

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণচৌধুরীর মত, 'কারও যদি মনে হয়, চেয়ারম্যান হত, তাই মেরে দেওয়া হয়েছে। তবে সেটা তাঁর বিষয়। এনিয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কেউ কিছু জানালে তা ভালোয় হবে। বিষয়টা ওঁর নজরে আসবে। সবার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে এই ঘটনার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বলেছিলাম।'

এদিকে, খুন কাণ্ডের অগ্রগতি নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে চৈতালির প্রতিক্রিয়া, 'পুলিশি তদন্ত চলছে। আমরা আসল দোষীদের শাস্তি চাই। দুলাল সরকার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যেভাবে ছিলেন, তা থেকেই রাজনৈতিক হিংসা হতে পারে। উনি চেয়ারম্যান হতে চলেছেন, আমরা এমন খবরও পাচ্ছিলাম। দলের নয়। এনিয়ে এখনই আর কিছু বলতে চাইছি না।'

ইঙ্গিতে অনেক কিছু বললেও সরাসরি কারও নাম মুখে আনতে চাননি ২০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার চৈতালি।

তাঁর দাবি, 'কে বা কারা দুলালবাবুকে হিংসে করত, তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কারও নাম প্রকাশ্যে আনতে চাইছি না। আশা করছি, পুলিশের মাধ্যমেই সেই নাম সামনে আসবে।আমার যে সমস্ত সন্দেহ রয়েছে, আমি দলনেত্রীকে তা জানাব।'

> এটা কোনও ছোটখাটো ঘটনা নয়। নৃশংসভাবে একটা মানুষের প্রাণ নেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অনেককে ধরা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এই ষড়যন্ত্রের আসল মাথা, তাঁদের ধরার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন, সেটা যেন দিদি করেন।
>
> চৈতালি সরকার
> বাবলার স্ত্রী

বাবলা সরকারের পরিবারের সঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

'আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সাবধানতা'

নয়া ভাইরাস নিয়ে আশ্বাস বিশেষজ্ঞদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি) নিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। কিছু সাবধানতা মেনে চললে এর সংক্রমণ থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা যাবে। এমনটাই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের বক্তব্য, দেখা যাচ্ছে এই ভাইরাসে সংক্রামিতদের অধিকাংশই শিশু। তাই তাদের একটু সাবধানে রাখতে হবে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার তথা মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। জ্বর, সর্দির মতো উপসর্গ দেখা দিলে মাস্ক পরা, বারবার হাত ধোয়া, বেশি ভিড়ে না যাওয়া- এগুলি মেনে চললেই হবে। তাতে গোটা পরিবারই সুরক্ষিত থাকবে।' দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের বক্তব্য, 'হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস নিয়ে সরকারি কোনও অ্যাডভাইজারি আসেনি। আমাদের সমস্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী প্রস্তুত রয়েছেন। যে নির্দেশ আসবে সেইমতো কাজ শুরু করা হবে।'

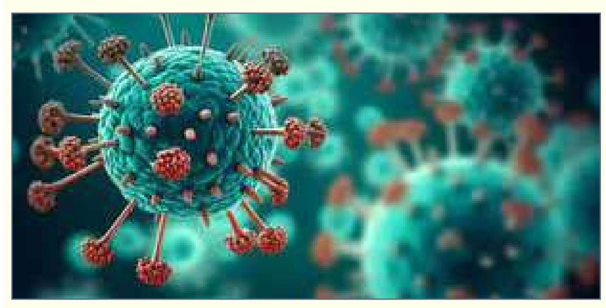

■ জ্বর, সর্দির মতো উপসর্গ দেখা দিলে মাস্ক পরা, বারবার হাত ধোয়া, বেশি ভিড়ে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

পরামর্শ

- ■ দেশে এইচএমপিভিতে আক্রান্তের হদিস মিলেছে
- ■ করোনার পর এই ভাইরাসে উদ্বেগে আমজনতা
- ■ চিকিৎসকরা বলছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই
- ■ করোনা সংক্রমণের সময়কার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে

করোনা ভাইরাস নিয়ে ২০২০-'২১ প্রায় দু'বছর মানুষ আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছেন। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এইচএমপিভি নিয়ে উদ্বেগে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বেঙ্গালুরুর পর কলকাতায় একটি শিশু এই ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতার ঘটনা বেশ কয়েক মাস আগের।

যদিও আমজনতাকে আশ্বস্ত করে চিকিৎসকরা বলছেন, এই ভাইরাসে আতঙ্কের কিছু নেই। জ্বর, সর্দি, কাশি, গা হাত-পায়ে ব্যথা, মাথাব্যথার মতো সাধারণ লক্ষ্মণগুলি ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এইচএমপিভি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের একটা নতুন স্ট্রেন। চিন সহ বিশ্বের কোনও দেশেই এখনও এই স্ট্রেনের সংক্রমণে মারাত্মক কিছু হয়নি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকার বলেছেন, 'আমরা ভিআরডিএলে (ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি) প্রতি সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস (আইএলআই) এবং সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম (সারি) পরীক্ষা করি। শুধু মেডিকেল বা কোনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর নমুনাই নয়, গ্রামাঞ্চলে গিয়েও নমুনা নেওয়া হয়। এগুলি পরীক্ষা করে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের (আইসিএমআর) পোর্টালে আপলোড করতে হয়। তাতে এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ভাইরাস পাওয়া গেলেও হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস পাওয়া যায়নি।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খানের বক্তব্য, 'এই ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় আমরা যে যে সাবধানতা নিয়েছিলাম সেগুলি এখন থেকে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলা, নিয়মিত হাত ধোয়া ইত্যাদি। তাহলে এই ভাইরাস আমাদের ছুঁতে পারবে না।' শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জিতকুমার তেওয়ারি বলছেন, 'শিশুদের একটু সাবধানে রাখাই ভালো। বাড়িতে কারও সর্দি, জ্বর হলে শিশুকে তাঁর থেকে একটু আলাদা রাখতে হবে। মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় মায়েরও মাস্ক পরে থাকা উচিত। বাচ্চাদের মধ্যে কোনও উপসর্গ দেখা গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।'

শ্যালকের কামড়

কুশমণ্ডি, ৬ জানুয়ারি : গার্হস্থ্য হিংসার জেরে শ্যালক কামড়ে জামাইবাবুর কান খুবলে নেয়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে হরিরামপুর ব্লকের গোপালপুর গ্রামে। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত রায়। অভিযোগ, জয়ন্ত নাকি তাঁর স্ত্রীর উপর মানসিক নির্যাতন চালাতেন। জয়ন্তর মা সবুনা রায় জানান, হরিরামপুর থানায় ছেলের শ্যালক, শ্বশুর ও শ্বশুরবাড়ির একজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। হঠাৎ জয়ন্তর শ্যালক মাখন বর্মন তাঁর বাঁ দিকের কান কামড়ে কেটে নেয়। তার আগে বাবা-ছেলে মিলে জয়ন্তকে বেধড়ক মারধর করে।

ফাঁকা রাজপথ

প্রথম পাতার পর

তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসীর একাংশ। অখিলেশ দাসের কথায়, 'ট্রাফিক যে নিয়ম করেছে, সেটা কার্যকর হলে শহরের যানজট সমস্যা অনেকটাই কমবে। তবে সেক্ষেত্রে ট্রাফিক প্রশাসনকে রোজ সচেতন থাকতে হবে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'আমরা সবসময়ই এই বিষয়টায় নজরে রাখছি। এদিন শুধু আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়াই নয়, টোটোগুলি ভুল রুট দিয়ে আসায় সেগুলিকে ফেরতও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এদিন পুলিশের অভিযান চলাকালীন এক টোটোচালক আবার মানবিকতার পরিচয় দেন। লিটন পাল নামে ওই চালক জংশনে ট্রাফিক পুলিশের কাছে এসে একটি মোবাইল ফোন তুলে দেন। মোবাইলটি দেখিয়ে তিনি বলেন, 'চম্পাসারি থেকে এক যাত্রী টোটোয় চেপে মাল্লাগুড়ি আসেন। এরপর তিনি দার্জিলিং মোড় থেকে পানিট্যাঙ্কির বাসে উঠে যান। তারপর দেখি, টোটোয় ওঁর মোবাইল পড়ে রয়েছে।' পরে জানা যায়, ফোনটি নেপালের এক বাসিন্দার। তিনি ওই ফোনে যোগাযোগ করে সেটি নিয়ে যান।

বুকে পিস্তল

প্রথম পাতার পর

সিএসপির ওই কর্ণধারের কথায়, 'আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে আসার সুবাদে সিএসপিতে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হচ্ছে। সেই খবর সকলেরই জানা। হয়তো দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। এদিনের ঘটনায় আমি ভীষণভাবে আতঙ্কে রয়েছি। সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে।' ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার সময় পর্যাপ্ত সতর্কতার ব্যবস্থা করা উচিত বলে কানাইয়ের দাবি।

কর্মস্থল থেকে আর দূরে প্র্যাকটিস নয়

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজে চাকরি করে আর কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না অধ্যাপক-চিকিৎসকরা। সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী এটা স্পষ্ট হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে সমস্ত অধ্যাপক চিকিৎসক নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউয়েন্স না নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, তাঁদের এখন থেকে নিজের কর্মক্ষেত্রের ২০ কিলোমিটারের মধ্যেই চেম্বার করতে হবে। তবে, সরকারি জায়গা এবং চিকিৎসকের আবাসনেও চেম্বার করা যাবে না।

সোমবার স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক অধ্যাপক চিকিৎসককেই 'নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউয়েন্স নিতে ইচ্ছুক নই' বলে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। সেই আবেদনপত্রের নমুনাও নির্দেশিকার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আবেদন গৃহীত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি মেডিকেলের সিনিয়ার চিকিৎসকদের একটা বড় অংশই কলকাতা থেকে আসেন। তাঁরা রোটেশনে সপ্তাহে দু'তিনদিন ডিউটি করে কলকাতায় গিয়ে প্রাইভেট চেম্বার করেন। এই নির্দেশিকায় তাঁরা আর সেভাবে চেম্বার করতে পারবেন না। তবে, নির্দেশিকা জারি করা হলেও স্বাস্থ্য দপ্তর আগামীতে এই নিয়ে কতটা কঠোর হবে সেটাই দেখার।

সময় বেঁধে হাসিনাকে

প্রথম পাতার পর

সোমবার শুনানির সময় তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার সরাসরি তত্ত্বাবধানে আওয়ামি লিগের শাসনকালে গুম সংগঠিত হয়েছে। একজনের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে এসব গুম সংগঠিত হয়েছে। আগামীদিনে কেউ যেন গুমের মতো ঘৃণ্য কাজ করার সাহস না পায়, তা নিশ্চিত করতে নজির তৈরি করা হবে।'

হাসিনা ছাড়াও এই মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন তাঁর প্রাক্তন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক, পুলিশের প্রাক্তন মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজির আহমেদ এবং এনটিএমসি'র প্রাক্তন মহাপরিচালক জিয়াউল আহসান। শেষজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ১২ জনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও হাসিনা সহ মাত্র ৪ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

চিফ প্রসিকিউটারের দপ্তরের যুক্তি, অভিযুক্তরা যাতে সতর্ক হওয়ার সুযোগ না পান, সেই কারণে সবার নাম প্রকাশ করা হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের মিশনে যাওয়ার সুযোগ এবং পদোন্নতির লোভে প্রতিরক্ষাবাহিনীর কিছু লোক গুমের মতো অপরাধে যুক্ত হয়েছিলেন বলে শুনানিতে অভিযোগ করেন চিফ প্রসিকিউটার। তাঁর একতরফা সওয়ালের পর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন মঞ্জুর করে ট্রাইবিউনাল।

মহানন্দার বুকে

প্রথম পাতার পর

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে আবার বলছেন, 'আমার বিভাগের অধীনে ওই রিসোর্ট রয়েছে কি না, খোঁজ নিয়ে বলতে পারব। তবে আমি কোনও রিসর্টের অনুমতি দিইনি।'

এলাকাটি চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্যে। সেখানকার প্রধান জনক সাহার মন্তব্য, 'কতদিন হলে তৈরি হয়েছে বলতে পারব না। তবে খুব বেশিদিন হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কোনও অনুমতি বা ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়নি।'

এদিকে, যিনি এই রিসর্ট তৈরি করছেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। সূত্রের খবর, মালিক সম্ভবত ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। রিসর্টের এক কর্মী বলছেন, 'আমি কিছু জানি না। যা বলার মালিকই বলবেন।' কিন্তু স্থানীয় কারও বিনিয়োগ না থাকলে যে এই এলাকায় রিসর্ট তৈরি সম্ভব নয়, তা খোলসা করেছেন আরেক কর্মী।

বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়ার বিএলআরও ক্রিস্টোফার ক্লেমেন্ট ভুটিয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। বিএলআরও দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন বিডিওর নির্দেশেই মাপজোখ করা হয়েছে।

বেআইনি রিসর্টটি কি আদৌ ভাঙা হবে নাকি প্রশাসনিক 'সেটিং'য়ে চাপা পড়বে পরিবেশপ্রেম- সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

তোপে ঢাকা

প্রথম পাতার পর

'বাংলাদেশের কোস্ট গার্ড আমাদের পায়ে, কোমরে, নিম্নাঙ্গে মোটা লাঠি দিয়ে মারে। তবে জেলে খানিকটা ভালো ব্যবহার করে। চিকিৎসাও করেছিল।' তবে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্যজীবীদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ তোলায় বিষয়টি আন্তর্জাতিক মাত্রা পেল।

মৎস্যজীবীদের উদ্দেশে তিনি উপদেশ দেন, 'আগে জীবন বাঁচান, তারপর মাছ।' 'সমুদ্র সাথী' প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি জানান, যে দু'মাস মাছ ধরতে পারেন না, সেই সময় তাঁরা ৫ হাজার টাকা করে পাবেন। এছাড়া 'মৎস্যজীবী বন্ধু' প্রকল্পে মৃত্যুর পর ২ লাখ এবং ষাটোর্ধ্ব মৎস্যজীবীরা মাসিক ২ হাজার টাকা করে পাবেন।

এককাট্টা হতে চাইছে ইসলামপুর

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 'পলিটিকাল মাইলেজ' পেতে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর জেলার দাবিতে দলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের জেলা কমিটি ইসলামপুর জেলা নির্মাণ কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির কনভেনার বানানো হয় ভিক্টরকে। যদিও লোকসভা ভোটের পর ভিক্টরের জেলার দাবিতে আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। তাহলে কি সবটাই শুধু রাজনীতি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভিক্টরের স্পষ্ট জবাব, 'জেলার ইস্যুতে রাজনীতি হচ্ছে না এটা বললে মিথ্যে বলা হবে। শাসকদল তাদের রাজনীতি করছে। আমরা আমাদের মতো করছি।' তিনি বলেন, 'যে রাজনীতি ইসলামপুরকে জেলা করার পক্ষে তা করতে আপত্তি কীসের? আমরাও বসে নেই। জেলা নিয়ে জোরদার আন্দোলন দ্রুত আমরা শুরু করব। সঙ্গে আন্দোলনমুখী সমস্ত সংগঠনকে এক ছাতার তলে নিয়ে আসার চেষ্টাও আমরা করছি।'

এদিকে রেজা কমিটি, ট্রান্সফার্ড এরিয়া সূর্যাপুর অর্গানাইজেশন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশন সহ সাধারণ মানুষ বছরের শুরুতেই জেলার দাবিতে পাল্লা দিয়ে আন্দোলনের পক্ষে সওয়াল করছেন। যা নিয়ে উৎসাহ বাড়ছে আমজনতার। পাশাপাশি ভিক্টরের হুঁশিয়ারিকেও হালকাভাবে নিচ্ছে না ওয়াকিবহাল মহল। কেননা, বিভিন্ন দাবিতে মাটি কামড়ে বড় আন্দোলনের নজির ভিক্টরের রয়েছে। একই সঙ্গে বিজেপি শিবিরের জেলার আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থনের আশ্বাস জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। ফলে জেলার দাবিতে এককাট্টা আন্দোলন বছর গড়ানোর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদল এই ইস্যুতে কী অবস্থান নেবে সেটাই এখন দেখার।

সীমান্তে ফের

প্রথম পাতার পর

আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি।' সূত্রের খবর, প্রকল্প চত্বর পরিষ্কার করার জন্য পঞ্চগড়ের দুজন ঠিকাদারকে ইতিমধ্যেই বরাত দিয়েছে চিনা সংস্থা। স্থানীয় একটি হোটেল ভাড়া নিয়ে কয়েকজন চিনাকর্মী এলাকায় থাকতেও শুরু করেছেন।

প্রকল্পের যে ম্যাপ ভারতীয় গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে তাতে হাসপাতালের পরিকাঠামোর বাইরেও কলেজ চত্বরে বেশ কয়েটি হোটেল তৈরি হবে। চিনের নাগরিকদের জন্য তৈরি হবে আলাদা বিল্ডিং। সেই বিল্ডিংগুলো কীজন্য তৈরি হবে তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। দু'দিন আগে ২৫-৩০ জনের একটি দল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। ড্রোন উড়িয়ে ছবি, ভিডিও তোলা হয়। সেনা গোয়েন্দারাও বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন।

ত্রিপাক্ষিকের দাবিতে শা'য়ের কাছে রাজু

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : পাহাড় সমস্যা সমাধানে দ্রুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে দরবার করলেন দার্জিলিংয়ের পদ্ম সাংসদ রাজু বিস্ট। এব্যাপারে কেন্দ্র দ্রুত দিনক্ষণ জানাবে বলে সাংসদের দাবি। এনিয়ে পাহাড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) বক্তব্য, অনেক দিন ধরেই বৈঠক হবে হবে বলা হচ্ছে। কিন্তু হচ্ছে না। অতীতে জিটিএ, পঞ্চায়েত, লোকসভা ভোটের আগেও ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা বলা হয়েছিল। রাজু বলেন, 'শীঘ্রই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে।'

বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'অনেকদিন ধরেই বৈঠক হবে হবে শুনছি, কিন্তু হচ্ছে না। আগে কেন্দ্র বৈঠক ডাকুক, তারপরই মন্তব্য করব।' দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বার কথায়, 'কেন্দ্রের উদ্যোগকে স্বাগত।' ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড বলেন, 'আগে বৈঠক ডাকুক, তারপরেই বলব।'

> শীঘ্রই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে।
>
> - রাজু বিস্ট
> বিজেপি সাংসদ, দার্জিলিং

পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে পাহাড়ে অনেকদিন ধরে আন্দোলন চলেছে। বিমল গুরুংদের সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যা মেটাতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শুরু করেছিল। কিন্তু জিটিএ হওয়ার পর সব থিতিয়ে যায়। পাহাড়ের ক্ষমতা এখন রাজ্য সরকারপন্থী অনীত থাপাদের হাতে। এই পরিস্থিতিতে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে বিজেপির ওপর বিরোধী দলগুলির চাপ বাড়ছে। সেজন্যই দার্জিলিংয়ের সাংসদ বারবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য দরবার করেছেন। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসএসবির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। তখনও সাংসদ তাঁর সঙ্গে দেখা করে পাহাড় নিয়ে আলোচনা শুরুর আবেদন জানিয়েছিলেন। সোমবার আবারও নর্থ ব্লকে গিয়ে শা'র সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ।

মাপকাঠি শুধুই আনুগত্য

প্রথম পাতার পর

একেবারে শেষবেলায় ছবিটা পালটে গিয়েছিল। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের সময়। তখন এই তালিকাভুক্তরা সবাই একসুরে বাজছিলেন না। অনেকে শিবির ছেড়েছিলেন। তখন আমরা হয়ে গেল ওরা। চক্রান্তকারী, জনবিরোধী। শ্রেণিশত্রু। সেই কট্টর খাড়াখাড়ি ভাগটা এই আমলে ধীরে ধীরে কমে এসেছিল।

তার একটা বড় কারণ, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগই ছিলেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পাশে। কলকাতার বুকে যে বিশাল অরাজনৈতিক মিছিল হয়েছিল, কে ছিলেন না তাতে। মার্কামারা অনেক কবি, সাহিত্যিক, গায়ক সেসময় ছিলেন খোলাখুলি সরকারবিরোধী। সরকারি পুরস্কারও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অনেকে। নতুন সরকারের আমলে তাঁরা অনেকে নানাভাবে সরকারি কাজকর্মে জড়িয়ে পড়লেন। পুরস্কারের ক্ষেত্রে আগের বাছবিচার বলতে গেলে তেমন ছিলই না।

মঞ্চ আর টেলিভিশনের অভিনেতারা অনেকেই চলে এসেছেন সামনে। বলতে গেলে ওরা-র পাট একপ্রকার উঠেই গিয়েছে। সরকারি অনুষ্ঠানে ডাক পেতেন প্রায় সবাই। পুরস্কৃত হয়েছেন অনেকে। তা সত্ত্বেও সরকারি হল পায় না অপছন্দের সিনেমা। তবে এখন আরজি কর নিয়ে তৃণমূলে ঝামেলা বেশ জট পাকিয়েছে। এক দলের স্পষ্টকথা, যাঁরা সরকারকে, দলনেত্রীকে অপমান করেছেন, তাঁদের তৃণমূলের মঞ্চে তোলা চলবে না। এই মতের পক্ষে লোকজন নেহাত কম নয়। দলে নাট্যকার-মন্ত্রী থেকে সাংসদ, অনেকেই এদিকে।

এ নিয়ে ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেলে লেখালেখিও চলেছে। যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুকথা বলেছেন, তাঁদের ডাকা হবে কেন? এ পর্যন্ত ছিল একরকম। এরপর গোল পাকিয়েছেন দলের দুই নম্বর নেতা অভিষেক। তাঁর সোজা কথা, তিনি এই বয়কটের বিরোধী। শিল্পীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তিনি নিজেও ওই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। এভাবে আন্দোলনে নামার জন্য কাউকে বাদ দেওয়াটা ঠিক নয়।

ব্যাস, শুরু হয়ে গেল কথার লড়াই। বয়কটপন্থীরা নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে বিবাদটা লঘু করার চেষ্টা করলেও এই কথাযুদ্ধ কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে, আমরা-ওরা মরেনি, মরবে না? বাম আমলে তাদের মঞ্চে যাঁরা আলো করে বসে থাকতেন, তাঁদের কেউ কেউ একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে সামনের সারি আলো করে বসে থাকেন কী করে? ক্যাম্প বদলালে আমরা হয়ে যাবে ওরা?

একজন শিল্পী বা লেখকের একমাত্র পরিচয় তো তাঁর প্রতিভা, তাঁর দক্ষতা। তাঁর রাজনৈতিক মত যাই হোক, তাঁকে সেজন্য বাদ দেওয়া যায় কি? তবে তো সলিল চৌধুরীকে তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানানোর আগে দশবার ভাবতে হবে। মৃণাল সেনের ফিল্ম জায়গা পাবে না চলচ্চিত্র উৎসবে। আসলে মুখে যে যাই বলুন, আসল মাপকাঠিটা হল আনুগত্য। প্রশ্নহীন আনুগত্য। যে কোনও শাসকই তা পছন্দ করে।

ছোট্ট তারা

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া সুরজিৎ রায় যেমন চটপটে তেমনি যোগাসনেও ভালো। এই খুদের প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

রাতেও মিলবে ওষুধ

শিলিগুড়িতে দোকান খোলা রাখার উদ্যোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : শিলিগুড়িতে রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখতে ফের উদ্যোগী হল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। সোমবার শিলিগুড়িতে এনিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্য থেকেই প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসনকে এই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। সেইমতো শিলিগুড়িতেও যাতে রাতে অন্তত একটি করে ওষুধের দোকান খোলা রাখার চেষ্টা করছে প্রশাসন।

ওষুধ বিক্রেতাদের যুক্তি, রাতে দোকান খোলা রাখতে নিরাপত্তার অভাববোধ হয়। এর আগেও এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে। পুলিশ অবশ্য এবার রাতে ওষুধের দোকান খোলা থাকলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছে। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলছেন, 'রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখা নিয়ে সোমবার বৈঠক হয়েছে। ওষুধের দোকানের মালিকরা ১৫ দিন সময় নিয়েছেন। আশা করছি, তার মধ্যেই শিলিগুড়ি শহরে রাতে ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া যাবে।'

শিলিগুড়িতে রাতে ওষুধ পেতে ভীষণ সমস্যা হয়। রাত ১০টা বাজতে না বাজতেই অন্য দোকানপাটের মতো ওষুধের দোকানেরও ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাতবিরেতে কোনও ওষুধের প্রয়োজন হলে সাধারণ মানুষকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। এই সমস্যা কাটাতে এর আগেও একাধিকবার রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখা নিয়ে ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)-এর কর্মকর্তাদের নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর বৈঠক করেছে। দু'একবার হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় কয়েকদিনের জন্য রাতে একটি করে দোকান খোলা রাখা হলেও অচিরেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানি কমেনি।

এই সমস্যা কাটাতে সোমবার দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রতিনিধি সহ বিসিডিএ'র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখা প্রয়োজন। দোকান খোলা রাখতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে আমরা সেটা দেখব।'

উত্তর ভারতনগরের বাসিন্দা ভূপেশ মৈত্র বলছেন, 'রাতে কোনও জরুরি ওষুধের প্রয়োজন হলে দুশ্চিন্তা হয়। কেননা শহরে রাতে ওষুধের দোকান খোলা থাকে না। প্রশাসন এর আগেও একাধিকবার রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখা হবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু দু'তিনদিন চলার পর সেই দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তাই প্রশাসনের শুধু মিটিং করলেই হবে না, রাতে যাতে নিয়মিত ওষুধের দোকান খোলা থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত।'

বিসিডিএ'র দার্জিলিং জেলা শাখার অ্যাড হক কমিটির সদস্য সুব্রত ঘোষের কথায়, 'রাতে ওষুধের দোকান খোলা রাখতে গিয়ে অতীতে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। নিরাপত্তার অভাব তো রয়েইছে, পাশাপাশি রাতে দোকান খোলা রাখার জন্য খরচ অনেক বেশি, অথচ তত ওষুধ বিক্রি হয় না। কিন্তু প্রশাসন দোকান খোলা রাখার জন্য এদিন জোরাজুরি করেছে। আমরা সমস্ত সদস্যের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়ে দেব।'

আশার আলো

- ১০টা বাজতেই ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায় অধিকাংশ ওষুধের দোকানের
- হন্যে হয়ে ঘুরলেও ওষুধ মেলে না কোনও দোকানে
- এবার ওষুধের দোকান খোলা রাখতে সবরকম ব্যবস্থা করতে চাইছে প্রশাসন
- ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তার অভাব বোধের কথা জানিয়েছেন
- পুলিশের আশ্বাস, নিরাপত্তা সংক্রান্ত দিকটি তারা দেখবে
- সব ঠিক থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে রাতে ওষুধের দোকান খোলা থাকতে পারে

আগুন মোকাবিলায় দমকল-মেয়র কথা

হোটেল-ভবনে ঝুঁকির ব্যবসা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরের হোটেল ও অধিকাংশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। সেই কারণে আগুন লাগলে হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতে প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা না থাকায় পুরোটাই নির্ভর করতে হয় দমকলের উপর। বিভিন্ন কারণে দমকলের গাড়ি পৌঁছাতে দেরি করলে সেই হোটেল, রেস্তোরাঁ কিংবা কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম সামগ্রীও বাঁচানো সম্ভব হয় না।

সোমবার পুরো বিষয়টি নিয়ে দমকল বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। সেখানে বলা হয়, দমকলের সমীক্ষা রিপোর্ট যদি পুরনিগমকে দেওয়া হয়, তবে পুরনিগমের তরফেও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।

শিলিগুড়িতে শুধু হোটেল, রেস্তোরাঁই নয়, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ভবনগুলির অধিকাংশ জায়গাতেই নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। অথচ একবার যদি সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যায়, তবে শুধু জিনিসপত্রেরই ক্ষয়ক্ষতি নয়, প্রাণহানিরও আশঙ্কা থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে দমকল ও পুরনিগমের তরফে বহুবার হোটেল, রেস্তোরাঁ, বার, পাব ও ভবনগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রাখার কথা বলা হলেও অধিকাংশ জায়গাতেই তা রাখা হয় না। যা নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে থাকেন সাধারণ মানুষও।

প্রাণ হাতে

- শিলিগুড়ি শহরের হোটেল ও অধিকাংশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই
- একই সঙ্গে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভবনগুলির অধিকাংশ জায়গাতেই এই ব্যবস্থা নেই
- ভবনে আগুন লাগলে জিনিসপত্রের সঙ্গে আমন্ত্রিতদের প্রাণহানিরও আশঙ্কা থেকে যায়

শহরের এক একটি ভবনে যত সংখ্যক মানুষ নিমন্ত্রিত থাকেন সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে তা ভয়ানক আকার নিতে পারে। অথচ এক একটি ভবন অনুষ্ঠান করার জন্য ২০-২৫ হাজার টাকা দৈনিক ভাড়া নিয়ে থাকেন। বিয়ের মরশুমে ভবনগুলি খালি পাওয়াই দুষ্কর। প্রতিদিন অনুষ্ঠানের ভাড়া চলতে থাকে। কিন্তু তবুও অনেক জায়গায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাই থাকে না।

> হোটেল, নার্সিংহোম, ভবনে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না থাকলে তা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষের বক্তব্য, 'হোটেলে এই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ হোটেলগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফায়ার লাইসেন্স নেওয়া রয়েছে। দুই-একটি হোটেল এর ব্যতিক্রম হতে পারে। সেগুলি পুরনিগম দেখুক।'

মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বহুতল, নার্সিংহোম, হোটেল, রেস্তোরাঁয় দমকল বিভাগ যে অডিট করে তার তথ্য পুরনিগমের সঙ্গে আদানপ্রদান করলে আমরাও পুরো বিষয়টি জানতে পারব। যাতে আপৎকালীন অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সেটা নিয়ে এদিন দমকলকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' মেয়র বলেন, 'হোটেল, নার্সিংহোম, ভবনে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না থাকলে তা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে এদিন দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে।'

আজ শহরে

- দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি ২২তম নাট্যমেলায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টায় মঞ্চস্থ হবে চাকদহ নাট্যজনের প্রযোজনা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'মালা ও মলি'। নির্দেশনায় রয়েছেন সুদীপ্ত দত্ত।

সম্মেলনের মাঠ নিয়ে অসন্তোষ

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্মেলন হবে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি। উপস্থিত থাকবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সোমবার জেলা সিপিএমের তরফে অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'সম্মেলনে আগামীদিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কর্মীদের বার্তা দেওয়া হবে।' দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকার অভিযোগ করেন, সম্মেলনের জন্য বাঘা যতীন পার্ক বা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা মাঠ চাওয়া হয়েছিল পুরনিগমের কাছে। তবে পুরনিগমের তরফে মাঠ দেওয়া হয়নি। উত্তরে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'এই মাঠগুলো মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি ও সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য দেওয়া হবে না।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল সোমবার সকালে। শিলিগুড়ির শান্তিনগরের বৌবাজারের ঘটনা। এদিন সকালে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে একটি ঘরে তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান ওই পরিবারের সদস্যরা। ওই বধূর নাম ভগবতী পাল (৩৫)। রবিবার ভগবতী কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে গজলডোবায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন রাতে অভিযোগ দায়ের হয় আশিঘর ফাঁড়িতে। পুলিশ রাতেই ভগবতীর স্বামী পলাশ পালকে গ্রেপ্তার করে।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ। সোমবার। ছবি : তপন দাস

বিচার চেয়ে পথসভা

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : একক পথনাটিকার মাধ্যমে আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচার চেয়ে প্রতিবাদী পথসভা করা হল। সোমবার শিলিগুড়ি গণচেতনা নাগরিক মঞ্চের তরফে হায়দরপাড়া বেসিক প্রাথমিক স্কুলের সামনে এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, 'আর কবে নির্যাতিতা বিচার পাবে?' পাশাপাশি তিনি কিছুটা আক্ষেপের সুরে মন্তব্য করেন, 'ধীরে ধীরে প্রতিবাদের ঝাঁঝ কমে যাচ্ছে। তবে বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে হবে।'

এদিন এই প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অরুণিমা ঘোষ, ডাঃ ভাস্কর রায়, ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। গণচেতনা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক উত্তম দে বলেন, 'সিবিআই শুধু সঞ্জয় রায়কে অপরাধী দেখিয়ে রাজ্য প্রশাসনের সুরে সুর মিলিয়ে অন্য অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে আমরা পথে নেমেছি।'

প্রতিবাদ সভা

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ সভা করল দার্জিলিং জেলা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। সোমবার হাতি মোড়ে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সদস্যরা। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেছেন, 'দুর্নীতির শিকার যোগ্য প্রার্থীরা। তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে আমরা সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিলের বিপক্ষে।' ২০১৬ সালের প্যানেলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতে বহাল রাখার দাবিও তোলা হয়। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন দীনেশ মণ্ডল, মধুসূদন বিশ্বাস, মমতা চক্রবর্তী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শুক্লা দাস।

শহরে যান চলাচল প্রচুর সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে টোটোর জন্য। তাই টোটোর পথ চলা বন্ধ করলে চালকের বাড়ির খিদের জ্বালা, বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ, স্কুল-কলেজ টিউশনের টাকা কোথা থেকে আসবে সেই বিকল্প ভাবনাও মাথায় রাখবেন, লিখেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সমাজতাত্ত্বিক **পল্লব বিশ্বাস**।

টোটোচালকের কথাও ভাবুন

খোলা জানালা

বর্তমানে শিলিগুড়িতে টোটো সমস্যা একটি নগর উন্নয়নের বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে আমরা সকলে অবগত। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কাছে টোটোর কিছু উপকারিতাও রয়েছে। শহরের বহু মানুষ এখন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে টোটোর ওপর নির্ভরশীল। এখন যেন ঘর থেকে এক পা না ফেলে মনটা সব সময় বলে, ঘরের সামনে যদি টোটোটা পাওয়া যেত। মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরাকে টোটো যেভাবে খুব সহজ করে তুলেছে ঠিক তার বিপরীতে শহরে যান চলাচল প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, এই টোটোর জন্য।

শিলিগুড়ি শহরের ছোট ছোট রাস্তা থেকে শুরু করে বড় রাস্তা পর্যন্ত টোটোর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই যানজট দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে এর ওপরে নির্দেশিকা জারি হয়েছে। তবুও এই সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে।

সমস্যা সমাধান হিসেবে যদি নগর উন্নয়ন এবং অর্থসমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে বলি তাহলে এর সমাধান নম্বর ছাড়া টোটো বন্ধ করে দিলে হবে না। মনে রাখতে হবে এই টোটো বন্ধ করে দিলে বন্ধ হয়ে যাবে অনেক মেয়ের স্কুল-কলেজে যাওয়ার দরজা। তারা এই টোটোচালকের ছেলেমেয়ে। কখনও যদি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে দেখেন তাহলে দেখবেন, যাঁরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়েছিলেন, যাঁদের কাছে কোনও উপার্জনের রাস্তা ছিল না, তাঁরা অনেক ধারদেনা করে এই নম্বর ছাড়া টোটোগুলো কিনেছেন। কারণ নম্বর দেওয়া টোটো আর পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু টোটোর দোকানে নম্বর ছাড়া টোটো অবাধে বিক্রি হচ্ছিল।

সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করা মানুষগুলি ভেবেছিলেন নম্বর ছাড়া টোটো যখন বিক্রি হচ্ছে বাজারে, তাহলে ঠিকই চালাতে পারব। সেখান থেকে আমাদের পরিবার খুব ভালোমতো চলবে। কিন্তু সেটা হল না। হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল তাঁদের টোটো চালানো। কিন্তু বন্ধ হল না তাঁদের বাড়ির খিদের জ্বালা। বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ, স্কুল-কলেজ-টিউশনের টাকা রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় একরাশ খিদে এবং সংসার চালানোর তাগিদে টোটো বন্ধ হওয়ার পরেও মানুষগুলো চলতে শুরু করলেন যেখানে তাঁরা ভাড়া পাচ্ছেন।

খবরের জেরে শহরের রাস্তায় টোটোর পথ আটকাচ্ছে পুলিশ। - সূত্রধর

> যাঁরা সিদ্ধান্তে আসার কথা ভাবছেন আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দেওয়া টোটোচালকদের বিকল্প কী দেওয়া যায় সেকথা ভাবুন।

এই অবস্থায় যাঁরা সিদ্ধান্তে আসার কথা ভাবছেন আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, একবার বন্ধ করে দেওয়া টোটোচালকদের বিকল্প কী দেওয়া যায় সেকথা ভাবুন। তাঁদের ছেলেমেয়ের প্রতি, নিজেদের জীবন এবং সমাজের প্রতি কর্তব্য এরপর তাঁরা কীভাবে পালন করবেন সেকথা ভাবুন।

যাঁরা টোটোচালক তাঁদের মধ্যে অনেকেই কলেজ বা ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া নন। যেখানে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের এখনও বেকারত্বের জ্বালা ভুগতে হচ্ছে সেখানে এই মানুষগুলো আগামীতে কী খেয়ে বাঁচবে সেই কথা চিন্তা করুন। নগর উন্নয়ন এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন একইসঙ্গে ভাবুন এবং নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

সমস্যা রয়েছে, উভয় দিক থেকেই সমাধান করার আগে সেটা মাথায় রাখতে হবে। একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হিসাবে দারিদ্র্য খুব সামনে থেকে দেখেছি। মনের ইচ্ছা সবাই ভালো থাকুক। খুশিতে থাকুক। মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে তাঁরা সব থেকে ভালো জীবন পেয়েছেন সেই গর্ব নিয়ে বাঁচুন এটাই চাই।

যানজট সামলাতে হিমসিম পুলিশ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ জানুয়ারি : মাটিগাড়া বালাসন সেতু থেকে দার্জিলিং মোড় অবধি যাতায়াত করা বর্তমানে বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে অফিস টাইম এবং বেলা ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত।

শিলিগুড়ি কমিশনারেটের বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায় বলেন, 'বালাসন সেতু থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত চার লেনের এলিভেটেড করিডর তৈরির কাজ চলছে। এজন্য সড়ক সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তারজন্য যানবাহন চলাচলে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।'

সোমবার দেখা গেল, মাটিগাড়া বালাসন সেতুর পশ্চিমে উড়ালপুলের মুখ থেকে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন বালাসন সেতুর পূর্বদিকে খাপরাইল মোড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। আবার খাপরাইল মোড় থেকে উত্তরায়ণের সামনের এলাকা ছাড়িয়ে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত যানবাহনের দীর্ঘ লাইন। প্রতিটি স্থানেই ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিকে, খাপরাইল মোড়ে যানজটে আটকে গাড়িতে বসেই টেনশনে ঘামছিলেন মানস রায়। সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছাতে না পারলে দিল্লিগামী বিমানে যে আর ওঠাই হবে না তাঁর। মানসের মতোই বিমানবন্দরগামী অন্যান্য গাড়ির যাত্রীদের সকলেই তখন উদ্বিগ্ন। বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায় বলেন, 'ছুটি শেষ হয়ে এদিন অফিস, স্কুল খুলেছে বলে গাড়ির সংখ্যা বেশি।'

ছুটির দাবি

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণার আর্জি জানাল শিলিগুড়ি শিখ ইউথ ফোরাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির। এই বছর শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু গোবিন্দ সিংয়ের আর্বিভাব দিবসটিকে রাজ্য সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক ছুটির (সেকশনাল হলিডে) তকমা দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে ২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারিতে তপসিয়ায় সংঠনের তরফে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তাতে তাদের ধর্মগুরুর জন্মজয়ন্তীতে রাজ্য সরকারের ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণার আর্জি জানানো হয়েছিল। এরপরে ২০২৪ সালে ১৭ জানুয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও আর্জি জানান তাঁরা। শেষমেশ আঞ্চলিক ছুটির তকমা মিলেছে। তবে এদিন সম্পূর্ণ ছুটির আর্জি জানাচ্ছেন তাঁরা। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে এই দাবি তুলে ধরা হয়। সেই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরশ পাল, গুরুবিন্দর সিং ভারওয়াজ, রুপিন্দর সিং গিল প্রমুখ।

নবীনবরণ

শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : মিষ্টিমুখ করিয়ে নবীন পড়ুয়াদের বরণ করে নিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়ন কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সোমবার স্কুলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। প্রধান শিক্ষিকা সুনন্দা ভৌমিক বললেন, 'আনন্দ-উচ্ছ্বাসে দিনটি কাটিয়েছে খুদেরা।'

ALAM NURSING HOME

ISLAMPUR, UTTAR DINAJPUR, WEST BENGAL

1. WE STARTED MODERN SURGERIES FROM 2000. LIKE
i. LAP. CHOLE.
ii. E.R.C.P.
iii. KIDNEY STONE & PROSTATE BY T.U.R.P.
iv. LAPAROSCOPIC GYNE. OPERATIONS.

2. FOR LAST 15 yrs WE ARE DOING SUCCESSFULLY
i. PANCREATIC STONE
ii. LAP. CBD STONE
iii. INTRAHEPATIC BILLARY STONE'S BY LAPAROSCOPY OR OPEN SURGERY WITH URS
iv. HYDATID CYST OF LIVER BY LAPAROSCOPY
v. FISTULA IN ANO (HIGHEST SUCCESS RATE APPROX. 95%)
vi. CA RECTUM WITHOUT PERMANENT COLOSTOMY

TILL TODAY OUR SUCCESS RATE IS AS PER NATIONAL STANDARD

3. LASER'S FOR: i. UROLOGY, ii. PILES & FISTULA
COMING SOON

Appointment: 9932263281
9064195744 / 9434077038

নতুন বছরে কোন জুটি করবে

বাজিমাত

নতুন বছর। নতুন জুটি। সেই নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা বলিউডে। তাতে স্টারকিডরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন প্রতিষ্ঠিতরা। লিখছেন শবরী চক্রবর্তী

প্রতি বছর অজস্র ছবি হয় বি-টাউনে। ছবির হিট ফ্লপের সঙ্গে আরও একটি বিষয় চোখ টানে, তা হল জুটি। শুধু জুটিকে দেখতেই অনেক সময় দর্শক হলে ভিড় করেন। নতুন বছরেও একাধিক নতুন আঙ্গিকের জুটির দেখা পাওয়া যাবে। পিরিয়ড ড্রামা, রোমান্টিক কমেডি, অ্যাকশন সব ধারাতেই সেই এক্সপেরিমেন্ট দেখা যাবে।

জুনেইদ খান, খুশি কাপুর

আমির খান পুত্র ও বনি-শ্রীদেবী কাপুরের কনিষ্ঠা কন্যাকে একসঙ্গে দেখা যাবে লাভইয়াপ্পা ছবিতে। পরিচালক অদ্বৈত চন্দন। ইতিমধ্যেই ছবির প্রথম গান লাভইয়াপ্পা প্রকাশিত, দর্শকও দারুণ খুশি পর্দায় এই দুই স্টারকিডের রসায়ন দেখে। প্রসঙ্গত, ছবির ট্রেলার বা টিজার এখনও বেরোয়নি। ছবির প্রথম গানটি দেখেই পুরো ছবি দেখার জন্য দর্শক আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ভিকি কৌশল, রশ্মিকা মন্দানা

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জীবনের গল্প নিয়ে ছবি ছাবা। তাতেই থাকছেন ভিকি কৌশল ও রশ্মিকা মানডানা। এই ঐতিহাসিক ছবিতে ভিকি হয়েছেন শিবাজি, যেসুবাঈ ভোঁসলে হয়েছেন রশ্মিকা। পরিচালনায় লক্ষ্মণ উটেকর।

হৃত্বিক রোশন, কিয়ারা আদবানি

ছবির নাম ওয়ার ২। এই স্পাই থ্রিলারে উল্লিখিত দুজন নায়ক নায়িকাকে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে। ছবির পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়। মুক্তি অগাস্টে।

আদিত্য রায় কাপুর, সারা আলি খান

অনুরাগ বাসুর ছবি মেট্রো...ইন দিনোঁ-তে আদিত্য আর সারাকে দেখা যাবে। একটু আলাদা কম্বিনেশন। লাইফ ইন মেট্রো-র রেশ নিয়েই এই ছবি এবং এতে আছে চারটি আলাদা আলাদা প্রেমের গল্প। ছবির মুক্তি হবার কথা ছিল ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে। কিন্তু অনেকবারই তারিখ পিছিয়েছে। এবার সম্ভবত মুক্তি পাবে চলতি বছরের গোড়ায়।

শাহিদ কাপুর, পূজা হেগড়ে

একেবারেই ভিন্ন ধরনের জুটি। ছবির নাম দেবা। এতেই দুজনকে দেখা যাবে। এখানেই শেষ নয়, এই ছবির অন্য আকর্ষণ—রোশন অ্যানড্রু। মালায়ালাম ছবির এই বিশিষ্ট পরিচালক এই ছবি দিয়েই হিন্দি ছবি পরিচালনায় প্রথম পা ফেলবেন। ছবির মুক্তি ৩১ জানুয়ারি।

ধনুষ, কৃতি শ্যানন

আনন্দ এল রাই পরিচালিত তেরে ইশক মে-তে এই নায়ক-নায়িকা জুটি বাঁধছেন। ছবির কেন্দ্রে আছে প্রেমের গল্প। রনঝনা আর আতরঙ্গী রে ছবি দুটির পর তৃতীয় ছবিতে আবার আনন্দ ও ধনুষ এই ছবিতে হাত মিলিয়েছেন। মুক্তি পাবে চলতি বছর।

সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, জাহ্নবী কাপুর

ছবির নাম পরম সুন্দরী। পরিচালনায় তুষার জলোটা। এই রোমান্টিক ছবিতে সিদ্ধার্থ সফল বিজনেসম্যান, আর জাহ্নবী কেরালার এক শিল্পী। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণকেই তুলে ধরা হচ্ছে ছবিতে।

স্ত্রী নেই পাশে, রহমানের মন কেমনের জন্মদিন

সায়রা ছাড়া এটাই রহমানের প্রথম জন্মদিন। স্ত্রীর সঙ্গে সুরের জাদুকরের বিচ্ছেদ ঘটেছে গত বছরের শেষের দিকে। তাই ৫৭ বছরে পা রেখেও মন ভালো নেই তাঁর। তবু সময় কি আর থেমে থাকে?

জন্মদিনে শিল্পীর সহকর্মীরা তো বটেই, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে তাঁর ভক্তরা তাঁকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন। তবে এই সব শুভেচ্ছা বার্তার ভিড়ে দর্শকদের মন কেড়েছে প্রখ্যাত কোরিওগ্রাফার প্রভুদেবার বার্থডে উইশ। রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে দুটি ছোট বাচ্চা আনন্দের সঙ্গে 'মোকাবিলা' গানটিতে নাচছে। এই গানটি এ আর রহমানের সুর করা, পাশাপাশি গানটি গেয়েছেনও তিনি। তবে এখানেই এর বিশেষত্ব শেষ হয়ে যায় না, কারণ পর্দায় 'মোকাবিলা'র তালে তাল মিলিয়ে নেচেছিলেন প্রভুদেবা স্বয়ং। আর এবার সেই গানের তালে দুটি বাচ্চার নাচের ভিডিয়ো পোস্ট করে প্রভুদেবা লিখেছেন, 'এমনকী বাচ্চারাও এখন এআর রহমান স্যারের জন্য নাচছে। তাঁর জাদু, সবসময় কাজ করে। আমরা আপনাকে ভালোবাসি, স্যার। আপনাকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা।'

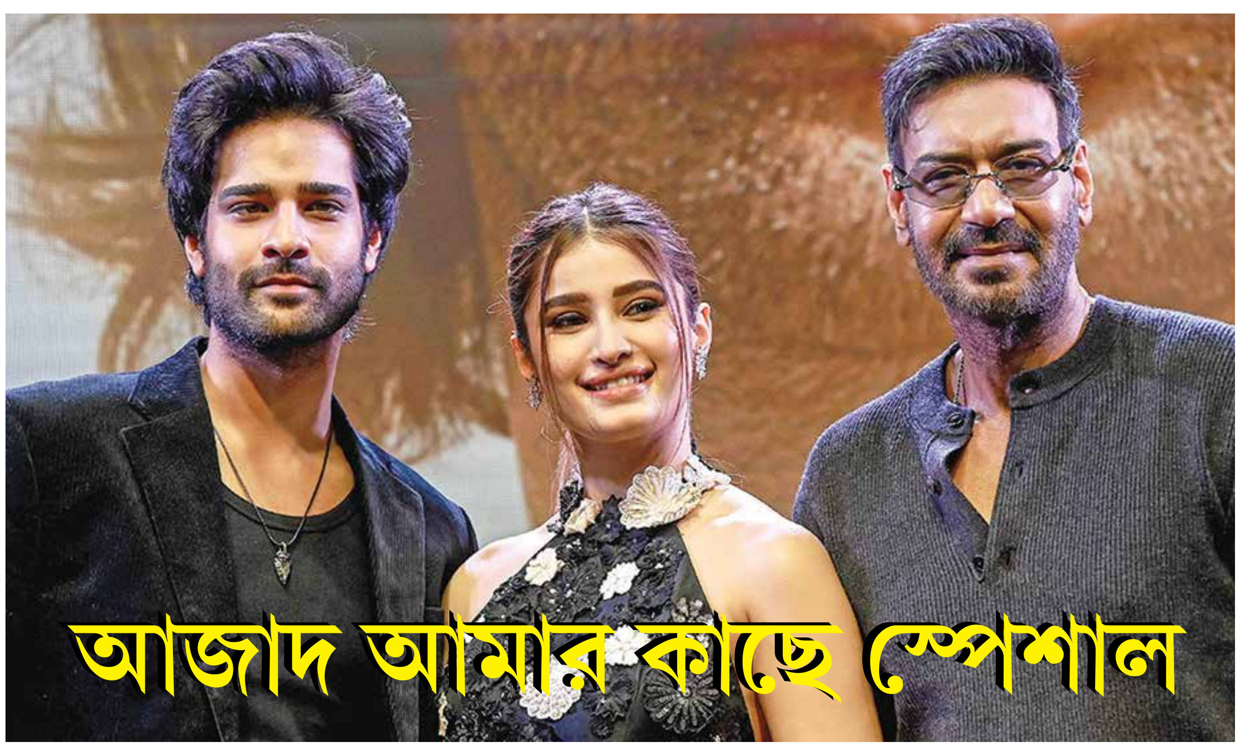

আজাদ আমার কাছে স্পেশাল

এমনই বক্তব্য রেখেছেন অজয় দেবগণ। নতুন বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত ছবি আজাদ। অজয় দেবগণ ছবির একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু ছবির প্রধান আকর্ষণ দুই নবাগত—আমন দেবগণ ও রাশা থাডানি। আমন অজয়ের ভাইপো, রাশা অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডনের মেয়ে। আগেই ছবির গান প্রকাশ পেয়েছে। রাশার অভিনয়ে নেটমহল একটু দ্বিধাবিভক্ত বটে, কিন্তু ছবির আকর্ষণ তাতে কমেনি। ছবির কেন্দ্রে আছে একটি ঘোড়া। এছাড়া ছবিতে আছে ডাকাত, ডাকাতি, ইংরেজ আমলের সামাজিক অবস্থা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিটোল প্রেম।

অজয় বলেছেন, 'আজাদ আমার কাছে বিশেষ একটা ছবি। ছবির বিষয়টা ভীষণই আকর্ষণীয়, এই ছবিতে নাটক, ভিস্যুয়ালস, রোমাঞ্চ সব আছে এবং তা দর্শকদের মনোরঞ্জন করবেই। আর একটি কারণ, ছবিতে দুই স্টারকে লঞ্চ করা হয়েছে। এক, আমার ভাইপো আমন, যে আমার ছেলেরই মতো, অন্যজন রাশা, রবিনা ট্যান্ডনের মেয়ে। দুজনেই খুব ট্যালেন্টেড, দুজনই খুব ভালো কাজ করেছে ছবিতে।'

ছবির পরিচালক অভিষেক কাপুর। অজয় তাঁরও প্রশংসা করে বলেছেন, 'অভিষেক নতুনদের লঞ্চ করেন, অনেক তারকার জন্ম হয়েছে তাঁর হাতে। তিনি ভীষণ ভালো গাইড। আমন আর রাশাও তাঁর পরিচালনায় ভালো কাজ করেছে।' অভিষেকও বলেছেন, অজয় ছবির চরিত্রের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। রাশা বলেছেন, 'আমি এই ছবির খবর প্রকাশের পর নেটমহল থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। ইউনিটের সবার কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি।' আমন বলেছেন, 'প্রথমে অজয়জির সঙ্গে শট দিতে গিয়ে খুব ভয় পেয়েছিলাম, পরে উনিই ভয় কাটিয়ে দেন।' আজাদ ১৭ জানুয়ারি ২০২৫-এ মুক্তি পাবে।

সলমন, মহেশের হাত ধরে ফতেহ ছবির ট্রেলার

সোনু সুদের আগামী ছবি ফতেহর দ্বিতীয় ট্রেলার এল প্রকাশ্যে। বলিউড সুপারস্টার সলমন খান ও দক্ষিণের মহেশবাবুর হাত ধরে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ছবির আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মর্মস্পর্শী কাহিনি, ভিশ্যুয়াল, দারুণ অভিনয় সমৃদ্ধ এই ছবির প্রথম ট্রেলার প্রকাশিত এবং মানুষ তাকে পছন্দ করেছে। এবার দ্বিতীয় ট্রেলারও ছবি সম্পর্কে মনুষের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। মহেশবাবুর সঙ্গে সোনু এর আগে ২০০৫-এর তেলুগু ছবি আতাদু-তে কাজ করেছেন। আবার দাবাং ছবিতে সোনুর সঙ্গে পুলিশ সলমনের শত্রুতাও দারুণ আনন্দ দিয়েছে দর্শককে। এই দুই মহারথীর সঙ্গে সোনুকে আবার দেখে উল্লসিত নেটমহল। সলমন ও মহেশ দুজনেই তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফতেহর ট্রেলার শেয়ার করেছেন, তাতে সোনুর রক্তাক্ত মুখ ইতিমধ্যেই দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

লাভইয়াপ্পার ট্রেলার মুক্তি আমির খানের হাতে

আমির খান পুত্র জুনেইদ খান ও বনি-শ্রীদেবী কাপুর কন্যা খুশি কাপুরের ছবি লাভইয়াপ্পার ট্রেলারের শুভমুক্তি হবে আমির খানের হাতে। আগামী ১০ জানুয়ারি মুক্তি পাবে ট্রেলার। নির্মাতাদের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে এই খবর। ইতিমধ্যে ছবির টাইটেল ট্র্যাক বেরিয়ে গিয়েছে, সেটি দর্শকমহলে সমাদৃতও হয়েছে। নতুন বছর যেসব ছবিগুলির দিকে নজর আছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। জুনেইদ-খুশি জুটিও দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। এখন পর্দায় তাদের রসায়ন দেখার পালা। ছবিতে আছে মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প, দারুণ মিউজিক, সঙ্গে সুন্দর ভিশ্যুয়াল। সবদিক থেকেই লাভইয়াপ্পা দর্শকদের মন ছুঁতে তৈরি। ছবির মুক্তি প্রেমের মাস ফেব্রুয়ারিতে।

নতুন বছরে বাংলায় বড় ঘোষণা

উইন্ডোজ-এর ছবি ভালোবাসেন? 'বহুরূপী' নিয়ে মুগ্ধ? তাহলে আপনার জন্য দারুণ সুখবর। এ বছরটা একেবারে জমিয়ে দেবে উইন্ডোজ। এর মধ্যেই গ্রীষ্মের ছবির নাম ঘোষণা করে দিল উইন্ডোজ প্রোডাকশন। গরমের ছুটিতেই আসছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়ের ছবি 'আমার বস'। আর এই ছবির হাত ধরেই বাংলা সিনেমার দুনিয়ায় ফিরছেন রাখি গুলজার। তাই এই ছবি নিয়ে চর্চা ছিল শুরু থেকেই। অবশেষে ছবিমুক্তির কথা জানালেন শিবপ্রসাদ।

এখানেই শেষ নয়, ৬ জানুয়ারি সোমবার, সপ্তাহের প্রথম দিনেই উইন্ডোজ প্রোডাকশন-এর তরফে আরও একটা বড় ঘোষণা করা হয়েছে। সেটা হল এবার সিনেপ্রেমী দর্শকদের জন্য বছরে মোট ৩টি ছবি আনবে প্রযোজনা সংস্থা। যার একটি মুক্তি পাবে গ্রীষ্মে, বাকি ২টোর একটি পুজোতে অন্যটি ক্রিসমাসে মুক্তি পাবে।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় শিবপ্রসাদ লেখেন, 'নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা। আজ থেকে কাজের দিন শুরু হল। এই বছর আপনাদের সঙ্গে উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউসের বড়পর্দায় দেখা হবে তিনবার। বেশ কিছু বছর পর আবার গ্রীষ্মে মুক্তি পাবে নন্দিতা রায় ও আমার ছবি, 'আমার বস'। বাকি দুটো ছবির অ্যানাউন্সমেন্ট আসছে খুব শিগগিরই।'

তবে গ্রীষ্মের ছবির কথা ঘোষণা করা হলেও পুজো ও ক্রিসমাসের ছবির নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে ছবি যাই হোক, একটা বিষয় পাক্কা, এবার পুজোতে উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ছবির সঙ্গে লড়াই হতে চলেছে এসভিএফ ও দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্সের পুজোর ছবি রঘু ডাকাত-এর।

বিনোদিনীর নামে রুক্মিণীর পুজো

'প্রায় ১৪০ বছরের অপেক্ষার অবসান। মানত করা হয়েছিল, যত বছর বিনোদিনী দাসী তাঁর যোগ্য সম্মানের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন ঠিক ততগুলো প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো দেওয়া হবে। আজ সেই মনস্কামনা পূরণ হয়েছে তাই ১৪১টি প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো দেওয়া হল।' দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো দেওয়ার পরে লিখলেন রুক্মিণী মৈত্র।

বিনোদিনীর নামে স্টার থিয়েটারের নামকরণ হওয়াতে রুক্মিণী এবং পরিচালক রামকমল মুখার্জি দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে এলেন। প্রসঙ্গত, বহুবছর আগে শোনা যায় বড়পর্দায় 'বিনোদিনী' হয়ে ধরা দিতে চলেছেন রুক্মিণী। তারপর ২০২২-এর সেপ্টেম্বর মাসে 'বিনোদিনী' বেশে অভিনেত্রী ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো হইচই শুরু হয়ে যায় বিনোদন জগতে। সে সময়ই প্রথমবার বিনোদিনী রূপে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন রুক্মিণী। ২০২৩-এর মার্চে শেষ হয়েছিল ছবির শ্যুটিং। এরপর গত বছরে দীপাবলিতে প্রকাশ্যে আসে 'বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান'-এর টিজার। সেখানেই নটীর বেশে, অভিনেত্রী আবারও নজর কাড়েন। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি।

ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা যশস্বীর

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও অনিশ্চিত বুমরাহ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি এখন ইতিহাস। সেই ইতিহাস হয়ে যাওয়া সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার জন্য শুধুই আঁধার।

ব্যাটাররা চূড়ান্ত ব্যর্থ। বোলারাও দলকে পর্যাপ্ত ভরসা দিতে পারেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম জসপ্রীত বুমরাহ। পাঁচ টেস্টের সিরিজে ১৫১.২ ওভার বল করে ৩২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। অথচ, তারপরও দলকে সিরিজ জেতাতে পারেননি। পিঠের চোটের কারণে সিডনি টেস্টের শেষ দিনে সাজঘরে থাকলেও মাঠে নামতে পারেননি তিনি। বুমরাহকে ছাড়া ভারতীয় বোলিংয়ের বেহাল দশাও দেখে ফেলেছে দুনিয়া।

বুমরাহর পিঠের চোট কতটা গুরুত্বপূর্ণ? জানা গিয়েছে, তাঁর পিঠের চোটের জন্য ভারতীয় দলের চিকিৎসক, ফিজিওর পাশে অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তাররাও অন্তত তিন সপ্তাহ পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে দেশের মাটিতে আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজেও ঘোরতর অনিশ্চিত বুমরাহ। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজই শুধু নয়, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে নির্ধারিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও অনিশ্চিত বুমরাহ। টানা পাঁচ টেস্ট খেলার পর বুমরাহ নিজেও এখন বিশ্রাম চাইছেন বলে খবর। তিনি তাঁর ভাবনার কথা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকেও জানিয়েছেন। আগামী ১২ জানুয়ারির মধ্যে সব দলকেই আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করতে হবে। সেই স্কোয়াড ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরিবর্তন করা যাবে। বুমরাহকে রেখে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা হয় কিনা, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে প্রবল আগ্রহ রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ায় ফিরবেন কিনা, তাঁর পিঠের সমস্যা তার মধ্যে মিটে যাবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে।

প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে এসে অনেক কিছু শিখলাম। প্রচুর অভিজ্ঞতাও হল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সিরিজ জিততে পারিনি। কিন্তু তারপরও বলছি, আরও শক্তিশালী হয়ে আগামীদিনে আমরা দল হিসেবে ঘুরে দাঁড়াবই।

যশস্বী জয়সওয়াল

তার আগে আজ টিম ইন্ডিয়ার আগামীর তারকা তকমা পেয়ে যাওয়া ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য আগামীর সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে যাই হয়ে থাকুক না কেন, এই ভারতীয় দল আগামীদিনে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, এমন কথাই আজ শোনা গিয়েছে ওপেনার যশস্বীর মুখে। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার বলেছেন, 'প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে এসে অনেক কিছু শিখলাম। প্রচুর অভিজ্ঞতাও হল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সিরিজ জিততে পারিনি। কিন্তু তারপরও বলছি, আরও শক্তিশালী হয়ে আগামীদিনে আমরা দল হিসেবে ঘুরে দাঁড়াবই।'

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও পরে অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতা টিম ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হাতছাড়া হওয়ার পর আপাতত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা ও পরিকল্পনায় জুন-জুলাইয়ের ইংল্যান্ড সিরিজ। সেখানেও পাঁচ ম্যাচের কঠিন টেস্ট সিরিজের চ্যালেঞ্জ অপেক্ষায় রয়েছে ভারতীয় দলের। বিলেতে সেই টেস্ট সিরিজের মাধ্যমেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরবর্তী পর্বের অভিযান শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট টেস্ট জয়ের মন্ত্রের সন্ধানে রয়েছে। বিদেশের মাটিতে টেস্টের সময় ব্যাটারদের রান পাওয়ার পাশাপাশি বোলারদের ধারাবাহিকতা কীভাবে আনা যায়, তা নিয়ে সিডনি টেস্টে হারের পরই সাজঘরে এক রাউন্ড আলোচনা করেছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক প্রধান আগারকার।

সেই বৈঠকের ফল কী হতে চলেছে, হয়তো আগামীদিনে সেটা স্পষ্ট হবে। সঙ্গে কোচ গম্ভীরের জমানায় ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, তার দিশাও মিলবে।

রবিবার খেলা শুরুর আগে শ্যাডো বোলিং করলেও সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিনে বল হাতে দেখা যায়নি জসপ্রীত বুমরাহকে।

তারকা-পুজো এবার বন্ধ হোক : সানি

চোটের জন্য হরভজন দুষছেন ম্যানেজমেন্টকে

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : স্বপ্নের বোলিং। একার হাতে প্রায় দলকে সিরিজে লড়াইয়ে রাখা। সিরিজ সেরার পুরস্কার, ঝোলায় ৩২ উইকেট। যদিও ট্রফি হাতছাড়ার সঙ্গে ফিরতে হয়েছে পিঠের চোট নিয়ে। পরবর্তী ইংল্যান্ড সিরিজ তো অবশ্যই, কবে ফিরবেন, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা। মাস ঘুরলে ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। চিন্তা সেখানেও বুমরাহকে পাওয়া নিয়ে।

বুমরাহর যে চোটের জন্য সরাসরি টিম ম্যানেজমেন্টকেই দুষলেন হরভজন সিং। গোটা সিরিজে ১৫০-এর বেশি ওভার বল করতে হয়েছে। দিনে ৮-৯টা স্পেলও পর্যন্ত করতে হয়েছে। বাড়তি ধকলের ফল পিঠের চোট। হরভজন বলেন, 'আখ থেকে যেমন রস নিঙরে বের করা হয়, সেভাবে বুমরাহকে এই সিরিজে ব্যবহার করা হয়েছে। ট্রাভিস হেড ক্রিজে তো বুমরাহকে আনো। মার্নাস লাবুশেন তো বুমরাহর হাতে বল। স্মিথের ক্ষেত্রেও তাই। ফল, নির্ণায়ক টেস্টের নির্ণায়ক দিনে বুমরাহ নেই বল হাতে।'

সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, যতদিন দ্রাবিড় দায়িত্ব সামলেছেন। বিশ্বকাপও জিতেছে। পারফরমেন্সে ধারাবাহিকতা। প্রশ্ন, হঠাৎ সেই দলটার কী হল? গত ছয় মাসে আমরা শ্রীলঙ্কায় গিয়ে হেরেছি। নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছি। এবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-১ হার।

হরভজন সিং

হরভজনের অভিযোগ, বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকে গুরুত্ব দেননি গৌতম গম্ভীররা। দিলে এই পরিণতি হত না। প্রাক্তন স্পিনারের দাবি, 'অস্ট্রেলিয়া হয়তো পঞ্চম টেস্ট জিতত, কিন্তু বুমরাহ বল করলে টার্গেটে পৌঁছোতে ওদের গোটা আটেক উইকেট পড়ত। জিততে আরও ঘাম ঝরাতে হত। তোমরাই (গম্ভীররা) বুমরাহর পিঠের বারোটা বাজিয়েছ। বুমরাহকে কত ওভার বল করানো যেতে পারে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি।'

সিডনিতে জোড়া স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি নিয়েও গম্ভীরদের বিঁধলেন। হরভজনের যুক্তি, ভুলভাল দল নির্বাচন। সবুজ পিচ। খালি চোখেও যা পরিষ্কার। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কাটানোর পর কীভাবে এরকম ভুল হয় গম্ভীরের, অবাক প্রাক্তন স্পিনার। এরপরই তোপ, 'সাজঘরে বসে থাকা ভদ্রলোকেরা যদি সহজ জিনিসটা না বুঝতে পারে, তাহলে ওখানে কী করতে আছে? এটা টি২০ ক্রিকেট নয়, টেস্ট, বোঝা উচিত ছিল।' এরপর রাহুল দ্রাবিড় জমানার প্রসঙ্গ টেনে হরভজনের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, 'সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, যতদিন দ্রাবিড় দায়িত্ব সামলেছেন। বিশ্বকাপও জিতেছে। পারফরমেন্সে ধারাবাহিকতা। প্রশ্ন, হঠাৎ সেই দলটার কী হল? গত ছয় মাসে আমরা শ্রীলঙ্কায় গিয়ে হেরেছি। নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছি। এবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-১ হার।'

সুনীল গাভাসকার অপরদিকে তারকা-পুজোর ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতি বন্ধের দাবি তুললেন। প্রাক্তনের ধারণা, পরবর্তী ৮-১০ দিন ঘটনাবহুল হতে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তবে তারকা-পুজো বন্ধ হওয়া উচিত এখনই। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিই ফোকাস, দায়বদ্ধতা থাকা উচিত।

কথায় কথায় বিরাট, রোহিতদের ছুটি নেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বলেন, 'প্রকৃত অসুস্থতা ছাড়া প্রতি ম্যাচে খেলতে হবে। কেউ যদি দলের প্রতি দায়বদ্ধ না হয়, তাহলে তাকে দলে রাখাই উচিত নয়। এমন প্লেয়ার দরকার নেই, যে সিরিজের কয়েকটা খেলবে, বাকি সময় অন্যত্র কাটাবে। বোর্ডের উচিত বিষয়টি খেলোয়াড়দের পরিষ্কার করে দেওয়া। দুই নৌকোয় পা দিলে হবে না।'

পেসারদের সিরিজে সেরা জসপ্রীত : পন্টিং

রোহিতকে চাপে ফেলেই বাজিমাত

একদশক পর ভারত-বধ। দীর্ঘদিন ধরে দলের মূল প্লেয়ারদের ধরে রাখার সুফল। বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার বোলিং। ওরা একত্রে যত উইকেট নিয়েছে, তা দুর্দান্ত।

মাইক হাসি

সিডনি, ৬ জানুয়ারি : দীর্ঘ ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার।

নামের পাশে ১৬৮টি টেস্ট, চারশোর কাছাকাছি সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটের ম্যাচ। ২৭ হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক রান। সেই রিকি পন্টিং মনে করেন, পেসারদের দাপট দেখানো এমন সিরিজ আগে কখনও দেখেননি। আর গতিময় যে সিরিজের মুকুট নিঃসন্দেহে জসপ্রীত বুমরাহর প্রাপ্য। বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অজি অধিনায়কের মতে, অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারকে বুমরাহর সামনে অসহায় লাগছিল।

২৮.৩৮ স্ট্রাইক রেটে ৩২ উইকেট নিয়েছেন। ছুঁয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় পেসার হিসেবে কপিল দেবের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেটের (৩২টি) নজির। সেই বুমরাহকে নিয়ে পন্টিং বলেছেন, 'আমার দেখা সেরা ফাস্ট বোলিং সিরিজ। মানছি পেস সহায়ক পরিস্থিতি ছিল। দুই দলের একঝাঁক দুরন্ত ফাস্ট বোলার। প্রত্যেকেই তাদের সেরাটা দিয়েছে। তবে বাকিদের তুলনায় বুমরাহ ব্যাটারদের কাজ সবথেকে কঠিন করে দিয়েছে।'

কেরি ও'কিফি আবার একদশক পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ফেরানোর পিছনে প্যাট কামিন্সদের রোহিত-স্ট্র্যাটেজিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রাক্তন অজি স্পিনারের মতে, প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে টার্গেট করা বরাবরের পরিকল্পনা অস্ট্রেলিয়ার। সম্প্রতি শান মাসুদ (পাকিস্তান), টিম সাউদি (নিউজিল্যান্ড), ক্রেগ ব্রেথওয়েটরা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) যে ফাঁদে পা দিয়েছে। প্রভাব পড়েছে দলগত পারফরমেন্সে। এবার সেই তালিকায় রোহিত শর্মাও। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার বদলে টানা ব্যর্থতায় দলকে বেকায়দায় ফেলেছেন। প্রভাব পড়ে ভারতীয় দলের খেলায়। ফল সবার সামনে।

ও'কিফি বলেন, 'প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে চাপে রাখা অস্ট্রেলিয়া দলের বরাবরের স্ট্র্যাটেজি। গতবার আজিঙ্কা রাহানেকে টার্গেট করলেও তা সফল হয়নি। রাহানের ভারতীয় দল সিরিজ জিতে ফেরে। রোহিত কিন্তু পারেনি। বুমরাহও নেতৃত্ব দিয়েছে এই সিরিজে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা কাজে না আসলেও রোহিত নেতৃত্বে ফিরতেই উলটো ছবি।'

মাইক হাসির মুখে আবার প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের সাম্প্রতিক ধারাবাহিক সাফল্যের প্রশংসা। 'মি. ক্রিকেট' বলেন, 'গত কয়েক বছরে প্রায় সবকিছুই জিতেছে এই অজি দল। অ্যাসেজে সাফল্য পেয়েছে। ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপও। এবার একদশক পর ভারত-বধ। দীর্ঘদিন ধরে দলের মূল প্লেয়ারদের ধরে রাখার সুফল। বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার বোলিং। ওরা একত্রে যত উইকেট নিয়েছে, তা এককথায় দুর্দান্ত।'

হরিয়ানা ম্যাচে খেলবেন অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : হায়দরাবাদ থেকে বিমানে আহমেদাবাদ। সেখান থেকে সড়কপথে বরোদা। দুপুরে রওনা হয়ে রাতের দিকে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার লক্ষ্যে বরোদায় পৌঁছে গেল বাংলা দল। পুরো দল একসঙ্গে গেলেও মহম্মদ সামি যাননি দলের সঙ্গে। তিনি হায়দরাবাদ থেকে ব্যক্তিগত কাজে মুম্বই গিয়েছেন। আগামীকাল মুম্বই থেকে সামি বরোদায় বাংলার ক্রিকেট সংসারে যোগ দেবেন বলে খবর। হায়দরাবাদ থেকে বরোদায়

বরোদায় পৌঁছে গেল বাংলা

বাংলা পৌঁছানোর পরই বাংলা দলের জন্য এসেছে সুখবর। জানা গিয়েছে, সিডনি থেকে সরাসরি বরোদায় হাজির হতে চলেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রাতের দিকে বরোদা থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'অতীতের ভুল শুধরে সামনে তাকাতে হবে আমাদের। নকআউট পর্ব সবসময়ই কঠিন। সঠিক পরিকল্পনা করে মাঠে নামতে হবে। হয়তো প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আমরা অভিমন্যুকে পেয়ে যাব দলে।' জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার হরিয়ানা ম্যাচের আগের দিন বরোদায় পৌঁছে যাবেন অভিমন্যু।

টানা চার ম্যাচ জয়ের মাধ্যমে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ছুটছিল বাংলার বিজয়রথ। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে মন্থর ব্যাটিংয়ের সুবাদে মুখ থুবড়ে পড়ে দল। সেই ধাক্কা সামলে নকআউট পর্বের লক্ষ্যে আজই বরোদায় পৌঁছে গেল বাংলা দল।

গম্ভীরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন যোগরাজের

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শ রোহিতের কোচের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : ছন্দে ফিরতে ঘরোয়া ক্রিকেটে সময় দাও।

সিরিজ শেষে গতকাল দুই তারকা বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার উদ্দেশে সেই বার্তা দিয়েছিলেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। এদিন তারই প্রতিধ্বনি রোহিতের ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের গলায়। শেষ ৬টি টেস্টে রোহিতের সংগ্রহ মাত্র ১২২ রান। এর মধ্যে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ৫ ইনিংসে মাত্র ৩১। শেষ ম্যাচে ফর্মের কারণে সরে যেতে বাধ্যও হন।

পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে অবসর সময়ে বা সিরিজের আগে ঘরোয়া ম্যাচ খেলা উচিত বলে মনে করেন দীনেশ। ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমার ধারণা রোহিতের জোড়া লক্ষ্য- এক, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা। দুই, ওডিআই বিশ্বকাপ। নাহলে টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর সব ফরম্যাট থেকে সরে দাঁড়াত। কিন্তু ও শুধু টি২০ থেকে অবসর নিয়েছে। আর অস্ট্রেলিয়ায় রোহিত একা শুধু সমস্যায় পড়েনি। আসলে ওর উচিত টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির জন্য অন্তত একটা-দুটো ঘরোয়া ম্যাচ খেলা।'

রোহিতকে বিশ্ব ক্রিকেটের পাদপ্রদীপের আলোয় পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম কারিগর দীনেশ লাড আরও দাবি করেন, 'টি২০ ক্রিকেট ব্যাটারদের ব্যাটিং-মানসিকতায় বিশাল রদবদল এনেছে। রোহিত টেকনিকের দিক থেকে যথেষ্ট ভালো। গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রানও পেয়েছে। আসলে ব্যর্থ হলেই সমালোচনা শুরু। যদি সিরিজ জিতত অধিনায়ক রোহিতকে নিয়ে প্রশংসার ঢেউ বইত। হারলেই কিছু বোঝে না নেতৃত্বের!'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ৫ ইনিংসে ব্যাট করে মাত্র ৩১ রান করেছেন রোহিত শর্মা।

এদিকে বিরাট কোহলির দৃষ্টিকটু ভুলের পুনরাবৃত্তি নিয়ে গৌতম গম্ভীরের দিকে আঙুল তুলছেন যোগরাজ সিং। যুবরাজের বাবা ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজের মতে, ভুলটা শুধরে দেওয়া হেডকোচের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উচিত ছিল শুধু টেকনিক নয়, মানসিকভাবেও বিরাটকে দিশা দেখানো। যদিও তা যে হয়নি, পরিষ্কার বিরাটের ভুলের বহরে।

যোগরাজ সিং বলেন, 'ভারতীয় দলে যারা খেলছে, যারা সুযোগ পাচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড়। ওদের নতুন করে কিছু শেখানোর, কোচিং করানোর প্রয়োজন নেই। দরকার এমন একজনকে, যিনি ম্যান ম্যানেজমেন্টে দক্ষ। যত বড়ই ক্রিকেটার হোক না কেন, কোনও কোনও সময় মানসিক বাধা তৈরি হয়, যা ভালো খেলার অন্তরায়। যে পরিস্থিতিতে হেডকোচের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।'

যোগরাজের মতে, গম্ভীরের উচিত ছিল বিরাটকে নিয়ে নেটে একা চলে যাওয়া। বুঝিয়ে বলা কোথায় ভুল হচ্ছে। কী করা উচিত। ভারতীয় পিচে যে শট খেলা নিরাপদ, তা ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পিচে নাও হতে পারে। অজি সফরে অফস্টাম্পের বাইরের বল আলতো পুশ করে খেলা বিরাটের প্রবণতা যেমন। গম্ভীরের বলা উচিত ছিল, বিরাট এই শট খেলো না। বল ছেড়ে দাও। কিন্তু বিরাট, রোহিতকে তা বলার মতো কেউ ছিল না দলে।

লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে এক পয়েন্ট এনে দেন আমাদ ডিয়ালো।

ধারাবাহিক হতে মরিয়া লাল ম্যাঞ্চেস্টার

লিভারপুল, ৬ জানুয়ারি : অবনমনের আশঙ্কায় ভুগতে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মুখোমুখি হওয়ার আগেও সতর্ক ছিলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'কোনও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওদের নতুন কোচ। ছন্দে ফিরতে সময় লাগবে ঠিকই, তবে সেটা আমাদের বিরুদ্ধেও তো হতে পারে।' রবিবার রাতে অ্যানফিল্ডে স্লটের সেই কথাই ফলে গিয়েছে। দুরন্ত ছন্দে থাকা লিভারপুলকে রুখে একপ্রকার চমকই দিয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

শেষ তিন ম্যাচে যে ম্যান ইউ গোলের দেখাই পায়নি, তারাই এদিন ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করে পয়েন্ট ঘরে তুলেছে। তাও আবার লিভারপুলের ডেরা থেকে। তবুও পুরোপুরি খুশি হতে পারছেন না রুবেন অ্যামোরিম। রেড ডেভিলদের কোচ বলেছেন, 'দলের খেলায় আমি খুশি। আজ আমরা একটা দল হিসাবে খেলতে পেরেছি। তবে এখন পরিস্থিতি যা, তাতে আমাদের ধারাবাহিক হওয়াটা খুব প্রয়োজন। এই মানসিকতাটা ধরে রাখতে হবে।' অন্যদিকে ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ বলেছেন, 'অ্যানফিল্ডে যদি আমরা লিভারপুলকে রুখে দিতে পারি, তাহলে অন্য কোথাও কেন তা পারব না?'

পয়েন্ট খুইয়ে হতাশ স্লট

এদিকে পয়েন্ট টেবিলের নীচের দিকে থাকা ম্যান ইউয়ের কাছে পয়েন্ট খুইয়ে খানিকটা হতাশ লিভারপুল কোচ। যদিও আত্মতুষ্টির তত্ত্বে বিশ্বাসী নন আর্নে স্লট। বলেছেন, 'আমরা দুটো পয়েন্ট ফেলে এলাম।' এদিন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মহম্মদ সালাহ, লুইস দিয়াজ, কোডি গাকপোরা। তবুও শেষপর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ স্লটের দল। লিভারপুল কোচ বলছেন, সেটাই ফারাক গড়ে দিল। একইসঙ্গে বল দখলের লড়াইয়েও লাল ম্যাঞ্চেস্টার তাদের টেক্কা দিয়েছে বলে মনে করছেন আর্নে স্লট।

এগিয়েও জিততে ব্যর্থ লিভারপুল। ক্ষুব্ধ কোচ আর্নে স্লট।

দলে থাকা নির্বাচকদের হাতে, রোহিতকে মঞ্জরেকার

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির হাত বদল।

এক দশকের অপেক্ষার অবসানের উচ্ছ্বাসে ভাসছে অজি ক্রিকেটমহল। প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের প্রশংসায় সেখানকার সংবাদমাধ্যমও। ভারতীয় দলকে খোঁচা দিতেও ছাড়ছে না। কোথাও কোথাও লেখা হয়েছে, সিরিজ জয়ে সাহায্য করার জন্য ব্যর্থ ভারতীয় তারকাদের ধন্যবাদ। এদের কয়েকজনকে যদি দেশে রেখে আসত, তাহলে বোধহয় উপকার হত টিম ইন্ডিয়ার।

লক্ষ্য যে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, বলার অপেক্ষা রাখে না। গত দুই সফরে জয়ের কান্ডারি ভারতের তরুণ ব্রিগেড। জসপ্রীত বুমরাহকে সরিয়ে রাখলে এবারও যতটুকু সাফল্য সেই তরুণ ব্রিগেডের হাত ধরে। টানা ব্যর্থতায় দল এবং নিজেদের কেরিয়ারকে বিশবাঁও জলে ফেলে দিয়েছেন বিরাট-রোহিতরা।

এর মধ্যেই সিডনি টেস্টের মাঝে নিজের সরে দাঁড়ানোর সম্পর্কে রোহিতের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। যেখানে রোহিত দাবি করেন, নিজেই ঠিক করবেন কবে ব্যাট-প্যাড তুলে রাখবেন। মঞ্জরেকার যা নিয়ে বলেছেন, 'ওর সাক্ষাৎকারের প্রথম অংশটা বেশ ভালো লেগেছে। বলেছিল, ফর্মে না থাকা কেউ (নিজেকে) দলের বোঝা হোক, চায়নি। তাই সরে দাঁড়িয়েছে। আবেগও দেখেছিলাম ওর মধ্যে। তবে যখন কোনও খেলোয়াড় বলে, আমার ভবিষ্যৎ আমিই ঠিক করব, মানতে অসুবিধা হয়। কবে অবসর নেবে, সেটা খেলোয়াড়রাই ঠিক করবে। কিন্তু দলে কতদিন তোমার জায়গা থাকবে, তোমার কেরিয়ার কত লম্বা হবে, তা নির্বাচকদের হাতে। যে নিয়মকে সম্মান করা উচিত, তুমি যতই মহান ক্রিকেটার হও না কেন।'

শুভমান অতিরিক্ত গুরুত্ব পায় : শ্রীকান্ত

মঞ্জরেকারের মতে, 'ব্যক্তি নয়, দল আগে। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অনেকসময় কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে নির্বাচকরা প্রয়োজনে তেমনই কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। কারোর কেরিয়ার যে সিদ্ধান্তে ইতি পড়তেই পারে। মোদ্দা কথা অবসরের বিষয়টি ক্রিকেটারের হাতে, কিন্তু কতদিন ভারতের হয়ে খেলবে, তা নয়।'

এদিকে, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত মনে করেন, শুভমান গিল যোগ্যতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পান। ভারতীয় নির্বাচকদের উচিত এবার বি সাই সুদর্শন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দিকে তাকানো। 'আগেও বলেছি শুভমান ওভাররেটেড ক্রিকেটার। কিন্তু কেউ তা গুরুত্ব দেয়নি। দীর্ঘদিন ধরে সুযোগ পাচ্ছে ও। অথচ, সূর্যকুমার যাদবকে মাত্র একটা টেস্টে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। হয়তো অভিষেক ম্যাচ ভালো করেনি। কিন্তু সফল হওয়ার মতো টেকনিক, দক্ষতা রয়েছে সূর্যর। কিন্তু সাদা বলের ক্রিকেটারের তকমাতে আটকে রেখেছে সূর্যকে।'

রুতুরাজ, সুদর্শনদের কথাও টেনে আনেন। বিশ্বকাপ জয়ীর দাবি, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যথেষ্ট সফল রুতুরাজ। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। 'এ' দলের সফরে সাই সুদর্শন সফল। অথচ, এই ধরনের প্রতিভা গুরুত্ব পাচ্ছে না। গিলকেই বারবার সুযোগ। অথচ, দশের মধ্যে ন'টিতেই ব্যর্থ শুভমান। আবার সুযোগ পাবেন। ঘরের মাঠে রানও করবেন। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ তো বিদেশে, পেস বাউন্সি উইকেটে।

গুয়াহাটিতেই ডার্বি, বাকি সরকারি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : মরশুমের দ্বিতীয় ডার্বি গুয়াহাটিতে হওয়া প্রায় নিশ্চিত। বাকি শুধু সরকারি ঘোষণা। মোহনবাগানের তরফে আগেই প্রথম পছন্দ হিসাবে ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দ ছিল যথাক্রমে দিল্লি ও ভুবনেশ্বর। যেহেতু ১০ তারিখ গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ম্যাচ আছে তাই ওখানেই থাকবে ব্রডকাস্টারদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা। ফলে ওখানেই ম্যাচ আয়োজন করা আইএসএলের পক্ষেও সুবিধাজনক বলে এফএসডিএল সূত্রের খবর। তাই তারাও গুয়াহাটির কথা মেনে নিয়েছে।

নিজেদের সম্মতির কথা তাদের তরফে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না গুয়াহাটির নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করছে ততক্ষণ আইএসএলের তরফেও জানানো সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত ১১ জানুয়ারি, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডার্বি আয়োজন করা যাবে না বলে মোহনবাগানকে চিঠি দেয় বিধাননগর কমিশনারেট। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই এই ম্যাচ করতে দিতে রাজি হয়নি রাজ্য সরকারও। তারপরেও মোহনবাগানের তরফে দর্শক সংখ্যা অর্ধেক করে বা শূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচ করার আবেদন জানানো হলেও, সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি পুলিশ-প্রশাসন।

তিন ম্যাচ পর হার ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-২
(সাহিল-আত্মঘাতী ও ডেভিড)
মুম্বই সিটি এফসি-৩
(ছাঙ্গতে, নিকোলাস-২)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : টানা তিন ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর ফের হার ইস্টবেঙ্গলের।

অথচ দিনটা হতেই পারত অন্যরকম। কারণ, আহামরি ছিল না প্রতিপক্ষ মুম্বই সিটি এফসি-ও। শুধু তাই নয়, ২-২ করে ফেলার পরও এই হার মানতে কষ্টই হবে সমর্থকদের। পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে প্রথমার্ধে দুই গোল খেয়ে চার গোল দেওয়ার পর আবারও এদিন তেমনটাই হতে পারে বলে সমর্থকদের আশায় বুক বাঁধা শুরু হতেই ৮৭ মিনিটে তৃতীয় গোল নিকোলাস কারেলিসের। গোলটা হল সম্পূর্ণ ডিফেন্সের দোষে। আনোয়ার আলি পড়ে গেলেন এবং কেটে গেলেন হিজাজি মাহের। দ্বিতীয়ার্ধে সাহিল পানোয়ারের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমে। আর ৮৩ মিনিটে নীশু কুমারের তোলা বলে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার দর্শনীয় গোলের পর যদি সমর্থকরা আশাবাদী হন, তাঁদের দোষ দেওয়া যায় কি? যদিও সাহিলের গোলের আগেই অবশ্য সমতা ফেরানোর কথা ইস্টবেঙ্গলের। জিকসন সিং সামনে থেকে বল উড়িয়ে দেন এবং দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের আরও নিশ্চিত হয়ে শট না নেওয়ায় টিপি রেহনেসের কোনওক্রমে বাঁচিয়ে ফেলাগুলোতে গোল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ৬৬ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর ক্রশ ক্লিয়ার করতে গিয়ে গোলে ঢুকিয়ে ফেলেন সাহিল।

চোট আনোয়ারের

ডার্বির আগে নিজেদের জীবনীশক্তি বাঁচিয়ে রাখতেই কি ম্যাচের শুরুতে গতিহীন ফুটবল ইস্টবেঙ্গলের? সেটা যদি হয়, তাহলে তাঁকে নিশ্চিতভাবেই সঠিক মানসিকতা বলা যাবে না। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচ থেকেই হঠাৎ করে কেন যেন লাল-হলুদ শিবিরের মানসিকতায় খানিক ঢিলেঢালা মনোভাব! বল কাড়তে, ফাইনাল পাস বাড়ানোর সময়ে অস্কার ব্রুজোঁর আমলের শুরুতে যেরকম তৎপরতা এবং সদর্থক মানসিকতা দেখাচ্ছিলেন তাতেও যেন ভাঁটার টান। যেটা আদৌ কাম্য নয় সমর্থকদের কাছে। মুম্বই সিটিকেও যে এই পরিস্থিতিতে সাংঘাতিক ধারালো কিছু লেগেছে তাও নয়। কিন্তু এই ঢিলোঢালা মনোভাবের সুযোগ নিয়েই প্রথমার্ধে ২ গোল চাপিয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি মুম্বইয়ের। মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে দুটো গোলের ক্ষেত্রেই ডিফেন্স এবং গোলরক্ষকের দায়। ৩৯ মিনিটে বিক্রমপ্রতাপ সিংয়ের বাড়ানো বল থেকে ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজের ফাইনাল পাস ধরে প্রায় হেঁটে হেঁটে গোল করে যান লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে। মজার কথা হল, নিকোলাস সেই সময় হিজাজি এবং হেক্টর ইউস্তেকে একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন দেখেও লালচুংনুঙ্গা দাঁড়িয়েই রইলেন। ৪৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের সময়ে ইয়োল ভ্যান নিয়েকের বাড়ানো বল থেকে নিকোলাসের প্রথম শট প্রভসুখান সিং গিল হাত থেকে ফেলে দিলে ফিরতি শটে গোল গ্রিক স্ট্রাইকারেরই। তাঁর গায়ে গায়ে থেকেও ইউস্তে কেন ট্যাকলে গেলেন না, সেটাও প্রশ্ন।

বিরতির পর অবশ্য খানিকটা খোলস ছেড়ে বেরোয় ইস্টবেঙ্গল। তবে নিখুঁত ফিনিশের অভাবে বেশ কয়েকবার ভুগতে হল। ক্লেইটন সিলভারের না হয় বয়স হয়েছে! কিন্তু দিয়ামান্তাকোসকে দেখে তো অসম্ভব সুখী ফুটবলার বলে মনে হতে শুরু করেছে আজকাল। ফলে ইস্টবেঙ্গলের আপফ্রন্টের চাপ থাকছে কম। বিষ্ণুর পায়ে স্কিল আছে। কিন্তু এখনও অনভিজ্ঞতার জন্যই হোক কী গ্যালারি শো করার প্রবণতার মনোভাব থেকে বাড়তি বল রাখা শুরু করায় ফিনিশিংটা ঠিক হচ্ছে না। অথচ মুম্বই সিটির বিপিন সিং, লালিয়ানজুয়ালাদেরও কিন্তু সেই গতি-ধার কিছুই নেই।

তবু ডার্বিতে এবারও সেই একের বিরুদ্ধে এগারোরই লড়াই হতে চলেছে। ব্রুজোঁর আমলে আশা জাগিয়েও সেই এগারোর গেরো থেকে বেরোতে পারছে না ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের শেষদিকে চোট পেয়ে উঠে যান আনোয়ার। পরে তাঁকে হুইল চেয়ারে করে স্টেডিয়াম থেকে বেরোতে দেখা যায়। যদিও কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'আশা করছি দুইদিনের মধ্যে আনোয়ার ফিট হয়ে যাবে।'

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, প্রভাত (নীশু), হেক্টর, হিজাজি, নুঙ্গা, নন্দকুমার (মহেশ), আনোয়ার (শৌভিক), জিকসন (ডেভিড), বিষ্ণু, দিয়ামান্তাকোস ও ক্লেইটন।

সমতা ফিরিয়ে শূন্যে লাফ ডেভিড লালহালানসাঙ্গার। যদিও জিতলে পারল না ইস্টবেঙ্গল (বাঁয়ে)। মুম্বই সিটি এফসি-র রক্ষণে এভাবেই বারবার আটকে গেলেন পিভি বিষ্ণু। ছবি : ডি মণ্ডল

মহারণের প্রস্তুতি শুরু সবুজ-মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অনুশীলনে মগ্ন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মোহনবাগান। আর কিছুক্ষণ পরেই যুবভারতীতে মুম্বই সিটি এফসি-র মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। তাই ধীরে ধীরে লাল-হলুদ সমর্থকরা স্টেডিয়ামে ঢুকছিলেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলকে অনুশীলন করতে দেখে কেউ কেউ উঁকি মেরে খোঁজ নিলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্ট ফিট হয়েছে কিনা। দুই তারকাকে চুটিয়ে অনুশীলন করতে দেখে একটু চিন্তিত মুখেই গ্যালারির দিকে হাঁটা লাগালেন তাঁরা।

শনিবার বাঙালির আবেগের মহারণ। সোমবার থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিল হোসে মোলিনার মোহনবাগান। মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য সুখবর, ডার্বির জন্য

ফিট দিমিত্রিস

পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠেছেন দুই প্রাণভোমরা পেত্রাতোস ও স্টুয়ার্ট। এদিন দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করলেন দুই বিদেশি। এদিন অবশ্য শুরুতে কিছুক্ষণ রিকভারি সেশনে অংশ নেন বাগান ফুটবলাররা। তারপর পাসিং ফুটবল ও শেষে ম্যাচ প্রাকটিস করলেন তাঁরা।

ডার্বির আগে আশিক কুরুনিয়ান ছাড়া বাকি দলকে সুস্থ অবস্থায় পাচ্ছেন বাগান কোচ মোলিনা। তাই বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল তাঁকে। অনুশীলন শেষে যুবভারতী ছাড়ার আগে তিনি বলে গেলেন, 'ডার্বির জন্য আমরা সবসময় তৈরি রয়েছি।' একই কথা বলে গেলেন স্কটিশ মিডিও স্টুয়ার্টও।

কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে মহিলা সাংবাদিকদের ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের কোচ সঞ্জয় সেন, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ও প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। সোমবার।

বিশ্রামে হরমনপ্রীত, দলে রিচা

আয়ারল্যান্ড সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন স্মৃতি

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি : আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওডিআই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরকে। তাঁর পরিবর্তে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা।

গতমাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে হাঁটুর চোটের জন্য শেষ দুইটি টি২০ ম্যাচে খেলতে পারেননি। পরে অবশ্য ওডিআই সিরিজে খেলেছিলেন তিনি। এর আগে টি২০ বিশ্বকাপের সময় ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন হরমনপ্রীত। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট দুর্বল আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। তাই হরমনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

হরমন ছাড়াও নির্ভরযোগ্য পেসার রেণুকা সিং ঠাকুরকেও দলে রাখা হয়নি। গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে তিনি সিরিজসেরা হয়েছিলেন। তিনি ক্রমাগত খেলে চলেছিলেন। তাই তাঁকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। হরমনপ্রীত ও রেণুকার পরিবর্তে রাঘবি বিস্ত এবং সায়ালি সাতঘারেকে দলে নেওয়া হয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষকে দেখা যাবে। আরেক বঙ্গতনয়া তিতাস সাধুকেও দলে রাখা হয়েছে। মহিলাদের চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে খেলতে ব্যস্ত রয়েছেন শেফালি ভার্মা ও অরুন্ধতি রেড্ডি। তাই তাঁদেরকে দলে রাখা হয়নি। আগামী শুক্রবার থেকে ওডিআই সিরিজ শুরু হচ্ছে। তিনটি ম্যাচই রাজকোটে খেলা হবে।

ভারতীয় মহিলা দল

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), দীপ্তি শর্মা (সহ অধিনায়ক), প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওল, জেমিমা রডরিগেজ, উমা ছেত্রী, রিচা ঘোষ, তিতাস সাধু, তেজল হাসাবনিস, রাঘবি বিস্ত, মিন্নু মনি, প্রিয়া মিশ্র, তনুজা কানওয়ার, সাইমা ঠাকোর, সায়লি সাতঘারে।

চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপ জিতল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সোমবার ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রিজার্ভ দলকে ১-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুনের রিজার্ভ দল। বাগানের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন আমনদীপ সিং। মোহনবাগানের হয়ে ফাইনালে খেলেছেন সুহেল আহমদ ভাট, টাইসন সিং, এঙ্গসন সিং, রাজ বাসফোররা। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব-১৫ আরএফওয়াইএসের ম্যাচে চৌবাগা হাইস্কুলকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে সবুজ-মেরুনের ছোটরা।

শিলিগুড়ি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের দুইদিনের ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল গঠিত হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা ঘোষিত দল ঃ রাহুল কামতি, আমনকুমার সিং, মহম্মদ সলমন, দর্শ আগরওয়াল, স্নেহময় সরকার, সঞ্জয় রায়, হৃষীকেশ সরকার, শুভঙ্কর পুরকায়স্থ, আদিত্যপ্রসাদ সোনার, অরিত্র দাস, রবিন চৌধুরী, অনীশ শর্মা, সাজন রাউত, নিশ্চয় আগরওয়াল ও নরদেব বর্মন। দলে অফিশিয়াল চন্দন মণ্ডল ও মণিশংকর ভট্ট। ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি প্রতিযোগিতাটি মেদিনীপুরে হবে।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সই করলেন রবি হাঁসদা।

মহমেডানে সই রবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : সাত বছরের খরা কাটিয়ে বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ের অন্যতম নায়ক রবি হাঁসদা। বেশ কয়েকদিনের দড়ি টানাটানির পর অবশেষে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সই করলেন তিনি।

এই মরশুমে কলকাতা ফুটবল লিগে ক্যালকাটা কাস্টমসের হয়ে খেলেছেন রবি। সরকারিভাবে এখনও কাস্টমসেরই ফুটবলার তিনি। কাজেই আপাতত ছয় মাসের লোন চুক্তিতে সাদা-কালো ব্রিগেডে সই করলেন এবার সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। সোমবার বিকেলে শ্রাচীর অফিসে রাহুল টোডি ও তমাল ঘোষালের উপস্থিতিতে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের চুক্তিপত্রে সই করেন তিনি। এরপর সন্ধ্যায় মহমেডান তাঁবুতে গিয়ে দেখা করেন ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে। সন্তোষ জিতে কলকাতায় ফেরার পরই রবি হাঁসদা বলেছিলেন, এবার লক্ষ্য আইএসএল। মোহনবাগানে খেলার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। তবে সবুজ-মেরুন আগ্রহ দেখায়নি।

এদিকে মহমেডানের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রস্তাবও ছিল তাঁর কাছে। তবে সাদা-কালো জার্সিই শেষপর্যন্ত হাতে তুলে নিলেন রবি। এদিন সরকারিভাবেই মহমেডানের তরফে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। রবি যোগ দেওয়ায় দলে গোল করার লোকের অভাব মিটবে বলেই আশা সাদা-কালো ব্রিগেডের ম্যানেজমেন্টের। তাদের আরেক নতুন ফরওয়ার্ড সান হুন্ডালের কলকাতায় আসা আটকে রয়েছে ভিসা সমস্যায়।

এদিকে রাহুল কেপিকে কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে লোনে সই করিয়েছে ওডিশা এফসি।

উন্নতিতে বাধা ডোপিং : নীরজ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি : সম্প্রতি ওয়াডার প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা গিয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্ক ক্রীড়াবিদদের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদক গ্রহণের তালিকায় অন্যতম নাম ভারত। তারকা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া মনে করছেন এই ডোপিংই ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বলছেন এটাই এখন ভারতীয় অ্যাথলিটদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

ডোপিংয়ের প্রতি যে অ্যাথলিটরা আসক্ত হয়ে পড়ছেন তাঁদের উদ্দেশে অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী জ্যাভলারের পরামর্শ, 'একবার অভ্যাস তৈরি হয়ে গেলে তা থেকে বেরোনো কঠিন। তখন তারা মনে করে ডোপ ছাড়া আগের মতো খেলতে পারছে না। সেটাই ফর্মে ফেরার একমাত্র উপায়। কিন্তু এটা একেবারেই সঠিক নয়। কঠোর পরিশ্রম, কোচের সঠিক পরামর্শ আর আত্মবিশ্বাসের কোনও বিকল্প নেই।' আর একবার ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়া মানেই কমপক্ষে দুই থেকে চার বছরের নির্বাসন। এরপর যে কোনও ক্রীড়াবিদের পক্ষেই প্রত্যাবর্তনের লড়াইটা কঠিন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেরিয়ার ওখানেই শেষ হয়ে যায়।

হোয়াইটওয়াশ পাকিস্তান

কেপটাউন, ৬ জানুয়ারি : পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদের (১৪৫) দুরন্ত লড়াইও কাজে দিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ১০ উইকেটে হেরে তারা সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হল। ফলোঅন করে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে সোমবার পাকিস্তান ৪৭৮ রানে অল আউট হয়। তারা জয়ের জন্য প্রোটিয়াদের মাত্র ৫৮ রানের টার্গেট দিতে পেরেছিল। ৭.১ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা কোনও উইকেট না হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রান তুলে ফেলে।

জয়ী বয়েজ, মার্গারেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটে সোমবার নির্মাণ ভিজে স্কুল ৯৪ রানে জিতেছে অলিভিয়া ই. ইংলিশ স্কুলের বিরুদ্ধে। ডিপিএস ফুলবাড়ি মাঠে নির্মাণের বিবেক রায় ১৮ বলে ৪০ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছে।

পরে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ৭৩ রানে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলকে। সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ মাঠে বয়েজের গৌরব দত্ত ৩৮ রান ও ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়। মার্গারেট (এসএন)

সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেট

ইংলিশ স্কুল ৯৫ রানে ডিপিএস ফুলবাড়ির বিরুদ্ধে জয় পায়। সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট মাঠে মার্গারেটের সুমিত মল্লিক ৪৭ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ইনিংস খেলা ছাড়াও ১৪ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। তাকে দেওয়া হয় ম্যাচের সেরার পুরস্কার।

ঘরের মাঠে ডিপিএস শিলিগুড়ির 'এ' দল হারিয়ে দেয় টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলকে। ম্যাচের সেরা ডিপিএসের কুবের গোয়েল ২৭ রান করা ছাড়াও ১৫ রানে নিয়েছে ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন নবাঙ্কুর সংঘের ম্যাক্সওয়েল।

জেলা মহিলা ক্রীড়া ২১ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ৪৯তম জেলা ক্রীড়ার জন্য অগ্রগামী সংঘ প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দুপুর ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তা চলবে। মাঝে অবশ্য ১২ জানুয়ারি রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রাখা হবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়। ২১ জানুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রয়েছে জেলা মহিলা ক্রীড়া।

সন্ধান চাই

রাখী রায় (27), পিতা রঞ্জন রায়, বাড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা। তিনি গত 27.04.24 তারিখ থেকে নিখোঁজ রয়েছে। কোনও ব্যক্তি তার সন্ধান পেলে 7810900173 নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

সেমিফাইনালে নবাঙ্কুর সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল নবাঙ্কুর সংঘ। সোমবার তারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে নর্থবেঙ্গল আর্মড পুলিশ ব্রিগেডকে। ম্যাচের সেরা ম্যাক্সওয়েল জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য দুইটি গোল ইভান ও ওয়াংদেনের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা আলি আসরাফ মন্ডল - কে 11.10.2024 তারিখের ড্র তে

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 73H 38317 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের জীবনকে একটি সমৃদ্ধশালী জীবনযাপন হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের যে কারোর জন্য একটি আদর্শ কর্তব্য। ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষকে স্বল্প পরিমাণ কিছু অর্থ দিয়ে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য প্রানবন্ত সহায়তা প্রদান করেছে। আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম এবং এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্রয়াত শান্তিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : শুধু ফুটবলার বা কোচ নয়, প্রশাসক হিসেবেও শিলিগুড়ির ময়দানে ছাপ রেখেছিলেন শান্তিপ্রিয় গুহ। মাস তিন-চারেকের রোগভোগের পর সোমবার সন্ধেবেলায় কলকাতায় বড় মেয়ের বাড়িতে তিনি প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে তিনি ছেড়ে গেলেন।

কলকাতা লিগে খিদিরপুরের হয়ে ফুটবল খেলা ছাড়াও শান্তিপ্রিয় তাদের কোচিংও করিয়েছেন। গত শতাব্দীর আশি-নব্বইয়ের দশকে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহ সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সহকারী সচিবের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। শান্তিপ্রিয়র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসু ও সহকারী সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ। শিলিগুড়ি লিগে শান্তিপ্রিয় কোচিং করিয়েছেন দেশবন্ধুকে। ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি অনুপ বসু তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শীঘ্রই দেশবন্ধুর তরফে শান্তিপ্রিয়র স্মরণসভা আয়োজনের কথা জানান।

উত্তরের খেলা

লাবণ্য ট্রফি শুরু

ফাঁসিদেওয়া, ৬ জানুয়ারি : মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে লাবণ্যকুমার ঘোষ ট্রফি ১৬ দলীয় ক্রিকেট শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে এমএসসিসি ফরবেশগঞ্জ ৫৩ রানে হারিয়েছে ঠাকুরগঞ্জ এ একাদশকে। প্রথমে এমএসসিসি ১৪.৪ ওভারে ১৬৮ রানে অল আউট হয়। পরে ঠাকুরগঞ্জ ১৪.৩ ওভারে ১১৫ রানে সব উইকেট হারায়। ফরবেশগঞ্জের রিঙ্কু যাদব ৩৩ বলে ৮৪ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

জয়ী ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবলে সোমবার দার্জিলিংয়ের ইউনাইটেড এফসি ১-০ গোলে জিতেছে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা ইউনাইটেডের গোলরক্ষক সন্দীপ রাউত।

মনোজের ব্রোঞ্জ

জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল গেমস প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ির মনোজ রায় শট পাট ইভেন্টে অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতল। মনোজ মাল বড়দিঘি হাইস্কুলের ছাত্র। জলপাইগুড়ি সাই কোচিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয় মনোজ।